ভ্রমণ-রহস্য।

ভ্রমণ-রহস্য।

শ্রীবিহারি লাল মিত্র
প্রণীত।

কলিকাতা।
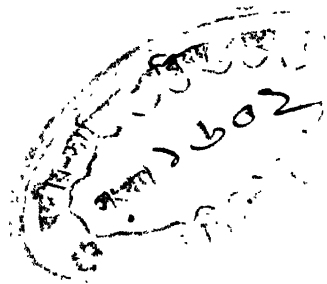
শকাব্দাঃ ১৮২৩।

ভ্রমে ভ্রমে ভ্রমণ হয় মিত্র ইহা কয়,

মিত্রে মিত্রে ধর্ম্ম হয় না করিও সংশয়।

বি, মিত্র।
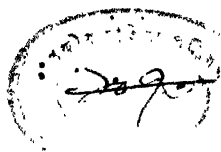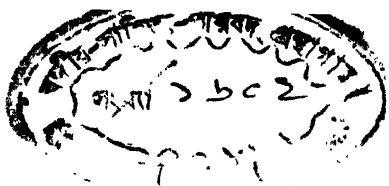
ভ্রমণ-রহস্য।

কোথাছিলে কোথা এলে কোথা যাবে বল, স্থূল সূক্ষ্মে ঘুরাঘুরি উপাধি বহুল,
কত এলো কত গেল কত কি লিখিল, কালক্রমে নানামত জগতে ব্যাপিল।
এক উঠে এক পড়ে দ্বিপ্রথা রহিল, গোলাকারই সত্য হয় নিত্য কহিল,
সর্ব্বশাস্ত্র সূক্ষ্মে এক প্রমাণ হইল, গুণ ভেদে ভেদাভেদ সংস্কার কহিল।

যত তর্ক তত ভ্রমণ মিত্র রচিল,
মিছামিছি তর্ক বিতর্ক মিত্র বলিল,
অবতার সত্য হয় প্রত্যক্ষ জানিল,
ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষে আপনি হইল।

মীমাংসা।

কস্মিন্নিশ্চিৎকালে অপ্রতিষ্ঠা নগরে দর্শন নামক একব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি সদা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পারিষদ মণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পারিমাণ্ডল্যাবধি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিত্যশঃ তাঁহার নিজস্ব কার্য্য পরিমাণ দণ্ডের জিহ্বাইব সম্পাদন করিতেন। কিঞ্চিৎ দিন এবম্বিধ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার পর, তাঁহার যশ-রাশি তত্র পূর্ণচন্দ্রের মতন শোভা ধরিল। অমৃতপিপাসুভ্রমণকারী তাঁহার প্রাসাদে প্রসাদ পাইবার বাসনায় উপস্থিত হইলে, তিনি তৎ-

ক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়া এবং যথাযোগ্য অমৃত বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি আনন্দ দিতেন। কালক্রমে তিনি অপ্রতিষ্ঠা নগরে একজন প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ হইলেন।

কয়েকদিন মহানন্দে অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার মনে হঠাৎ এক সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তাগারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রধান পারিষদ জ্ঞান আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রতিষ্ঠাবানপুরুষদর্শন জ্ঞানকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন;—জ্ঞান, তুমি বলিতে পার কিকারণ নাগরিক জন আমায় এতাধিক সমাদর করে।

জ্ঞান। মহাত্মন্! আপনার গুণের কারণ নাগরিকজন আপনাকে এতাধিক সমাদর করে।

দর্শন। গুণ ব্যতীত জগৎ নাই, তবে কেন কেবল আমায় করে।

জ্ঞান। বিশেষ ও সাধারণ আছে। যাহা সাধারণ গুণ তাহা সাধারণে আছে, যাহা বিশেষ তাহা সাধারণে নাই, ইহার কারণ সাধারণজন উপাসক হয়, আর বিশেষজন উপাস্য হন। আপনি বিশেষ হন ইহার কারণ সাধারণজন আপনার উপাসক হয়, আপনি উপাস্য হন। আর দেখুন, তেজ সকলেতে আছে, কিন্তু সূর্য্যের মতন তেজ কাহাতেও নাই।

দর্শন। তুমি ভেদ জ্ঞান বলিতেছ, জ্ঞানের কর্ম্ম অভেদ বলা, তবে তুমি কি ভাবে বলিতেছ প্রকাশ করিয়া বল।

জ্ঞান। আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহাই বলিতেছি, অপ্রত্যক্ষ কিছুই বলি নাই। যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা জ্ঞানের কর্ম্ম নয় প্রত্যক্ষ করা, কারণ জ্ঞান জ্ঞাবধি বলিতে পারে, জ্ঞা অতীত জ্ঞানের অতীত হয়।

দর্শন। তুমি কতদূর জ্ঞাবধি বল ?

জ্ঞান। ব্যোমাবধি।

দর্শন। ব্যোমের ভিতর সকলে আছে, তবে কেন এই ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞান। ব্যোমের ভিতর সকলে আছে বলিয়া এই ব্যতিক্রম আপনি দেখিতে পাইতেছেন, কারণ জ্ঞান জানিতে পারিয়াছে যে, ভেদ সর্ব্বত্র বিরাজিত হয়। দেখুন, আপনাকে সকল নাগরিকজন সমাদর করে, আমায় তদ্রূপ করে না, ইহার কারণ বোধ হয় সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ জ্ঞান পুরুষকারের দ্বারা বিষয়কে জন সমাজে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দেয়, যাহা পরে মানব সংস্কার বলে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফললাভ করে। যদি আপনি অন্য সংস্কার করিয়া দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকলে আবার সেই সংস্কার গ্রহণ করিবেক, এবং ফলও উৎকৃষ্ট পাইবেক, কিন্তু আপনাকে জন সমাজে ভেদ সংস্কার প্রচার করিতে হইবেক, কারণ ভেদ ব্যতীত সংস্কার হয় না।

দর্শন। তুমি কি বলিতেছ, ভেদ শিক্ষা কেহই দেয়না, অভেদ শিক্ষা সকলেই দেয়।

জ্ঞান। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা পুস্তকে ঠিক হয়;

কিন্তু কার্য্যে কিছুই মিলেনা, যদি মিলিত তাহা হইলে এত প্রকার পুস্তক হইতনা, এত মত হইতনা, এত দল হইতনা, এত গুরু ও শিষ্য হইতনা, তবে যাহা বলা হয়, তাহা কেবল দল বৃদ্ধি করিবার জন্য আর কিছুই নয়। প্রথমে একটিকে না ধরিলে দর্শন হয়না, প্রথমে একটিকে অনন্ত না রাখিলে জ্ঞান হয়না, প্রথমে একটিকে বিশ্বাস না করিলে উপাসক হয়না। আর দেখুন, দর্শনের একটি, জ্ঞানের একটি, এবং উপাসকের অর্থাৎ প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র হয়, যদি স্বতন্ত্র সর্ব্বত্র রহিল, তাহা হইলে অভেদ কোথায় হইল।

দর্শন। শব্দে ভেদ হয়, কার্য্যে অভেদ হয়।

জ্ঞান। আমি বলি শব্দে অভেদ হয়, কার্য্যে ভেদ হয়।

দর্শন। দেখ, তাঁহাকে কতজন কত প্রকার শব্দে সম্বোধন করিতেছে, কিন্তু কার্য্যটি কি অভেদ আছে। সম্বোধন কার্য্যটি সকলে করিতেছে, কিন্তু শব্দটি সকলে এক ব্যবহার করিতেছেনা।

জ্ঞান। সকলে শব্দের দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে, অতএব অভেদ কোথায়, কিন্তু যে বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে, তাহাই পরস্পারের স্বতন্ত্র হয়।

এই স্বতন্ত্র শিক্ষা দিলে কে?

বোধ হয় বলিবেন, সংস্কার।

তবে সংস্কার করেকে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন, মানব।

তাহা হইলে ভেদ শিক্ষা দিবার স্বামী মানব হন। কেহ পুত্র

রূপে আসেন, কেহ বন্ধু রূপে আসেন, কেহ দার্শনিক রূপে আসেন, কেহ জ্ঞানী রূপে আসেন, কেহ উপাসক রূপে আসেন, যদি সর্ব্বমানব এক হইত তাহা হইলে ভেদ জ্ঞান হইতনা, অতএব জগতের সর্ব্বত্র ভেদ বিরাজ করে।

ভেদজ্ঞান না থাকিলে আপনাকে সকলে পূজা করিতে আইসে কেন, এবং আপনারও ভেদ জ্ঞান না থাকিলে আপনি পূজা গ্রহণ করেন কেন? আর দেখুন, আপনি বক্তা হন, অপরে শ্রোতা হয়, আপনি কাহারও নিকট যান্না কিন্তু আপনার নিকট সকলে আসে। আর দেখুন. আপনি অমুক ভাল অমুক মন্দ বলিতেছেন, যদি ভেদ জ্ঞান প্রথমাবধি না থাকিত তাহা হইলে আপনিও এই ভেদ জ্ঞান করিতেন না। যতদিন জগতে উপাস্য ও উপাসক আছে, ততদিন জগতে ভেদ জ্ঞান ও আছে, উপাস্য ও উপাসক যদি না থাকিত তাহা হইলে অভেদ জ্ঞান সর্ব্বত্র বিরাজ করিত। জগতে অভেদ কিছুই নাই, তবে মহাজনেরা কাগজ কলমে ও বাক্যে সমস্তই অভেদ লিখেন ও বলেন। তিনি **এক** এইটি প্রমাণ করিতে হইলে, হয় পূর্ব্ববৎ যুক্তির দ্বারা না হয় পরবৎ যুক্তির দ্বারা কর্ত্তন করিতে করিতে কিম্বা যুক্ত করিতে করিতে শেষে **একে** আসিয়া উপস্থিত হন, এই **এক** অভেদ হয়। এই **এক** লইয়া কেহ কি জগতে বিরাজ করিতে পারেন, যদি পারিতেন, তাহা হইলে জগতে এত প্রকার সংস্কার থাকিতনা।

পঞ্চভূতে দেহ হয়, এবং ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পঞ্চভূত পঞ্চ প্রকার শিক্ষা দিতেছে, পঞ্চভূত এক প্রকার শিক্ষা

দেয়না, যদি দিত, তাহা হইলে পঞ্চগুণ দেহে জাজ্বল্য প্রমাণ থাকিত না।

আপনি দেখুন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চটী হইতে পঞ্চগুণ জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, কিন্তু ইহা সত্য কি মিথ্যা কে প্রমাণ করিতেছে, যদি ইহার প্রমাণের বিষয় না থাকিত, তাহা হইলে জগতে আর কত কথার শ্রাদ্ধ হইত। নাসিকা গন্ধ প্রমাণ করিতেছে, জিহ্বা রস প্রমাণ করিতেছে, চক্ষু রূপ প্রমাণ করিতেছে, ত্বক স্পর্শ প্রমাণ করিতেছে, কর্ণ শব্দ প্রমাণ করিতেছে, কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই, কারণ খালি মুণ্ড জগতে কিছুই নয়। বাক্, পাদ, পাণি, লিঙ্গ, গুহ্য যোগ না দিলে মুণ্ড থাকে কোথায়,—ইহাতেও যে সব ঠিক হইল, তাহাও কেহ বলিতে পারেনা, কারণ বৈদ্যেরা আর কত বাহির করিয়া যোগ দিয়াছেন,—যথা মাংস, মেধ, অস্থি, মজ্জা, রেত। দেখুন, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিলে, আর কত বাহির হয়, ইহা যে সমস্ত অভেদ ইহা কে বলিবে, যখন একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব থাকেনা, ইহার কারণ ভেদ জ্ঞান সত্য হয়।

দর্শন। তুমি অভেদ জ্ঞানের গোড়া বলিলেনা, তুমি ডাল পালা বলিলে ইহার কারণ ভেদ জ্ঞান প্রমাণ করিলে। শব্দ, স্বভাব সিদ্ধ হয়। শব্দ হইতে প্রথমে অ বর্ণ হইল, ইহার কারণ অবর্ণকে অন্য সর্ব্ববর্ণের মুখ্য স্থান কহে। তৎপরে অন্য বর্ণ হইল, বর্ণ হইতে পদ হইল; পদ হইতে ভাষা নিয়ম হইল, ভাষা নিয়ম হইতে মার্জ্জিত ভাষা-রহস্য হইতে লাগিল, ভাষা-রহস্য হইতে

আবার দর্শনে এক আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখ গোড়ায় এক হয় আবার শেষে এক হয়, ভেদ কোথায় রহিল ফলতঃ সমস্তই অভেদ হইল, তবে মধ্যটিতে নানারূপ ধরিল, সেটি অজ্ঞানীর পক্ষে প্রসিদ্ধ হয়, জ্ঞানীর পক্ষে নয়। আর দেখ, তুমি যাহা কিছু বলিলে, তাহা সমস্তই মৃতদেহে থাকে, তবে কেন মৃতদেহ সমস্ত কার্য্য করিতে পারে না। তোমার এইটী স্বীকার করিতে হইবে যে, আর কিছু উহাতে আছে, কারণ শক্তি না থাকিলে শক্তি থাকে না। কেমন হে, এইটি ঠিক কিনা ?

জ্ঞান। আপনি যেমন শব্দকে স্বভাব সিদ্ধ করিলেন, বোধ হয় শক্তিকেও তেমন কবিবেন, যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে মৃতদেহে শক্তি অভাব কেন ? আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে মানব দেহ প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে মানবদেহ প্রাণ বিহীন হয় ইহা স্বীকার করি, তবে আপনি যে শক্তি আবশ্যক বলিয়াছেন, ইহা ঠিক, কারণ প্রাণ বায়ু না বহিলে প্রাণ থাকে না। যদি প্রাণ বায়ু শক্তি হয়, তাহা হইলে রূপান্তর হয় কেন। বায়ু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তবে মৃত্যু দেহে থাকে না কেন। বৈদ্যেরা পঞ্চবায়ু করিয়াছেন, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অভেদ কোথায়, বরং আবার ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইল, কারণ এক বায়ু হইস না, পঞ্চবায়ু হইল।

দর্শন। তুমি এত মোটা বুঝ কেন। মৃতদেহে শক্তি নাই কে বলিল।

জ্ঞান। আপনি সূক্ষ্ম করিয়া বলুন, অক্ষ প্রত্যক্ষ করিতেছে,

যে মৃতদেহে শক্তি নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অবস্থা ভেদ লক্ষিত হইত না।

দর্শন। তুমি মৃতদেহ নষ্ট করিয়া ফেল, নষ্ট করিলে মহাভূতে যাইল, মহাভূতে ত্র্যসরেণু কিম্বা পরমাণু রূপে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু শক্তি বরাবর বর্ত্তমান আছে। সেই ত্র্যসরেণু কিম্বা পরমাণু সংযোগে সংযোগে বৃহদাকার হইল, সেই বৃহদাকার আবার মানবদেহ হইল, তবে উপাধি বহু হইল। যদি একটি ভুমিশায়ী মাতাল দেখ, তুমি বলিবে যে উহাতে শক্তি নাই, কি একটী সমাধিস্থ পুরুষ দেখ, তাহা হইলে বলিবে যে ইহাতে ও শক্তি নাই। পরমাণুর সংযোগও বিয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জ্ঞান। পরমাণু সংযোগ হইতে হইতে বৃহৎ ভাণু হয়, আবার বৃহৎ ভাণু বিয়োগ হইতে হইতে পরমাণু হয়, কিন্তু সংযোগ ও বিয়োগ দুইটি অবস্থা হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দেহের জীবিতাবস্থা ও দেহের মৃত্যু অবস্থা আপনার পরমাণুর সংযোগ অবস্থা আর পরমাণুর বিয়োগ অবস্থা হয়, কিন্তু আপনি পরমাণুটিকে স্বভাব সিদ্ধ অবস্থা বলেন, যেমন আপনি শক্তিকে বলিয়াছেন। ভুমিশায়ী মাতাল ও সমাধিস্থপুরুষ ইহ জীবনে পুনরুত্থান করে, কিন্তু মৃতদেহ পুনরুত্থান করে না, যদি সর্ব্বত্র শক্তি বর্ত্তমান হয়, কিম্বা পরমাণু বর্ত্তমান হয়, তবে অবস্থান্তর হয় কেন? দেহ যদি অবস্থান্তর হয়, ইহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে অভেদ হইল না, ভেদ প্রমাণ হইল।

দর্শন। তুমি ভেদ কাহাকে বল।

জ্ঞান। যাহাতে একাবস্থা দেখি না।

দর্শন। অন্ধেরা কিছুই দেখে না, সমস্ততেই এক অন্ধকার অবস্থা দেখে। তুমিও অন্ধ হও, তাহা হইলে একাবস্থা সর্ব্বত্র দেখিবে।

জ্ঞান। অন্ধ হইলে দেখিতে পাইব কেন, আমি দেখিতে পাইতেছি, তাই আপনাকে বলিতেছি যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়। অন্ধ হইলে আপনার ভাল হয়, কারণ আপনার অনুগ্রহে থাকিতে হয়। আপনি ইহাও জানিবেন যে অন্ধেরও ভেদ জ্ঞান আছে। আপনি অন্ধকে জিজ্ঞাসা করুন এখন রাত্রি না দিবা, অন্ধ তৎক্ষণাৎ যথাযথা উত্তর দিবে, অতএব ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। তুমি সূক্ষ্ম ধরিতেছ না, স্থূল ধরিতেছ, তাই ভেদ দেখিতেছ।

জ্ঞান। যাহা সূক্ষ্মে আছে তাহা স্থূলে আছে, যদি স্থূলে ভেদ হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মেও ভেদ আছে।

দর্শন। স্থূলেও ভেদ নাই, সূক্ষ্মেও ভেদ নাই, খালি সংস্কার গুণে ভেদ হয়।

জ্ঞান। আপনা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে খালি সংস্কার গুণে ভেদ হয়। যদি অভেদ সমস্ত হয়, তাহা হইলে ভেদ আইসে কোথা হইতে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আইসে কোথা হইতে। যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী থাকে, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। নিজকর্ম্মগুণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী হয়।

জ্ঞান। যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলেও ভেদ রহিল।

দর্শন। মোটাতে ভেদ রহিল, সূক্ষ্মে রহিল না।

জ্ঞান। মোটাও সূক্ষ্ম এই দুইটি হইল।

দর্শন। মোটা ঘসিতে ঘসিতে সূক্ষ্ম হয়, অতএব স্থূল ও সূক্ষ্ম এক হয়।

জ্ঞান। যখন উপাধি দুইটি হইল, তখন ভেদ হইল।

দর্শন। আমি একটি বিষয় গ্রহণ করিলাম, বিষয়টি টুক্‌রা করিতে সুরু করিলাম, টুক্‌রা করিতে করিতে অণু প্রমাণ হইল, আর টুক্‌রা হয়না, পিসিতে সুরু করিলাম, পিসিতে পিসিতে ফাঁকি হইল, একে অণু তাতে আবার ফাঁকি, আমাকে ফাঁকি দিল। আমি চিন্তায় আনিলাম, ফাঁকি ফাঁকি দিয়া গেল কোথায়। আমি চিন্তায় জানিলাম, ফাঁকি ফাঁকির অর্থাৎ শূন্যের সহিত পিরীত করিয়াছে। পিরীত করিলেই সংযোগ হইল, সংযোগ হইলেই সংযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তত বৃহৎ বিষয় আবির্ভাব হইল, আর বিষয় যত বিয়োগ হয়, তত সূক্ষ্ম হয়, শেষে এত সূক্ষ্ম হয় যে ত্র্যসরেণু হয়, এবং মোটা আকার রহিত হয়। দেখ, একটি ত্র্যসরেণু সংযোগে ও বিয়োগে এত লীলা করে, তবে তুমি যাহা ভেদ দেখ, উহা লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, কিন্তু বাস্তবিক অভেদ হয়।

আর দেখ, তোমাতে একাদশ তত্ত্ব বিরাজ করিতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশতত্ত্ব আর মন কিম্বা অহঙ্কার যোগ দিয়া একাদশ তত্ত্ব হয়। মন কিম্বা অহং না রাখিলে উপাধি ঠিক হয় না, ইহার কারণ উপাধি প্রমাণ করিতে হইলেই অহঙ্কার

তত্ত্ব আনিতে হয়। এই একাদশ তত্ত্ব বিশিষ্ট যে উপাধি জ্ঞান-পুরুষ তাহাকে আমি নষ্ট করিলাম, এবং নষ্ট করিলেই মহৎতত্ত্বে মিশিল। মহৎতত্ত্ব মহাভূত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই মহাভূতের বিকাশ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আবার ইহার সহানুভূতি প্রমাণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, আবার ইহাদিগের কর্ম্মনিয়োজিত প্রমাণ হস্ত, পদ, বাক, লিঙ্গ, উপস্থ হয়, আবার এই বিংশতি তত্ত্বের বর্ত্তমান কর্ত্তা মন কিম্বা অহঙ্কার হয়। মন কিম্বা অহঙ্কার সমস্ত বর্ত্তমান তত্ত্বকে প্রমাণ করিতেছে। মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ত্ব হয়, এই প্রকৃতিতত্ত্ব অথবা ত্র্যসরেণু এক হয়, যেমন ত্র্যসরেণুর সংযোগে ও বিয়োগে সমস্ত বিষয় বিষয়ীভূত হইতেছে, তেমন প্রকৃতিতত্ত্বের বিকাশে ও অবকাশে সমস্ত তত্ত্ব তত্ত্বযুক্ত হইতেছে।

তিন নাড়ী, ছয়চক্র, পঞ্চবায়ু, পঞ্চকোষ দেহের ভিতর বিরাজ করিতেছে, সহস্রারের অনুগ্রহে সমস্ত চক্রসদৃশ ভ্রমণ করিয়া দেহকে মুক্ত ও বদ্ধ করিতেছে। দেখ জ্ঞান, গোড়ায় সমস্ত অভেদ হয়, পরে ভেদ হয়, যেমন এক হইতে বহু হয়। তুমি যাহা ভেদ দেখ, উহা মধ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, কিন্তু মধ্যে নিয়ম বর্ত্তমান হয়। এই নিয়ম সংস্কার হইতে হয়, সংস্কার ছুটিলে, যাহা স্বভাব তাহাই হয়, এই স্বভাব অভেদ হয়।

জ্ঞান। আপনি যাহা বলিলেন ইহা অত্যন্ত ভাল হয়, কিন্তু মধ্য লইয়া জগৎ আছে, যদি মধ্যে ভেদ হয়, তাহা হইলে

গোড়াও শেষে ভেদ হয়। বর্ত্তমান আছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে, যদি বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকিতনা। বর্ত্তমান দ্বিকালকে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকে সংস্কারে বদ্ধ করিতেছে, অতএব বর্ত্তমানে যাহা দেখি তাহাই সত্য হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানকালে সকলে ভেদ দেখে, যদি সকলে ভেদ দেখিল, তাহা হইলে ভেদ সত্য হয় ইহা প্রমাণ হইল।

দর্শন। তুমি বরাবর ব্যবহার কাণ্ড বলিতেছ, দর্শন কিছুই বলিতেছনা, ব্যবহারে সমস্ত ভেদ হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত অভেদ হয়।

জ্ঞান। জগৎ ব্যবহার ময় হয়, দর্শন ময় জগৎ নয়, কিন্তু জগৎময় দর্শন হয়।

দর্শন। তুমি কি বুধোর পিণ্ডি উদোর ঘাড়ে ফেলিতেছ, আবার উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলিতেছ, সব পিণ্ডি এক পিণ্ডি করিয়া ফেলনা তাহা হইলেই অভেদ হইয়া যায়।

জ্ঞান। যদি সব পিণ্ডি একপিণ্ডি করিব, তাহা হইলে এত বালাই কেন, এবং আপনি বা এত সূক্ষ্ম বাহির করিবেন কেন। দেখুন, কতকগুলি একত্রিত না হইলে পিণ্ডি হয়না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রথমে ভেদ ছিল ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে, পরে আপনি কল, বল ও ছল করিয়া এক পিণ্ডি করিয়াছেন, যদি ইহা ঠিক হয়, আপনি খালি উপাধি দ্বারা এক করিলেন ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।

আর দেখুন, ইংরাজ, রুস, জর্ম্মান, ফরাশী সকলকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে Euro| ean উপাধি দিতে হয়। আবার ইংরাজ, রুস, জর্ম্মান, ফরাশী, ইরাণী, চীন, এমেরিকান, বুয়ারকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে, শ্বেত মানব উপাধি দিতে হয়। আবার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মানবকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে খালি মানব উপাধি দিতে হয়। মানব ও পশুকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে জরায়ুজ উপাধি দিতে হয়, আবার অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্য ও জুরায়ুজকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে ভূত উপাধি দিতে হয়। এইবার ভূতের নৃত্য চলিল, প্রথমে রস শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎপর তেজ শ্রেষ্ঠ হইল, তৎপর মরুত শ্রেষ্ঠ হইল, তৎপর ব্যোমে সব পিণ্ডি শেষ হইয়া মহাভূতে এক পিণ্ডি হইল।

[তাঁহার কিম্বা স্বভাবের নিয়ম ইহাই হয় যে জগৎ পরে পরে উন্নতি মার্গে কিম্বা অবনতি মার্গে উঠেও পড়ে। জগতের উন্নতির যাহা পরাকাষ্ঠা হয়, আর অবনতির যাহা শেষ হয় উভয়ই এক হয়। উন্নতির পরাকাষ্ঠা ও অবনতির শেষ এই উভয়ের মধ্যে মানবজগৎ হয়, এই মানবজগৎ নিয়মে বদ্ধ হয়, এই নিয়ম আবশ্যকে উদ্ভব হয়]।

আর পিণ্ডি চটকাইবার পথ রহিলনা ফলতঃ শ্রাদ্ধ গড়াইল অর্থাৎ অজানিত আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতেও কথার তর্ক চলে কেননা অজানিত আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা জানিনা, তাহাই অজানিত হয়, যদি সে না জানিল, তাহা হইলে অজানিত শব্দ কি করিয়া প্রয়োগ করিল, অতএব জানিল, যে অজানিত হয়।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কুতর্ক করিবেননা, কারণ কু কুৎসিতে থাকে, আর সু সুভতে থাকে, এই স্থানে কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি জ্ঞানী, সকলেই সামান্য মূর্খের মতন হয়, কারণ জ্ঞাতীত মানবাতীত হয়।

পাগল যেমন মনে যাহা আইসে তাহাই বক্কে কিন্তু কার্য্যে সে কিছুই করেনা, কিন্তু অসাধারণ পাগল যাহা মনে আইসে তাহাই বকে কিম্বা লিখে, এই বকা কিম্বা লেখা জগতে সংস্কার করিবার আদিতত্ত্ব হয়, এই আদিতত্ত্ব জগতে প্রথম ভেদ শিক্ষা দেয়, কারণ ভেদবিশিষ্টপুরুষ হইতে প্রচার হইতেছে। তিনি কি ভাল কি মন্দ বিচার করিলেন, এমনকি যদি একটী শব্দ লইলেন শিব, শিব, শিব কিম্বা মৌন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, তত্রাচ ভেদ বর্ত্তমান রহিল। অপর ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, উচ্চারণ করিলেন, এবং পুরুষকার কর বলিলেন, উভয়েই যে চরম সীমায় গিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ের মত ভেদ হয়, এই ভেদ আদিতে আছে, যদি না থাকিত তাহা হইলে মত ভেদ হয় কেন, কার্য্য ভেদ হয় কেন, বাক্য ভেদ হয় কেন?

দেখুন, শব্দ এক হয়, শব্দ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বর্ণ তাহা জগতে ভেদ কেন, বর্ণ হইতে যে পদ হয় তাহাই বা জগতে ভেদ কেন, পদ সাজাইবার নিয়ম তাহাই বা জগতে ভেদ কেন, নিয়ম হইতে যে মার্জ্জিত ভাষা হয়, তাহাই বা জগতে ভেদ হয় কেন, ভাষার দ্বারা যাহা ব্যক্ত করা যায় তাহাই বা ভেদ কেন, একটি প্রদেশের শব্দ অন্য প্রদেশের

শব্দ হইতে ভেদ লক্ষিত হয়, ইহারইবা কারণ কি; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ভেদ সর্ব্বত্র বিরাজ করে। যাহা জ্ঞাতীত তাহা মানবাতীত হয়, তবে অভেদ বলা হয় কারণ অজানিত।

আর দেখুন, ভ্রূণ হইতে একাবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক-বিংশতি বৎসর লাগে, কেন এক বারে একাবস্থা প্রাপ্ত হয়না। ভ্রূণ কোথা হইতে উদ্ভব হয়?

বোধ হয় বলিবেন দেহ হইতে।

দেহ আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন অন্ন হইতে।

অন্ন আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন মেঘ হইতে।

মেঘ আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন সমুদ্র হইতে।

সমুদ্রের জল মেঘে পরিণত হয় কি করিয়া?

বোধ হয় বলিবেন সূর্য্যের কিরণের দ্বারা।

সমুদ্র আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন চন্দ্র হইতে।

সূর্য্য ও চন্দ্র আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন পরমাণুর সমষ্টি হইতে কিম্বা তাঁহার হুকুম হইতে।

পরমাণু ও তাঁহার হুকুম আইসে কোথা হইতে?

বোধ হয় বলিবেন জানিনা অর্থাৎ অজানিত, এই অজানিতের স্থানে অভেদ হয়, কারণ জানিনা, ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে যত-

দূর জানা যায় ততদূর ভেদ হয়, জানাতীত অভেদ হয়, অতএব বিশিষ্ট প্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

আর দেখুন, জগতের নিয়ম পরে পরে উন্নতিমার্গে কিম্বা অবনতিমার্গে উঠে ও পড়ে। উন্নতির যাহা পরাকাষ্ঠা হয়, আর অবনতির যাহা শেষহয়, উভয়ই এক হয়। উন্নতির পরাকাষ্ঠা ও অবনতির শেষ এই উভয়ের মধ্যে যাহা হয়, তাহাই মানবজগৎ হয়। এই মানবজগৎ নিয়মে আবদ্ধ হয়, এবং নিয়ম আবশ্যকমতে উদ্ভব হয়। জগতে যখন যেটি আবশ্যক হয়, তখন সেইটি উদ্ভব হয়, এবং সেইটি অবশেষে নিয়মে বদ্ধ হয়। নিয়মে সংস্কার প্রস্তুত হয়, সংস্কার কার্য্যতে প্রবৃত্তি করায়, প্রবৃত্তিতে পুরুষকার আসে, পুরুষ-কারে ফল আছে, ফলে আনন্দ কিম্বা নিবৃত্তি হয়, অতএব ভ্রমণ ব্যতীত কিছু দেখিতে পাই না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। তুমি আদি ধরিতেছনা ও অন্ত ধরিতেছনা, খালি মধ্য ধরিতেছ, ইহার কারণ ভেদ দেখিতেছ।

জ্ঞান। আপনি যাহা বলিলেন ইহা ঠিক, কিন্তু মধ্য লইয়া মানবজগৎ বিরাজ করে, আমি কি করিয়া আদি ও অন্ত ধরি। আপনিও মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আপনি ও আমি এক হইতে পারি কি, স্ত্রীলোককে কি করিয়া পুরুষ বলি, মানব বলিতে পারি। আপনি কি ইহা ভেদ বলেন না ?

দর্শন। তন্ময় হইলে ভেদ থাকে না, যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ ভেদ থাকিবে।

জ্ঞান। আপনি ভেদ স্বীকার করিলেন, তবে তন্ময় হইলে থাকে না ইহা আপনি বলিলেন, যদি তন্ময় হয়, তাহা হইলে নিজতত্ত্বের লোপ হয়, যদি নিজতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা অন্য সবতত্ত্বের লোপ হয়। যদি সবতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা তৎতত্ত্বের লোপ হয়। যদি তৎতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না ইহতত্ত্বের লোপ হয়, যদি ইহতত্ত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না ভেদ ও অভেদ তত্ত্বের লোপ হয়, যদি ভেদাভেদের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা শূন্যের লোপ হয়। যদি শূন্যের লোপ হয় কেননা অস্তিত্বের লোপ হয়, যদি অস্তিত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না দর্শনের, বিজ্ঞানের, জ্ঞানের লোপ হয়। কিন্তু দেখুন, লোপ কিছুরই নাই, যাহা অনন্ত-বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, অদ্য তাহাই দেখিতেছেন, আবার অনন্ত বৎসর পরে তাহাই দেখিবেন, তবে ভেদজ্ঞানের দরুণ অভেদ বলেন কারণ অজানিত। আপনি যাহা বলেন তাহাই ভেদ, কারণ ভেদ হইতে অভেদে যাইতেছেন। যতদূর ভেদ করিয়া যাইতেছেন, ততদূর ভেদ দেখিতেছেন, যখন ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন অভেদ করিলেন, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে অভেদ কোথায়ও নাই।

দেখুন, পোঁকা, মাকড় দেবতা বলিয়া পূজা হয়, কারণ তৎ-সময়ে পোঁকা-মাকড় অভেদ ছিল, আবার একজন ভেদ করিয়া বাহির করিল, পোঁকা-মাকড় অভেদ নয়, জল অভেদ হয়। আবার একজন ভেদ করিয়া বাহির করিল, জল অভেদ নয়,

তেজ অভেদ হয়, এই প্রকার একের পর এক ভেদ করিয়া জানিল, নীতি অভেদ হয়। দেখুন, কি প্রকার খিঁচুড়ি হইল, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে যত অভেদ হয়, তত ভেদ হয়, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মানবজগৎ ভেদ হয়, ইহাও সত্য হয়।

আপনি দেখুন, সমুদ্রগর্ভের ভিতর যে জলচর যত নীচে আছে সে তত কাল হয়, আর যে জলচর যত উপরে আছে, তাহা তত শ্বেত হয়। পৃথিবীতে যে মানব যত উপরে আছে সে তত শ্বেত হয়, আর যে যত নীচে আছে সে তত কাল হয়, এই ব্যতিক্রম কেন হয় বলুন দেখি ?

বোধ হয় বলিবেন সূর্য্যের কৃপায়, কেননা সূর্য্যের দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভের নীচের জলচর শ্বেত হওয়া আবশ্যক হয়, কেননা, ইহারা সূর্য্যের রশ্মির অনেক দূরে বাস করে। কিন্তু মানব যাহারা সূর্য্যরশ্মির দূরে বাস করে তাহারা শ্বেত হয়, আর যাহারা নিকটে বাস করে তাহারা কাল হয়। কিন্তু যে সমস্ত জলচর সূর্য্যের নিকট বাস করে সে সমস্ত জলচর শ্বেত হয়, আর যে সমস্ত জলচর দূরে বাস করে সে সমস্ত জলচর কাল হয়। ভূতের সূক্ষ্মলীলা এত সূক্ষ্ম যে মানব বুদ্ধির ফাঁকি ফাঁকিতে পড়ে এবং এই ফাঁকিই অভেদ প্রস্তুত করিবার প্রধান কারণ হয়, কারণ নিজের প্রাধান্যটি ছাড়িতে পারেন না। যদি অম্লানে বদনে স্বীকার করেন যে আমি আর ভেদ করিতে পারি না তাহা হইলেই বালাই যায়,

আর ভেদ প্রধান হয়, কারণ ভেদ করিলে আর ভেদ বাহির হয়। যত ভেদ করিবে তত ভেদ বাহির হইবে, যত ভেদ বাহির হইবে তত পুরুষকার বাড়িবে, যত পুরুষকার বাড়িবে তত নূতন আবিষ্কার হইবে, যত নূতনে নূতন যোগ দিবে, তত যোগে যোগে প্রলয় ঘটিবে, প্রলয় ঘটিলে পুনঃ স্থির আসিবে, স্থির আসিলে আবার অস্থির ছুটিবে। এই স্থির ও অস্থির লইয়া জগৎ রচিত হয়, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন। তুমি যাহা বলিলে ইহা যে অঠিক তাহা নয়। তুমি এক সংখ্যা হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত যাইতেছে, আবার নয় হইতে এক সংখ্যাতে আসিতেছে। এককে আদি করিয়া নয় সংখ্যাতে যাইয়া শেষ করিতেছ, আবার নয় সংখ্যাকে আদি করিয়া এক সংখ্যাতে আসিয়া শেষ করিতেছ, ইহাই আসা ও যাওয়া এবং যাওয়া ও আসা হয়। এই দুই পথ তুমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছ। এক হইতে নয় সংখ্যাতে যাইতে যে সংখ্যা পর পর প্রয়োজন হয়, এবং নয় হইতে এক সংখ্যাতে আসিতে যে সংখ্যা পর পর প্রয়োজন হয়, ইহাকেই তুমি ভেদ বলিতেছ, কিন্তু আমি এই মধ্য ছাড়িয়া আদি ও শেষ ধরিতেছি, ইহার কারণ আমি সমস্ত অভেদ বলি।

তুমি মনে কর, কলিকাতা হইতে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছ, আবার হিমালয় হইতে কলিকাতায় আসিয়াছ, বাস্তবিক তুমি মধ্য কিছুই দেখিলে না, তুমি খালি কলিকাতা ও হিমালয় এই দুইটি ভেদ শব্দ জানিলে। আবার তুমি মনে কর, কলিকাতা ও হিমালয়

এই দুইটি ভেদশব্দ দুইটি স্থানকে ভেদ করিবার দরুণ হয়, বাস্তবিক অভেদ হয়, কারণ কলিকাতা হইতে হিমালয় ভেদ নয়। যতকিছু মধ্যের স্থান দেখিতেছ সমস্তই কলিকাতা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত জোড়া ও গাঁথা আছে, যদি বল নদ নদীতে ব্যবধান করিয়াছে, ইহা ভ্রম হয়, কারণ জল সিঞ্চন করিলে দেখিতে পাইবে যে সমস্ত একলপ্ত আছে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ও হিমালয় অভেদ হইল, তবে যে দুইটি শব্দ দুইটি স্থানকে ভেদ করিবার দরুণ হইয়াছে উহা কেবল ব্যবহার হয়। আর দেখ, শব্দ এক হয়, কারণ শব্দ ব্রহ্ম হয়, যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়।

আর দেখ, দেহতত্ত্ব জানিতে পারিলে এক স্থানে বসিয়া সমস্ত পৃথিবীর খবর বলিতে পারা যায়, যদি অভেদ সর্ব্বত্র বিরাজ না করিত তাহা হইলে কি করিয়া সমস্ত পৃথিবীর খবর এক স্থান হইতে বলিতে পারা যায়, এই সাধনকে আমি যোগসাধন বলি। সমস্ত শূন্যে এক নেঁতুড় আছে, সমস্ত বায়ুতে এক নেঁতুড় আছে, সমস্ত তেজে এক নেঁতুড় আছে, সমস্ত জলে এক নেঁতুড় আছে, সমস্ত স্থলে এক নেঁতুড় আছে, যদি ইহা সত্য হয়, আর পঞ্চভূতে দেহ হয় ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহ সাধন করিলে যদি এক স্থান হইতে অন্য সমস্ত স্থানের খবর বলা যায়, ইহাও সত্য হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়, কারণ ভেদ থাকিলে এক স্থান হইতে সমস্ত স্থানের খবর কি করিয়া বলিতে পারা যায়।

আর দেখ, এক হইতে সমস্ত হয়, ইহার কারণ সকলে একের সহিত পিরীত করিতে ইচ্ছুক হয়। জগতে কেহ কি তিনি ছাড়া আছে, তবে ছাড়া এই, যে যার তিনি সে তার তিনি, শব্দের প্রভেদ মাত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর দেখ, মানবদেহ মাত্রেই দুই হাত ও দুই পা হয়, যদি ভেদ হইত তাহা হইলে সমস্ত মানবের দুই হাত ও দুই পা হইত না, কোথায় দশ হাত, দশ পা, কোথায় তিন হাত এক পা এবম্বিধ নানাপ্রকার বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যাইত। যদি ইহা ঠিক হয় অর্থাৎ দুই পা ও দুই হাত মানবের হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়। যদি কেহ এক লাফে কলিকাতা হইতে হিমালয়ে যায় ইহাতে তুমি বলিতে পার যে মধ্য ভেদ না করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না কিন্তু যদি সমস্ত এক কর তাহা হইলে ভেদ কোথায়।

জ্ঞান। আপনি কি আদি ও শেষ লইয়া জগতে বিরাজ করিতে পারেন। দেখুন, শিক্ষা না হইলে বর্ণবোধ হয় না, বর্ণবোধ না হইলে ভাষা বোধ হয় না। পিতা ও মাতা ও রক্ষক যাহা শিক্ষা দিবেন পুত্র তাহাই শিক্ষা করিবেক। যদি শিক্ষা বিহনে বালক ভাষা পড়িতে পারিত তাহা হইলে সমস্ত অভেদ বলিতাম। দেখুন, একটি বালক অন্য ভাষা যতক্ষণ না শিক্ষা করিবে ততক্ষণ সে বালক কিছুই বলিতে পারিবে না, কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং কিছুই পড়িতে পারিবে না। যদি সকলে বিনা শিক্ষাতে জগতের ভাষা বলিতে, পড়িতে ও বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে অভেদ বলিতে পারিতাম।

আর দেখুন, এক ও নয় লইয়া কেহই হিসাব ঠিক করিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে অভেদ বলিতাম।

আর দেখুন, আপনি সমস্ত এক নেঁতুড় দেখাইতেছেন, ইহা যে সত্য ইহার কোন ভুল নাই, তবে কেন আপনি দুইটি স্থানকে ভেদ করিবার জন্য দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিলেন, যদি সমস্তই অভেদ হয়, তাহা হইলে আপনি ভেদজ্ঞান করিলেন কেন।

আর দেখুন, নদ, নদী, সমুদ্র যাহা এক স্থানকে অন্য স্থানের সহিত বিচ্ছেদ করে, ইহা কি কেহ একলপ্ত করিতে পারে, যদিও আপনি সিঞ্চনের প্রমাণ দেখাইলেন, কিন্তু ইহা কি যুক্তিসঙ্গত যে, মানব সিঞ্চনের দ্বারা সমস্ত জমি একলপ্ত করিতে পারে। আপনার এইটিও জানা আবশ্যক যে এত জল থাকে কোথায়, এক ধার সিঞ্চন করিয়া একলপ্ত করিতে যাইলে অপর ধার আবার একলপ্তকে ছেদ করিবে। যদি এক ধার করিতে অপর ধার যায় তাহা হইলে অভেদ কোথায়।

আপনি বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করিলেন, কিন্তু কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে পারিলেন না। আপনার বাক্য বাক্যতে রহিল কিন্তু কার্য্যতে কিছুই ফল ফলিল না। যে বাক্য কার্য্যতে সত্য হয়, তাহাই যুক্তিসঙ্গত হয়, আর যে বাক্য বাক্যতে থাকে, তাহা আকাশ-কুসুম হয়। আকাশ-কুসুম বলিয়া কি একটি কুসুম আছে, না ইহা অলীক বাক্য হয়, অতএব যাহা অলীক তাহাই আকাশ-কুসুম হয়। আকাশ ও কুসুম শব্দ আছে, ইহা বলিয়া আকাশ-কুসুম কি সত্য হয়।

আপনি বলিয়াছেন, ভেদ ব্যবহার হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্যবহারময় জগৎ হয়। জগৎ ব্যবহার ময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, আপনি যাহা করিতেছেন ইহাও ব্যবহার হয়, যদি আপনি ব্যবহারকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তবে আপনার অভেদ কোথায় রহিল। জগৎ ভেদ ময় হয়, ইহার কারণ জাগতিকজন ভেদ দেখে, আপনিও জগতের ভিতর আছেন, ইহার কারণ আপনিও ভেদ দেখেন।

আপনি বলিলেন, সব এক নেতুড় হয়, যদি সমস্ত এক নেঁতুড় হয়, তাহা হইলে ভেদ হয় কেন?

আপনি বলিবেন, গুণে ভেদ হয়।

কোথা হইতে, গুণ আইসে?

আপনি বলিবেন, প্রাক্তন।

কোথা হইতে প্রাক্তন আইসে।

আপনি বলিবেন, বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান আসিলেই ব্যবহার আসিল, অতএব ভেদ সর্ব্বত্র প্রমাণ হইল।

দর্শন। যাহা বিশেষ তাহাই ভেদ, যাহা বিশেষাতীত তাহাই অভেদ হয়।

জ্ঞান। বিশেষ ব্যতীত বর্ত্তমান লক্ষিত হয় না। যাহা বিশেষ তাহাই বর্ত্তমান হয়। বর্ত্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকে না। বিশেষ না থাকিলে ভেদ ও পিণ্ডি থাকে না। এই সব লইয়া জগৎ হয়, যদি আপনি ইহাই লোপ করেন তাহা হইলে নিজের

অস্তিত্ব লোপ হয়। আপনি বর্ত্তমান আছেন, ইহার কারণ আপনার ক্রিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপনার ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার পুরুষকার বর্ত্তমান আছে, আপনার পুরুষকার বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার ক্রিয়াফল বর্ত্তমান আছে, আপনার ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার আনন্দ বর্ত্তমান আছে, আপনার আনন্দ বর্ত্তমান আছে বলিয়া আপনার প্রাক্তনের মীমাংসা আছে, প্রাক্তনের মীমাংসা আছে বলিয়া দৈবের মীমাংসা আছে, দৈবের মীমাংসা আছে বলিয়া পরমানন্দের মীমাংসা আছে, পরমানন্দের মীমাংসা আছে বলিয়া সংস্কারের মীমাংসা আছে, সংস্কারের মীমাংসা আছে বলিয়া গুণের মীমাংসা আছে, গুণের মীমাংসা আছে বলিয়া নিয়মের মীমাংসা আছে, নিয়মের মীমাংসা আছে বলিয়া জাগতিক জনের মীমাংসা আছে, জাগতিক জনের মীমাংসা আছে বলিয়া অবতারের মীমাংসা আছে, অবতারের মীমাংসা আছে বলিয়া বিশেষের মীমাংসা আছে, বিশেষের মীমাংসা আছে বলিয়া বর্ত্ত-মানের মীমাংসা আছে, এই বর্ত্তমান কিম্বা বিশেষ ভেদ হয়, ইহার অতীত যাহা তাহাই অভেদ হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অভেদ মানবাতীত হয়, কারণ ভেদ না করিলে ভেদ জানিতে পারে না।

যাহার যতদূর দৌড় হয়, তাহার ততদূর আয়ত্ত হয়, ইহা বলিয়া যে আর নাই ইহা বলা ভাল নয়, কারণ সংস্কারে বদ্ধ হইলে আর বেশী দৌড় হয় না। জগতে মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই মাথা কাহার কতদূর আছে কেহই বলিতে পারে

না, যদি পারিত তাহা হইলে একমত চিরকাল জগতে বিরাজ করিত।

আপনি দেখুন, কত মাথা উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আপনি চিন্তাশীল ইহার কারণ আপনি ভেদ করিয়া ভেদ বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই যে শেষ ইহা বলা বাতুলতা, আবার আপনার পক্ষে বাস্তবিক শেষ, কেন না আপনার আর দর্শন চলেনা, যথায় দর্শন না চলে তথাই অভেদ হয়, কারণ ভেদ না করিতে পারিলেই অভেদ হয়।

অনেকের পক্ষে পূর্ব্বের কড়ানিয়া ও শতকিয়া গুরু মহাশয় অভেদ হয়, ইহা বলিয়া কি গুরু মহাশয় প্রকৃত অভেদ হয়, না গুলি সুতা অনেকের পক্ষে অভেদ বলিয়া প্রকৃত অভেদ হয়, তবে যত জনের পক্ষে উহারা অভেদ, ততজনের পক্ষে প্রকৃত অভেদ হয়, অভেদ বলিলে বালাই যায়, তা বলে কার্য্যতে কি আপনি অভেদ করিতে পারেন।

দেখুন না, আপনি কত পদার্থকে চিন্তা করিতে করিতে কতদূর আসিয়াছেন, এমন কি অনুবীক্ষণে বিশেষ করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আপনি আর দর্শন পান না বলিয়া কি শেষ মীমাংসা হইল। তবে কতক দিন থাকিতে পারে যত দিন না অন্য চিন্তাশীল আসিয়া খণ্ডন না করেন। একের উত্থান ও অপরের পতন এই ব্যবস্থা চিরকাল রহিয়াছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র ঠিক হইল।

দর্শন। তুমি বরাবর ভূত লইয়া ভূতের নৃত্য করিতেছ।

ভূতের জড় কোথা তুমি বলিতে পার, যদি পার তাহা হইলে কি করিয়া সমস্ত অভেদ হয় জানিতে পার।

জ্ঞান। ভূতের ভিতর আছি বলিয়া ভূতের নৃত্য করিতেছি। আপনি কি ভূতের ভিতর নাই, যদি স্বীকার করেন, না, তাহা হইলে ভূতের কথা বলেন কেন। আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন, ইহা সমস্তই ভূত হয়, ভূত ব্যতীত ভূত হয় না। যাহা আছে তাহাই আছে, যাহা নাই, তাহা নাই। আপনি বর্ত্তমানে আছেন, ইহার কারণ অতীতে ছিলেন এবং ভবিষ্যতে থাকিবেন, কিন্তু একাবস্থা কোন কালে নাই, যদি থাকিতেন তাহা হইলে গুণ ভেদ হইত না। বর্ত্তমান গুণ অতীতকে প্রমাণ করে, আর ভবিষ্যৎকে অস্থিত পঞ্চমে ফেলে, ইহার কারণ দুইটি মূর্ত্তি এক নাই।

জগতে যত আকার বিশিষ্ট বিষয় আছে, একটি অপরের সহিত মিল নাই, যদি মিল থাকিত তাহা হইলে কি এত রকম দৃশ্য জগতে বর্ত্তমান থাকিত, না এত রকম চিন্তা জগতে বিস্তার হইত, না এত রকম চিন্তাশীল ব্যক্তি জগতে বিরাজ করিত, না এত রকম মত জগতে প্রকাশ পাইত, না এত রকম ব্যবহার জগতে জাজ্বল্য প্রমাণ থাকিত, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রমাণ পায় না যে জগতের নিয়ম সর্ব্বত্র ভেদ হয়।

দেখুন, আপনি ও আমি ভেদ হই, যদি দুইজনে এক হইতাম তাহা হইলে আপনি ও আমি থাকিতাম না, ও এই কথোপকথন হইত না। উভয়ে ভেদ বলিয়া এই ভ্রমণ-রহস্য চলিতেছে। যে অগ্রে ক্লান্ত হয়, সে অপরের নিকট পরাস্ত হয়, কিন্তু ভ্রমণ করি-

লেই ক্লান্ত হইতে হইবেক, যখন ক্লান্ত হইল আর ভ্রমণ করিতে পারিল না, তখন বলিল, পা চলেনা। পা চলিল না বলিয়া কি পথ শেষ হইল, তবে তাহার ভ্রমণ শেষ হইল।

দেখুন, কত ভ্রমণকারী একের পর এককে উত্তীর্ণ হইয়া কতদূর গিয়াছে, এবং কত প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু কেহ কি ভ্রমণ শেষ করিতে পারিয়াছে, যদি পারিত, তাহা হইলে সমস্ত ভ্রমণকারী এক মুখে বলিত না, "অশেষ" ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

আর দেখুন, মূলাধার হইতে সহস্রারাবধি মানবের সীমা হয় কারণ মস্তকের উপর আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহা কি ঠিক, কথনই নয়, যখন সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে মস্তকের উপর শূন্য বিরাজ করিতেছে, তবে আপনি বলিতে পারেন, এই শূন্যকে পরিচয় করিয়া দেয় কে?

মন।

মন ও সহস্রার এক হয়, তবে ইহা ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়, এই মনই শিক্ষা দিতেছে যে, গুণ ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, শূন্য আলাহিদা হয় ইহা মন প্রমাণ করিল, আবার মস্তক হইতে পদ তল পর্য্যন্ত এক ইহাও বলিল, আবার পদতলের নীচে তলাতল ইহাও মন সাক্ষী দিল, যদি মন সকল জাগতিক জনকে শিক্ষা দিল ভেদ সর্ব্বত্র হয়, তাহা হইলে অভেদ শিক্ষা কে দিল?

আপনাকে বোধ হয়, মন দেয় তাহাও বলিতে হইবে।

তবে মন দ্বিঃপ্রকার শিক্ষা দেয় কেন?

আপনি বলিবেন, সংস্কার।

সংস্কার কোথা হইতে আইসে?

আপনি বলিবেন দৃশ্য, কেননা মন দৃশ্য হইতে ছবি গ্রহণ করিয়া মনন করে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে জগতের সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ভেদ হয় ইহা প্রমাণ হইল।

এখন দৃশ্য পদার্থ আইসে কোথা হইতে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন ভূত হইতে।

ভূত আইসে কোথা হইতে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন, জানিনা কিম্বা তাঁহার হইতে আইসে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কাহার হইতে আইসে?

আপনি বোধ হয় বলিবেন, তাঁহার হইতে আইসে।

তাঁহার ও কাহার লইয়া শব্দ যুদ্ধ চলিল, শব্দ যুদ্ধে কি উদ্ভব হইল, না একটি নূতন শব্দ যাহা সেই জানিনা শব্দের পরিবর্ত্তে বসিল। নানা পথাবলম্বীরা এই "জানিনা" শব্দের পরিবর্ত্তে নানা শব্দ প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সকলেই "জানিনা" স্বীকার করিয়াছেন, যদি জানিনা এইটি স্বীকার করিল তাহা হইলে সর্ব্বত্র অভেদ কি করিয়া হইল, বরং সর্ব্বত্র ভেদ "জানিনা" প্রমাণ করিল।

দর্শন। তুমি যাহা বলিলে উহা সমস্তই স্থূল জগতে ঠিক হয়, কিন্তু জ্ঞানাতীততে অঠিক হয়। গুণ ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, ইহা ও

তুমি সংস্কারে হয় নিজে বলিয়াছ, আবার দৃশ্য জগৎ হইতে সংস্কার হয়, ইহাও স্বীকার করিয়াছ, ভূত হইতে দৃশ্য জগৎ হয়, ইহাও বলিয়াছ, আবার "জানিনা" হইতে ভূত হয়, ইহাও নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছ, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আমি যাহা বলি তুমি কেননা গ্রাহ্য করিবে, যখন আমি জানিয়া বলিতেছি যে সমস্ত অভেদ হয়। কিন্তু আমি সেই ভেদকে ভেদ করিয়া জানিলাম যে অভেদ হয়, তুমি ভেদ করিতে অপারক হও যাহা তুমি "জানিনা" শব্দ প্রয়োগ করাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি যেরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছ, আমি সংস্কারকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছি, ইহার কারণ আমি যাহা স্বভাব তাহাই তোমায় বলিতেছি, যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে। তুমি মনে কর যে সমস্ত ভেদ হয়, তাই তুমি ভেদ দেখিতেছ, আবার তুমি মনে কর সমস্ত অভেদ হয়, তাহা হইলে তুমি সমস্ত আবার অভেদ দেখিবে। গুণ সংস্কারে হয়, সংস্কার দৃশ্যে হয়, দৃশ্য ভূতে হয়, ভূত জানিনাতে হয় কিন্তু আমি বলি অমুকেতে হয়, ইহার কারণ যাহা বলি শুনঃ—

একটি লোক একটি দৃশ্য লইল, দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতে একটি সংস্কার আসিল, একটি সংস্কার হওয়াতে একটি মহাগুণ হইল, একটি মহাগুণ হওয়াতে একটি দৈব প্রস্তুত হইল, একটি দৈব হওয়াতে একটি আনন্দ ছুটিল, আনন্দ ছুটিতে তন্ময় হইল, এবং তন্ময় হইলেই অভেদ হইল। তুমি ভেদ কর তাই ভেদ দেখ, তুমি অভেদ কর আবার অভেদ দেখিবে। ভেদ ও অভেদ নিজের নিকট হয়, দেখনা, তোমার নিকট ভেদ আছে, তোমার ভেদের যুক্তি কত

আছে, যে যত তর্ক তোমার সহিত করিবে, তুমি তত তর্ক তাহার সহিত করিবে, আবার তুমি অভেদ শিখ, তুমি অভেদ তর্কে নিপুণ হইবে। নিপুনতা অভ্যাসে হয়, যাহা লইয়া যত অভ্যাস করিবে তাহাতে তত নিপুণতা প্রদর্শন করিতে পারিবে। প্রথমে বিশ্বাস আবশ্যক হয়, তাহার পর ভক্তি প্রয়োজন হয়, ভক্তি হইতে পুরুষকার উপস্থিত হয়, পুরুষকারের ফল পুনঃপুনঃ অভ্যাসে নির্ভর করে, আবার অভ্যাস করিতে হইলে বিশ্বাস আবশ্যক হয়, যদিও ইহা সমস্ত দৃশ্য জগতে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সমস্তই অন্তর জগৎ হইতে হয়।

বাহ্য জগৎ ও অন্তর জগৎ স্ত্রীও পুরুষের মতন সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেহ কহে বাহ্য জগৎ হইতে, আবার কেহ কহে অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগৎ হয়। কিন্তু বাহ্য ও অন্তর জগৎ কোথা হইতে হয়, এই স্থানে সকলে এক মত হয়, কারণ অভেদ হইতে হয়। তুমি যে "জানিনা" বলিয়াছ ইহার কারণ তুমি জান যাহা আমি বলি। প্রকৃতি হইতে হয়, তুমি ইহা বিশ্বাস কর, যদি আমি বলি অনু হইতে হয়, তুমি ইহা বিশ্বাস কর, যদি আমি বলি ব্রহ্ম হইতে হয়, তুমি ইহা বিশ্বাস কর, যদি আমি বলি ঈশ্বর হইতে হয় তুমি ইহা বিশ্বাস কর, যদি আমি বলি অনন্ত হইতে হয় তুমি ইহা বিশ্বাস কর, যদি বলি এক হইতে হয় তুমি ইহা বিশ্বাস কর, যদিও তুমি নিজে বলিয়াছ, জানিনা হইতে হয়। যদি তুমি "জানিনা" এই শব্দকে উপাধি বিশিষ্ট করিয়া প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে কোন বালাই ছিলনা।

বিহারী মিত্রের অর্থ হয় যথা,—মিত্র রূপে বিহার করে যে, অর্থাৎ সূর্য্য।

বিহারী মিত্র কি সূর্য্য হয়, না বিহারী মিত্র রহস্যাবলি প্রণেতা একটি মানব হয়। রহস্যাবলি কাহার হইতে হইয়াছে, বিহারী মিত্র হইতে, যদি কেহ বলে সূর্য্য হইতে, তাহা হইলে তাহার ভ্রম হইল কি-না, কিন্তু বাস্তবিক আবার ভ্রম নয়, কারণ বিহারী মিত্র গাঢ় অন্ধকারকে নাশ করিয়া আলোক প্রদান করি-তেছে, অতএব ইহা অলঙ্কার হয় ইহা প্রমাণ হইল।

তুমি "জানিনা" এই শব্দটিকে যদি উপাধি বিশিষ্ট করিতে তাহা হইলে সমস্ত অভেদ হয় ইহা জানিতে পারিতে, কারণ তুমি এক "জানিনা" শব্দ হইতে সমস্ত লইয়া আসিতেছ। যদি "জানিনা" হইতে লইয়া আইস তাহা হইলে অভেদ কোথায় কিন্তু "জানিনা" ইহার প্রকৃত অর্থ করিওনা, তুমি "জানিনা" এই-টিকে একটি সংজ্ঞা করিলে, এবং "জানিনা" সংজ্ঞার অর্থ তুমি নিজে কর, অর্থাৎ "জানিনা" অর্থ অভেদ,—**এক**, যাহা হইতে সমস্ত আসিয়াছে। যখন তুমি ইহা কর নাই, সাধারণ অর্থ করিয়াছ তখন তুমি নিজে স্বীকার করিতেছ, যে আমি জানিনা, অতএব যাহা আমি জানিয়া বলিতেছি তুমি গ্রাহ্য কর।

নিয়ম ইহাই হয় যে জানিনার অপেক্ষা অনুমান বড় হয়, অনু-মানের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বড় হয়। আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি যে অভেদ সর্ব্বত্র হয়। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া ভেদ সর্ব্বত্র হয় বলিতেছ, কিন্তু তুমি আবার ভেদের জড় কোথায়, এই স্থানে তুমি বলিতেছ

যে আমি “জানিনা” ইহার কারণ তোমার ভেদ সর্ব্বত্র হয় সত্য নয়, কারণ নিজে স্বীকার করিতেছ, যে আমি জানিনা, যদ্যপি তুমি ভেদ হইতে সব হইয়াছে ইহা বলিতে, তাহা হইলে অবশ্য আমি ভেদ সর্ব্বত্র হয় ইহা আমি স্বীকার করিতাম, যেমন আমি অভেদ সর্ব্বত্র হয় বলিতেছি। তুমি যাহা জাননা, তাহা আমার নিকট জান। আর দেখ, তুমি তর্ক করিতে পারিবে না কারণ নিয়ম হইতেছে, যে যাহা জানেনা, সে তাহা তর্ক করিতে পারেনা, কারণ সে জানেনা, যদি তর্ক করে, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর কারণ না জানিয়া যে যাহা তর্ক করে তাহা ঠিক নয়। জ্ঞান, তুমি অভেদ সর্ব্বত্র হয় ইহা স্বীকার কর। ঐ দেখ, আমাদের বন্ধু হিতাহিত আসিতেছে।

জ্ঞান হিতাহিতকে দেখিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। হিতাহিত যথাযোগ্য আসনে বসিলে পর, দর্শন মধুর বচনে হিতাহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

কিহে বন্ধু হিতাহিত, এখন কোথা হইতে আসা হইল। অদ্য জ্ঞানের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল, কিন্তু জ্ঞান “জানিনা” শব্দ প্রয়োগ করাতে কিছু আটে কাটে কেন হাঁড়কাটে পড়িয়া গিয়াছে। তবে ভাল আছ।

হিতাহিত। আর ভাই ভাল, তোমার হেঁপাতে ভাল ও মন্দ কি আর আছে। এখন ফাঁকির কার্য্য পড়িয়াছে, যে যাকে ফাঁকি দিতে পারে সেই বড় হয়, কিন্তু বন্ধু, নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। পরের মন্দ করিতে যাইলে আপনার মন্দ অগ্রে হয়। কেমন হে বন্ধু জ্ঞান, তুমি ঠিক বল কিনা।

জ্ঞান। আজ আমার মাথাটা কিছু খারাপ আছে।

হিতাহিত। আর ভাই ও কথা বলিও না, মাথা খারাপ হইয়া সব খারাপ হইল। যখন চাষা ভূষো ছিলাম তখন ছিলাম ভাল, এখন সভ্য হইয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাই সর্ব্বনাশ কর্‌রে বাপু, বালাই শেষ হউক, তানা, কথার কাঁটা কাঁটিতে যন্ত্রনা ভোগ করিতে করিতে দেহটা গেল। বাল্যকালে ছিলাম ভাল, যৌবনে মন শান্তি গেল, বৃদ্ধে প্রায় মুড়িয়া দিল। আর কত দিনইবা থাকিব এখন মানে মানে গেলেই বাঁচি।

দর্শন। এত করুণা রস কেন। সভ্য হইতে হইলেই একটু মানবলীলা গ্রহণ করিতে হয়। মানবলীলা হিতাহিত হইতে হয়, তবে তফাৎ এই কালী দাসের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্ব ভাবে সমস্তই আছে, তবে একত্রিত করে একটি সুন্দর তোঁড়া প্রস্তুত করাটি কি ভাল নয়?

হিতাহিত। তোঁড়া প্রস্তুত করিতে করিতে স্বভাব যে প্রায় লোপ হইল। স্বভাব লোপ করিলেই স্বভাব জাত দেহকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় কারণ দেহটি সংস্কারে প্রস্তুত হয়। যে প্রকার সংস্কার করিবে সেই প্রকার কার্য্য চলিবে। সংস্কার হইতে কার্য্য হয়, আর কার্য্য হইতে সংস্কার হয়। এই দুইটিকে বজায় রাখিয়া চলিলে ভাল হয় না। প্রথমে কার্য্য লোপ কর, তার পর সংস্কার লোপ কর, তার পর একবারে একটিতে আসিয়া উপস্থিত হও, যখন একটীতে উপস্থিত হইলে, তখন নীচের গুলি একবারে ছাড়িয়া একটি-কে প্রাধান্য দিলে। দিলে ভালই হইল, কারণ অক্ষরে রহিল, তবে

এইটি কি যুক্তি সংঙ্গত নয়, যে অক্ষর হইতে ক্ষরণ হইয়া জগৎ চলিতেছে, অতএব ক্ষরও অক্ষর এক হয়, তোঁড়াটি প্রস্তুত করিতে হইলে চারি ধারে চয়নের প্রয়োজন হয়। যেমন পিণ্ডি প্রস্তুত করিতে হইলে চারি ধারের অনুকে একত্রিত করিতে হয়। তাবলে তোঁড়া ও পিণ্ডি সব এক হয়, কিম্বা অনু ও চয়ন সব এক হয়, এইটি কি ভাল।

ব্যাষ্টি বড় হয় কি সমষ্টি বড় হয়, ইহা যেমন কেহই বলিতে পারেনা কারণ ব্যাষ্টি না হইলে সমষ্টি কোথায়, আবার সমষ্টি না হইলে ব্যাষ্টি কোথায়, চয়ন না হইলে তোঁড়া কোথায় আর অনু একত্রিত না হইলে পিণ্ডি কোথায়, আবার পিণ্ডি না চটকাইলে অনু কোথায়, আর তোঁড়া না ভাঙ্গিলে চয়ন বিষয় কোথায়। তুমি যে কালি দাসের মালা গাঁথা হার বলিয়াছ, আর তোঁড়া প্রস্তুত করা ভাল বলিয়াছ, ইহা খুব ঠিক হয়, তবে কি জান, হার ও তোঁড়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কিম্বা যাহা হইতে হার ও তোঁড়া প্রস্তুত হয়, তাহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আমার মতে কোনটি হিত বা কোনটী অহিত এই বুদ্ধিটিকে একত্রিত করিয়া হিতাহিতের দ্বারা জগতে চলা ও ফেরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট বোধ হয়, তবে বলিতে পারিনা কার বুদ্ধির কতদূর দৌড়ড় হয়।

চুরি করা মহাপাপ হয়।

কেন মহাপাপ হয়?

হিতাহিত বলিতেছে।

কেন হিতাহিত বলিতেছে যে চুরি করা মহাপাপ হয়,—

কারণ এক জনের দ্রব্য লওয়াতে এক জনের হিত হয়, এবং অপরের দ্রব্য যাওয়াতে একজনের অহিত হয়, অতএব হিতাহিত ব‍িল, চুরি করা মহাপাপ।

জন সমাজে এই সংস্কারটি বদ্ধমূল করিবার দরুন আবার রাজা নিয়ম করিলেন, যে চুরি করিবে তাহার ছয় মাস কারাগারে বাস করিতে হইবে।

তবে কি কেহই চুরি করিবেনা।

অধিকাংশ জন জানিত করিবেনা কেননা রাজ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তবে যাহার অভাব হইবে সে চুরি করিবে, কারণ অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

দর্শন। অভাবে যদি স্বভাব নষ্ট হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যে অভাবের দরুন চুরি করিল তাহার আবার পাপ কি হইল।

হিতাহিত। তাহা নয় বাপু, পাপ বহু প্রকার আছে। একটি মুনি বনে বাস করে, তাহার ইচ্ছামত সে বনের ফল ও মূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে, এইটি কি চুরি নয় কারণ পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মুনি চুরি করিল, কেননা মুনি নিজের দ্রব্য লইতেছেনা।

এখন বন কাহার ইহা দেখা আবশ্যক হয়।

যদি কেহ বনের মালিক থাকে, মুনির কর্ত্তব্য হয় যে মালিককে বলিয়া বনজাত ফল ও মূল গ্রহণ করা।

যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে বনদেবীর দ্রব্য হয়।

বনদেবী বলিয়া একটি আকার বিশিষ্টা স্ত্রীলোক নাই, এখন মুনি কাহার নিকট হইতে হুকুম লয়।

যে স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয় কিন্তু মীমাংসার অন্য কোন উপায় নাই সে স্থলে মনই কর্ত্তা হয়।

মুনি মনকে জিজ্ঞাসা করিল, মন! আমি কি এই অপরের দ্রব্য গ্রহণ করিব।

মন বলিল। সেকি, তুমি মুনি হও, তোমার কার্য্য দেখিয়া অপর সকলে কার্য্য করিবে, তুমি যদি পরের দ্রব্য গ্রহণ কর এবং ইহা চুরি করা না হয়, তাহা হইলে সকলে চুরি করিবে, কারণ তুমি প্রধান নজির হইবে এবং সকলে বলিবে অমুক মুনি পরের দ্রব্য লইয়াছে, এবং সেই কার্য্য চুরি বলিয়া ধর্ত্তব্য হয় নাই।

মুনি উত্তর করিল। তবে আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করি?

মন বলিল। তোমার দেহ আছে, তুমি কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ কর। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা মন বলিতেছে।

মুনি উত্তর দিল। মন বলিতেছে পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা সত্য হয়, কিন্তু যখন তিনি স্বভাব করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি অভাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সংস্কার যাহা মনকে শিক্ষা দিতেছে যে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, কারণ যতদিন জগতে আপন ও পর ব্যবহার হইয়াছে, ততদিন যথার্থ পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় ইহাও সত্য হইয়াছে, কারণ এক জনের দ্রব্য অপর জন লইলে যদি চুরি করা মহাপাপ না হয়, তাহা হইলে

সমাজ চলিবেনা। পরস্পরের দ্রব্য রক্ষা করিবার দরুন চুরি করা মহাপাপ ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে।

মন বলিল। যতদিন জগতে মানব হইয়াছে, ততদিন চুরি করা মহাপাপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মুনি উত্তর দিল। তিনি জীব দিয়াছেন, আহার দেন নাই।

মন বলিল। তিনি জীব দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন, এবং মন দিয়াছেন যাহার দ্বারা উভয়ইন্দ্রিয় সমভাবে চলিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াদিয়াছেন, পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ কর।

মুনি বলিল। ইহা কি পরিশ্রম নয়, যে আমি তাঁহাকে অহরহ ডাকিতেছি।

মন বলিল। পরিশ্রম বটে, তবে তিনি সাকার না হইয়া দিতে পারেন না। সাকার হইলেই সাকারের উপাসনা আবশ্যক হয়। যদি তুমি সাকার হইয়া সাকারের উপাসনা কর, তাহা হইলেই জীবন ধারণ করিতে পার, আর তাহা না করিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি বলিল। আমি তাঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করি না।

মন বলিল। যদি তাঁহার উপাসনা কর, তাহা হইলে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব ইহাও নিরাকরণ কর। যদি সর্ব্বস্ব তাঁহার হয়, তবে তুমি আলাহিদা কর কেন।

মুনি বলিল। হিতাহিত বলিতেছে।

মন। যদি হিতাহিত ইহা কহে যে তিনি ও তুমি আলাহিদা হও, তাহা হইলে তোমায় নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। বুদ্ধি যাহা হইতে তুমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছ, অতএব তোমার বুদ্ধির মতে চলিতে হইবে। দৃশ্য পদার্থ হইতে বোধ হইয়া বুদ্ধি হয়, এই দৃশ্য পদার্থ যাহা শিক্ষা দেয়, তাহাই বুদ্ধি, হয়, এই বুদ্ধি ইহা হিত উহা অহিত শিক্ষা দিতেছে, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, ইহাও তোমায় স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি। পরের দ্রব্য না লইলে জীবন ধারণ হয় না।

মন। যতদিন পরজ্ঞান থাকিবে ততদিন পুরুষকার চলিবে। যে দিন পর ও অপর নিজের অনুগ্রহে আসিবে সে দিন হ য ব র ল যাইবে। যখন তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তখন তিনি তাহা-দিগের আহার ও দিয়াছিলেন, কালক্রমে কার্য্যাবশ্যকতাতে হস্তান্তর হইতে সুরু হয়, এই হস্তান্তরে মালিক ও অমালিক প্রমাণ হয়। যখন মালিক ও অমালিক ঠিক হইল, তখন চুরি ও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইল। জগতে এমন স্থান নাই যাহার মালিক নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বিনা মালিকের হুকুমে দ্রব্য আহরণ করিলে চুরি করা হয়।

মুনি। আপনি মালিক কাহাকে বলেন?

মন। বিষয়ের স্বামী যে হয়।

মুনি। এক ব্যতীত দ্রব্যের স্বামী কেহই নাই।

মন। তবে একের উপাসনা করা আবশ্যক হইল।

মুনি। আমি তাঁহার উপাসনা করিতেছি।

মন। তিনি নিরাকার হন, তুমি সাকার হও, অতএব তাঁহার নিকট হইতে হুকুম কি করিয়া সংগ্রহ করিবে।

মুনি। কেন মন যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

মুনি। মন বলিতেছে, পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়।

মন। মন নিরাকার হয়, যদি মন নিরাকার হইয়া বলিতে পারিল, তাহা হইলে মনকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি কি নিরাকার হইয়া বলিতে পারেন না।

মন। তিনি বলিতে পারেন যখন তিনি হন, আর যখন তিনি ও আমি আছি, তখন আমি বলিতে পারি, কারণ তিনি নিরাকার হন। যাহা নিরাকার, তাহা বলিতে পারে না। দশ ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মন হয়। মনের আকার নাই ইহা সত্য হয়, কিন্তু দশ ইন্দ্রিয় ব্যতীত কি মনের অস্তিত্ব আছে, তুমি বলিতেছ যে মন কর্ত্তা হয়, ইহার কারণ বাস্তবিক মন কর্ত্তা হইল। মন না হইলে মনন হয়না, দশ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি যে মন ইহার প্রমাণ কি, ইহার প্রমাণ মনন ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহাতে প্রকাশ পায়, সংজ্ঞার নাম সংজ্ঞা। যদি সংজ্ঞা কেহ না করিত, তাহা হইলে সংজ্ঞা থাকিত না, এই সংজ্ঞা সংস্কার উৎপাদন করে। সংস্কার হইলে সত্য হয়, অতএব যাহা সংস্কার তাহাই সত্য হয়। মন এই শব্দ যখন সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইল তখন সত্য হইল, কারণ মন না হইলে মনন হয় না। মনন করিয়া যে বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাও সত্য হয়।

এখন্ মন কর্‌রে কে ?

মানব।

মানব কোথা হইতে আসিল ?

মনু হইতে।

মনু কোথা হইতে আসিল ?

মন হইতে।

এই সব সংজ্ঞা কোথা হইতে আসিল ?

বুদ্ধি হইতে।

বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল ?

দৃশ্য পদার্থের বোধ হইতে।

বোধ কোথা হইতে আসিল ?

বুধ ধাতু হইতে।

বুধ ধাতু কোথা হইতে আসিল ?

দেখ মুনি, যখন চুরি এই সংজ্ঞা আছে, আর আবশ্যক মতে মানবের দ্বারা সংজ্ঞা প্রস্তুত হয়, তখন চুরি করা মহাপাপ ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি। চুরি করা মহাপাপ ইহা আমি শত বার বলি, কিন্তু জীবন ধারনের দরুন বন হইতে ফল ও মূল গ্রহণকে চুরি বলি না।

মন। পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, তাহা হইলে বিনা মালিকের হুকুমে বন হইতে ফল ও মূল গ্রহণ করিলে কেননা চুরি করা হইবে। দেখ মুনি, তুমি মুনি নাম লইয়াছ, কিন্তু বুদ্ধির নিকট হইতে ফাঁকিটি ভালরূপ শিক্ষা কর নাই, তবে বলি শুন,—

মুনিরাই সংজ্ঞা প্রস্তুত করে, মন হইতে মনন হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার দৃশ্য জগৎ হইতে বোধ হয় তাহাও বলিয়াছি, আবার বুধ ধাতু হইতে বোধ হয়, তাহাও বলিয়াছি, এখন বুধ ধাতু কোথা হইতে হয়, ইহা কেহই বলিতে পারেনা, তবে সংজ্ঞা হইতে হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সংজ্ঞা করে কে?

মানব, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

মানব মনু হইতে হয়, আবার মনু মন হইতে হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তর্ক সংজ্ঞা লইয়া হয়, এবং সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয়।

যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে মন দৃশ্য বিষয়কে মনন করিতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ বিষয়কে মনন করিতে করিতে বহু দৃষ্টি ছুটিল, বহু দৃষ্টি ছুটিলে মনোযোগ উপস্থিত হইল। মনোযোগ অর্থাৎ মন আর মনন বিষয়ের যোগ, যদি মনন বিষয়ের যোগ মনের সহিত হইল, তাহা হইলে আর বিয়োগ অর্থাৎ অপর রহিল না, যদি অপর রহিল না, তাহা হইলে এক হইল, অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব রহিল। যদি মনের অস্তিত্ব রহিল ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মন যাহা বলিল তাহাই সত্য হইল, বাস্তবিক সত্য হয় কারণ বিষয়কে এক এক করিয়া বিচারে পরাস্ত করিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শেষে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন উপস্থিত হইল অমনি তন্ময় হইল, তন্ময় হইতে যাহা বাহির হইল তাহাই জগতে সত্য বলিয়া কথিত হইল। এই সত্য হইতে জগতে সংজ্ঞা হয়, এবং এই সংজ্ঞা হইতে জগতের সংজ্ঞা হয়। জাগতিক ব্যবহারে সংজ্ঞা সংস্কারে

বদ্ধ হয়। সংস্কার একটি অদ্ভুত পদার্থ হয়, যাহা নিয়ম-রহস্যতে সম্পূর্ণ রূপে বলা হইয়াছে।

মন বলিল, পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। জগতে যতক্ষণ তিনি বর্ত্তমান আছেন, ততক্ষণ সমস্তই তাঁহার হয়। তবে জীবন ধারণ হয় কি করিয়া, আবার তিনি নিরাকার হন, কি করিয়াই বা তাঁহার হুকুম সংগ্রহ করা হয়, ইহা মহা গোলমালের কথা হয়। কিন্তু তাহা নয়, বুদ্ধি করিলেই বোধ হয়, বোধ করিলেই সুস্থির হয় এবং সুস্থির হইলেই মন শান্তি হয়। তিনি নিরাকার কিন্তু তিনি জগতে পুত্র রূপে সাকার হইয়া আসেন, কিম্বা মিত্ররূপে সাকার হইয়া আসেন, কিম্বা সয়ম্ভুরূপে আসেন, কিম্বা বুধরূপে আসেন। তাঁহার সন্তান সকলে হয়, তবে একটি প্রাধান্য লাভ করে কেন, এবং কেনই বা অন্য সকলে তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করে।

সকলকে স্বীকার করিতে হইবে গুণের কারণ।

কেন গুণ সকলকার প্রভেদ হয় ?

নিজ নিজ কর্ম্মেতে।

কেন নিজ নিজ কর্ম্ম কম ও বেশী হয় ?

প্রাক্তনের ফল।

কেন প্রাক্তনের ফল বিভিন্ন হয় ?

বর্ত্তমানে পুরুষকার না করিবার কারণ। বর্ত্তমানই কাল ক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ হয়। তিনি সাকার রূপে ক্রিয়া গুণে অবতার হইলেন, ইহা মন তন্ময় হইয়া কহিল। এই তন্ময় মুনিরা হয় কারণ মুনিরা মনের একতা সাধন করে। যদি সমস্তই তাঁহার

হইল, তাহা হইলে আমার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাতে দোষ আসে, কারণ পর ও অপর থাকে না, যদি পর ও অপর লোপ হয়, তাহা হইলে চুরি এই শব্দের ও লোপ হয়। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা ঠিক, তবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া গ্রহণ করিলে চুরি হয়না।

সকল মুনিরা ভূস্বামীর নিকট চলিল এবং তথায় মহাতর্কের পর ইহাই ঠিক হইল যে, বনের দ্রব্য মুনিদের জীবন ধারণের জন্য রহিল। তবে মুনিরা যদি জন সমাজে আসিয়া কাহার দ্রব্য বিনা অনুমতিতে লয়, তাহাই চুরি করা হইবে, অতএব মুনিদের ডালা হুকুম রহিল, কারণ মুনিরা মনের একতা সাধন করিয়া জগতের যথেষ্ট উপকার করে।

পেট জ্বলিলে মস্তকের তেজ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আহারের ভাবনা নাই, ভাবনার ও অভাব নাই। যথায় স্বভাব উপস্থিত হয়, তথায় সত্য বিরাজ করে। মুনিরা স্বভাব সিদ্ধ মানব ইহার কারণ যুক্তির আশ্রয়ে চুরি করিলনা, বরং যে বনে যাইয়া মনের চর্চ্চা করে, সে জগতের পূজনীয় হয়।

আর দেখ, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, কেহ যদি পরের দ্রব্য লয়, দেশের রাজা তাহাকে দণ্ডবিধি আইনে দণ্ড দেয়, কেননা প্রজার শান্তি ভঙ্গ না হয়, কিন্তু পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে ডাকাতি করা হয়, ডাকাতকে ও রাজার অনুগ্রহে চলিতে হয়। যে ডাকাত পরের দ্রব্য বল পূর্ব্বক লইল এবং সে যদি ধরা পড়িল, দেশের রাজা তাহাকে চোরের অপেক্ষা গুরু-

তর দণ্ড দিল, কারণ চোরের অপেক্ষা ডাকাতেরা প্রজার শান্তি ভঙ্গ বেশী করে, আর চোরেরা লুকাইয়া লয়, ডাকাতেরা প্রকাশ্য রূপে লয়, ইহার কারণ দেশের রাজা চোরের ও ডাকাতের শাস্তির তারতম্য করিয়াছে। রাজা যদি পরের রাজ্য বল পূর্ব্বক লইল, ইহা পরের দ্রব্য অপহরণ হইল না, বরং রাজার গুণ বৃদ্ধি হইল। সকলকার কার্য্য এক হয়, কিন্তু সংজ্ঞা ফল প্রত্যেকের পৃথক হয়, যেমন মানব সকলে হয়, কিন্তু অবতার সকলে হয় না। বন্ধু, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়।

দর্শন। বন্ধু, জ্ঞান কহে ভেদ সর্ব্বত্র হয়। আমি বলি অভেদ সর্ব্বত্র হয়, আবার আপনি বলেন ভেদও হয় আবার অভেদও হয়। এই তিন জনের তিন মত যদি হয়, তাহা হইলে সত্য কি হয়। আর আপনি যে বলিয়াছেন কার্য্য গুণে বড় ও ছোট হয়, তাহাই বা কি, কারণ অভেদ হইলে সব এক হওয়া উচিৎ। আর আপনি তন্ময় হইলে সত্য প্রকাশ হয় বলিয়াছেন, ইহাই বা কি, কারণ ভেদ হইলে সমস্ত ভেদ হওয়া আবশ্যকনীয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বিশেষ করিয়া বলুন।

হিতাহিত। তুমি যাহা বলিলে, ইহা সমস্তই ঠিক হয়, তবে একজন গোড়া ধরিতে চেষ্টা করে, অপরজন ডালপালা লইয়া বিরাজ করে। এমন গোড়া নাই, যাহার ডাল পালা নাই আবার এমন ডাল পালা নাই যাহার গোড়া নাই। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে উভয়ের প্রাধান্য দেওয়া অবশ্যকনীয়। [এইখানে একটুকু বিশেষ করিয়া প্রনিধান করা আবশ্যক হয়, কারণ কেহ বলিতে

পারে পরগাছার গোড়া নাই ও মূলার ডাল পালা নাই, কিন্তু তাহা নয় এক প্রকারে আছে ইহা বিশেষ করিয়া জানিবে।]

একটি জ্ঞানী বলিল, অনন্ত ঠিক হয়, কিন্তু যাহার অন্ত নাই তাহার মীমাংসা কি করিয়া হইতে পারে, কারণ আদি, মধ্য ও অন্ত না ইইলে মীমাংসা হয় না। যদি অনন্ত কহিলাম তাহা হইলে অন্ত পাইলাম না, যে বিষয়ের অন্ত পাই না, সে বিষয়ের মীমাংসা কি করিয়া সত্য কহিব, ইহার কারণ বিশ্বাসকে অনন্তের স্থানে রাখিয়া অনন্তকে সত্য করিল। যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ঠিক হইল, আর বিশ্বাস না কর তাহা হইলে অঠিক রহিল। দর্শন যুক্তি ব্যতীত বিশ্বাস করিবে না। পূর্ব্বে বিশ্বাস কর, পরে ফল দেখ, কারণ বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য হয় না। দর্শন বিশ্বাস করিল যে অনন্ত ঠিক হয়, কিন্তু দর্শনকে ফল দেখাইয়া দিতে হইবে। দর্শন বলিল, যদি অনন্ত ঠিক হয় তাহা হইলে তুমিই স্বীকার করিতেছ, যে আমার অনন্তের ঠিক নাই, কেননা তুমি নিজে অনন্ত কহিতেছ, তবে জগতের ভেদ জ্ঞান যাহা বলিতেছ, ইহা ঠিক, কেননা দুইটি বিষয় এক নাই। জগতে কত মানব রহিয়াছে, এবং এক পিতা ও মাতা হইতে হইয়াছে, কিন্তু কি সুন্দর পরস্পরে পৃথক হয়, যাহা নিজের চক্ষু বলিতেছে আবার পৃথক পদার্থকে পৃথক কর বলিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ইয়ুরোপ বাসিদের এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক ধর্ম্ম হয়, ইহা বলিয়া কি স্ত্রী আপনার স্বামী চিনিতে পারেন না। জমক ভাই হয়, স্ত্রী কি নিজের স্বামী চিনিতে পারেনা। চক্ষুর ভেদ শক্তি এত বেশী যে

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ভেদ দেখিতে পায় এবং ইহা দেখিতে পারে বলিয়া জগতের সমস্ততে ভেদ দেখে। যে যত ভেদ দেখিবেক, সে তত ভেদ বাহির করিতে পারিবেক, যত ভেদ বাহির করিতে থাকিবেক, তত অদ্ভূত উন্নতি মার্গে উঠিবেক। বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত ভেদ দেখে, ইহার কারণ বিজ্ঞান জগৎ অন্য জগৎ অপেক্ষা বলবান হয়। বৈজ্ঞানিক অভেদ কিছুই বলেনা, সমস্তই ভেদ বলে, ইহার কারণ ভেদ করিতে অর্থাৎ নূতন আবিষ্কার করিতে ক্ষমতা বান হয়।

অভেদ বলিলে পুরুষকার বন্ধ হয়, পুরুষকার বন্ধ হইলে দর্শন বন্ধ হয়, কিন্তু দর্শন বলে অভেদ হয়, কি উৎকৃষ্ট সংস্কার দেখ। দর্শন এত ভেদ করিয়া গেল ইহা ভুলিয়া যাইল, যথায় আর ভেদ অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারিলনা তথায় ঠাণ্ডা হইল অর্থাৎ নিরস্ত হইল, কিন্তু অনন্ত কহিল না, অভেদ কহিল অর্থাৎ একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা করিল, বলিলনা যে আমি জানিনা, যদি বলিত তাহা হইলে দার্শনিক হইল না জ্ঞানী হইল। জ্ঞানী স্বীকার করিতেছে যে আমি জ্ঞাবধি জানি, জ্ঞা অতীত আমার অতীত হয়, কিন্তু দর্শন স্বীকার করিতেছে যে আমি দর্শন করিয়াছি, কারণ দর্শন না করিলে দর্শন হয় না। সংজ্ঞা করিল, সংজ্ঞা হইতে সমস্ত আনিল, অর্থাৎ বিশেষ হইতে সাধারণ কিম্বা সাধারণ হইতে বিশেষ, কিন্তু জ্ঞানী বিশেষ হইতে সাধারণ লইয়া আসিবে কারণ নিজে জানিনা, ইহা স্বীকার করিতেছে।

এই খানে একটু কথার তর্ক হইতে পারে কারণ জ্ঞানী অর্থ

জানি যদি এই অর্থ করা হয় তাহা হইলে দর্শন অর্থের সহিত কিছুই প্রভেদ রহিল না, অর্থাৎ দর্শন ও জ্ঞান এক হইল।

দৃশ ধাতুর উত্তর অনট করিলে দর্শন হয়। আর দৃশ ধাতুর উত্তর য করিলে দৃশ্য হয় ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, দার্শনিক দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ objective হইতে সংজ্ঞার দ্বারা শেষ মীমাংসা ঠিক করিয়াছে।

জ্ঞা ধাতুর উত্তর অনট করিলে জ্ঞান হয়, জ্ঞা ধাতু ইন করিলে জ্ঞানী হয়। জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞানী অর্থাৎ বুদ্ধিমান। বুধ ধাতুর উত্তর কতি করিলে বুদ্ধি হয়, মতু করিলে বুদ্ধিমান হয়। জ্ঞা ও বুধ উভয়ের অর্থ প্রায় এক হয়। দৃশ্য জগৎ না হইলে জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি হয় না, আবার দৃশ্য জগৎ না লইলে দার্শনিক হয় না। বাহ্য জগৎ বাহ্যে রহিল, বাহ্য জগতের ছবি অন্তর জগতে যাইল, অন্তর জগতে যাইবার মাত্রই উভয়ে পরিচয় হইল, পরিচয় হইলেই জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি আসিল, জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি বিচারে আনিল, এই বিচারেই ভেদ জ্ঞান হয়, এই ভেদ জ্ঞান বিষয়কে ভেদ করিতে শিক্ষা দেয়। যে যত দূর চলিল অর্থাৎ যত সুক্ষ্মে যাইতে পারিল, সে তত নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিল, কিন্তু কেহই শেষ করিতে পারিল না, যদি পারিত তাহা হইলে মত ভেদ হইত না।

জ্ঞানীরা জানিল যে আমরা শেষ জানিলাম না ইহার কারণ অনন্ত বলিলাম, দার্শিনিক জানিল যে ইহাই শেষ ইহার কারণ সমস্তই অভেদ হয় এবং সংজ্ঞা করিয়া সংজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়া উহা

হইতে সমস্ত আনিল কিম্বা সমস্ত হইতে শেষে যাইল। যাহারা দার্শনিক রহিল তাহারা তাহাদের সংজ্ঞাকে সত্য প্রমাণ করিল, আর যাহারা দার্শনিকের উপর উঠিল অর্থাৎ মানব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠতা লাভ করিল সে বিশ্বাসে অনন্তকে প্রমাণ করিয়া ভেদ জগতে ভেদ করিতে রহিল, অর্থাৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। দার্শনিক ইহ জগৎকে অনিত্য প্রমাণ করিল, কারণ যাহা ভেদ করিয়া অভেদ করিল, সেই ভেদকে ছাড়িল আর অভেদকে ধরিল।

আমি ভেদ ও অভেদ দুই ধরি কারণ যথায় ভেদ অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারি না তথায় নিরস্ত হইয়া অভেদ বলি আর ভেদকে ভেদ করিয়া যে প্রকারে যাই তাহাকে ভেদ বলি, কারণ আমার নাম হিতাহিত হয়। দর্শন অভেদকে বড় বলে, জ্ঞান ভেদকে বড় বলে, আমি ভেদা ভেদকে বড় বলি।

জগতে বড় ও ছোট হয় কেন ?

কার্য্যের দ্বারা ;

যদি সমস্তই অভেদ হয়, তাহা হইলে ছোট ও বড় আইসে কোথা হইতে। কার্য্য গুণে ছোট ও বড় কেন হয়, এই খানে পুনঃজন্ম প্রমাণ করিব ঃ—

কোন জন পূর্ব্ব জন্মে ভাল কার্য্য করিয়াছিল, ইহার কারণ ইহ জন্মে বড় বলিয়া কথিত হইল। কেহ একদিনে একখানি পুস্তক শেষ করিয়া ফেলিল, কেহ সমস্ত জীবনে পারিল না, অর্থাৎ হাজার হাজার বার পড়িল কিন্তু শেষ করিতে পারিল না। কেহ রাজবংশে জন্মিল, কেহ বঙ্গদেশে কুলি বংশে জন্মিল, ইহার

কারণ প্রাক্তন ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রাক্তন অতীত কালকে কহে যাহা বর্ত্তমানে করিয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতে ফল ফলিল, ভবিষ্যৎ আবার বর্ত্তমান হইল, পূর্ব্বের বর্ত্তমান প্রাক্তন অর্থাৎ অতীত হইল।

পুনঃজন্ম পুরুষকারকে পোষণ করিতেছে, যদি বর্ত্তমানে পুরুষকার না কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন উৎকৃষ্ট ফল পাবে না, ভবিষ্যৎ আবার যখন বর্ত্তমান হইবে, তখন পূর্ব্বের বর্ত্তমান অর্থাৎ প্রাক্তনের উপর আর কিছুই ক্ষমতা থাকিবেনা। বর্ত্তমানে যাহারা পুরুষকার করে অর্থাৎ এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে, তাহারা মরিলে পর অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনেক যশ পায়, যাহা প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল হয়। বড় লোকের গোরে যখন বেঙ ডাকে তখন তাঁহার গুণের পরিচয় হয়, কারণ জীবিতাবস্থাতে গুণের পরিচয় দিতে যাইলে সময় নষ্ট হয়, সময় নষ্ট হইলে পুরুষকার কম হয়, আর এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মন দিলে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয়না, ইহার কারন জীবিতাবস্থাতে যে যত অজানিত থাকিয়া পুরুষকারের সেবা করিবে, সে তত ভবিষ্যতে যশ লাভ করিবে।

পরিশ্রমের ফল বৃথা যায় না, অদ্য কিম্বা কল্য কিম্বা কিঞ্চিৎ দিন পরে নিশ্চয় ফল ফলিবে, যেমন সঞ্চিতমেঘরূপেপরিণতজলরাশি শূন্যে শূন্য হইতে পারে না, বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। দেহ প্রস্তুত কি করিয়া হয়, সংস্কার কি করিয়া হয়, কার্য্যের ছোট ও বড় কি করিয়া হয়, রহস্যাবলি পাঠ করিয়া মীমাংসা করিবে।

জ্ঞানীরা এই সমস্ততে ভেদ দেখে, এবং ক্রমান্বয়ে ভেদ করে, ইহার কারণ জ্ঞানীরা বড় কর্ম্মিষ্ঠ হয়। দর্শন ইহা কিছুই মানে না, কারণ সকলকে মরিতে হইবে বলে, যাহা কিছু দেখ সমস্তই অনিত্য, যাহা অনিত্য তাহার আবার আদর কি। যশ, গুণ, ক্রিয়া ইহা সমস্ত ব্যবহার হয়, এই ব্যবহার আইসে কোথা হইতে, তাহাই দেখ?

মানব হইতে আসে।

মানব কোথা হইতে আসে?

মনু হইতে।

মনু কোথা হইতে আইসে?

মন হইতে।

মন কোথা হইতে আসে?

পঞ্চভূত হইতে।

পঞ্চভূত কোথা হইতে আসে?

জ্ঞান বলিবে জানিনা, কিন্তু দর্শন বলিবে অমুক হইতে আসে, ফলতঃ দর্শন অমুকের একটি সংজ্ঞা করিবে, এবং এই সংজ্ঞা হইতে সমস্ত আনিবে, এবং দর্শন কহিবে অভেদ, কারণ একটি হইতে সমস্ত আসিতেছে, যাহা আসিতেছে তাহা কিছুই নয়, অতএব সমস্ত অনিত্য হয়।

হিতাহিত এই দুই লইয়া বিরাজ করে, কারণ যতদিন হিত ও অহিত থাকিবে, ততদিন ভেদ ও অভেদ থাকিবে। সমস্ত জগৎ হিতাহিতের চেলা হয়, কারণ হিতাহিত ব্যতীত জগতে কোন

কার্য্য হয়না। দর্শন ও জ্ঞান যাহা কিছু করিবে সমস্তই হিতাহিতের অনুগ্রহে ইহা নিশ্চয় জানিবে।

কেহ বলিল তন্ময় হইলে সত্য পায়। যে বলিল, সে নিজে স্বীকার করিল, হিতাহিত শিক্ষা দিতেছে, কারণ যদি তাহার অন্য জ্ঞান না থাকিবে তাহা হইলে কেন সে বলিল তন্ময় হইলে সত্য পায়। যদি সমস্ত তন্ময় তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই এবং সমস্ত সত্য হয়। কিন্তু সে তন্ময় হইবার পথ দেখাইয়া দিল, কারণ অন্য পথে যাইতে পারে ইহাও প্রমাণ করিতে হিতাহিতের আবশ্যক হইল। যে পথটি সে বলিতেছে সেইটি হিত, এবং যে পথটি সে খারাপ বলিতেছে সেইটি অহিত, অতএব সে হিতাহিতের আশ্রয় লইয়া তন্ময় সত্য হয় ইহা সে প্রমাণ করিল, এবং সে লোকটি কার্য্য করিতে সুরু করিল। এইবার নীতিশাস্ত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোন মহাজন নীতিকে বড় করিয়াছে, কারণ নীতি রক্ষা না করিলে জগতে কোন উত্তম কার্য্য হয় না. বাস্তবিক ইহা সত্য হয়, কারণ সুস্থদেহ না হইলে কোন বিষয় মীমাংসা হয় না। জগতে নীতি পালন না করিয়া কোন পুরুষ বড় লোক হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে নীতি বড় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

নীতিতে চরিত্র পরিষ্কার হয়, চরিত্র পরিষ্কার হইলে কার্য্য পরিষ্কার হয়, কার্য্য পরিষ্কার হইলে ফল পরিষ্কার হয়, ফল পরিষ্কার হইলে আনন্দ পরিষ্কার হয়, আনন্দ পরিষ্কার হইলে শান্তি শোভা

পায়, এহ শাস্তিই:তন্ময় হয়। দেখ, এক নীতির আশ্রয়ে তন্ময় লাভ করিল।

দর্শন বলিল, তন্ময় সংস্কারে হয়। যদি সংস্কার অন্য প্রকার কর তাহাই হইবে, অতএব নীতি হইতে তন্ময় পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়। দর্শন যে অসত্য বলিল, তাহা নয়, কারণ সমস্তই প্রকৃত সংস্কার হয়। ব্যবহারে সংস্কার হয়, সংস্কারে কার্য্য হয়, কার্য্যে ফল হয়, ফলে আনন্দ হয়, আনন্দে শান্তি হয়।

দর্শন বলিল। শান্তি ভোগ কে করিল।

দেহ।

দেহ নষ্ট হইলে শান্তি ভোগ কে করিবে, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইলে পাপ ও পূণ্য কিম্বা শান্তি ভোগ কে করিবেক।

জ্ঞান বলিল। দেহ নষ্ট হইল না, পঞ্চভূতে মিশিল।

অমনি দর্শন বলিল। তবে ব্যবহার অর্থাৎ ভেদ লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন কি।

জ্ঞান বলিল। প্রয়োজন আর কিছুই নয়, দেহ নষ্ট না হইলে ভূত হয় না।

দর্শন বলিল। ভূত না হইলে দেহ হয় না।

হিতাহিত বলিল। ভূত হইতে দেহ, আবার দেহ হইতে ভূত কারণ দেহ বিনা ভূতের অস্তিত্ব কোথায়, আবার ভূত ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব কোথায় অতএব সংস্কারে দর্শনের সংস্কার ঠিক

হয়, এবং সংস্কারে জ্ঞানের সংস্কার ঠিক হয় ফলতঃ অঠিক কেহই নয়।

দর্শন। সংস্কার ব্যবহারে হয়। আমি ব্যবহারকে অনিত্য কহি, ফলতঃ সংস্কার কিছুই নয়। যাহা স্বভাব তাহাই ঠিক।

জ্ঞান। স্বভাব কাহাকে বল?

দর্শন। যাহা প্রকৃত ভাব হয়, তাহাকে স্বভাব বলি।

জ্ঞান। প্রকৃত কাহাকে বল?

দর্শন। অপ্রকৃত নয়।

জ্ঞান। অপ্রকৃত কাহাকে বল?

দর্শন। যাহা সংস্কারে গঠিত হয়।

জ্ঞান। সংস্কার গঠন করে কে?

দর্শন। মানব।

জ্ঞান। যাহা মানবে বলে তাহা প্রকৃত নয়, অর্থাৎ অপ্রকৃত হয়।

দর্শন। যদি সংস্কারে বলে তাহা অপ্রকৃত, আর যদি স্বভাবে বলে তাহা প্রকৃত হয়।

জ্ঞান। কোন মানব প্রকৃত বলে?

দর্শন। যে মানব স্বভাবে আছে।

জ্ঞান। কোন মানব স্বভাবে আছে?

দর্শন। যে ব্যবহার-সংস্কার অতীত হইয়াছে।

জ্ঞান। ব্যবহার-সংস্কার অতীত হইলে পশু হয়, আর মানব থাকে না, জন্তু হইয়া যায়।

দর্শন। সকলেই জন্তু হয়।

জ্ঞান। জন্তুতে স্বভাব আছে।

দর্শন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন।

জ্ঞান। এই চারিটি স্বভাব কোথা হইতে আইসে।

দর্শন। অন্য রহস্যতে বলা হইয়াছে।

জ্ঞান। ভূতে আছে, তাই আকারে আছে।

দর্শন। যাহা ভূতে আছে, তাহাই আকারে আছে।

জ্ঞান। ভূত কোথা হইতে আসে?

দর্শন। সংজ্ঞা হইতে আসে।

জ্ঞান। সংজ্ঞা করে কে?

দর্শন। সংজ্ঞা বিশিস্ট মানব।

জ্ঞান। যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্যবহার অঠিক কেন, যখন মানব আবশ্যক মতে করিয়াছে।

দর্শন। অভেদ ঠিক হয়, আর সমস্ত অঠিক হয়। যাহার ধ্বংশ নাই তাহাই সত্য হয়, আর সমস্ত অসত্য হয়।

হিতাহিত। সত্য ও অসত্য হিতাহিতের চেলা হয়। দেখ, তুমি একটি শেষে সংজ্ঞা দিয়া শেষ করিয়াচ, আর বলিতেছ, ইহা হইতে সমস্ত আসিতেছে, আবার যাইতেছে, অতএব যাহা হইতে আসিতেছে তাহাই সত্য আর সব অসত্য হয়। তুমি জানিয়া বলিতেছ, কিন্তু তোমার এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি প্রথমে এই জাগতিক ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া শেষে জানিয়াছ, যে ইহা অসত্য হয়, কারণ উহা হইতে আসিতেছে। আচ্ছা, যত কিছু বলি-

য়াছ, ইহা ব্যাকরণের আশ্রয় লইয়া বলিয়াছ কিনা? ব্যাকরণ অগ্রে না ভাষা অগ্রে হয়?

দর্শন। ভাষা অগ্রে হয়।

হিতাহিত। তবে আবশ্যক মতে ব্যাকরণ হইয়াছে, এবং ইহা মানবের কৃত হয়, ইহা তোমায় স্বীকার করিতে হইবে।

দর্শন। প্রয়োজন মতে সমস্ত হয়, ইহাও ব্যবহার হয়।

হিতাহিত। তবে তুমি বল ব্যাকরণ কিছুই নয়, যথন প্রয়োজন মতে হইয়াছে, আবার মানবের কৃত হয়।

দর্শন। যাহা মানবের কৃত তাহাই ব্যবহার হয়। ব্যাকারণ না থাকিলেও যথন চলে, তথন কিছুই নয় বলিতে পারি, তবে প্রয়োজন মতে ব্যবহারে ব্যবহার করিতে হয়।

হিতাহিত। ব্যবহার করিতে হয় ইহা স্বীকার কর।

দর্শন। করি, কিন্তু না করিলেও চলে। যাহা আমার শেষ হয়, তাহা না ধরলে চলিবেনা। অভেদ হইতে সব হয়, অর্থাৎ যে সংজ্ঞাতে এই অভেদ বুঝায়, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা করে, তাহা হইলে তাহা হইতে যাহা, তাহা অনিত্য হয়, ইহার কারণ যাহা হইতে সব হয়, তাহাকেই আমি বড় বলি।

জ্ঞান। যদি তাহা হইতে সব হয়, তবে নীচের গুলিকে অর্থাৎ ভেদ গুলিকে স্থান দাওনা কেন।

দর্শন। উহাদের নিজের স্থান থাকিলে দিতাম, যথন পরের কৃপায় থাকে তথন যাহার কৃপায় থাকে, আমি তাহাকেই বড় বলি।

জ্ঞান। অন্যকে ছোট বল, ইহা স্বীকার করিতে হইল, যদি স্বীকার কর তাহা হইলে ভেদ হইল।

হিতাহিত। দেখ, তোমরা কত কথা কাটা কাটি করিতেছ, কিন্তু উভয়েই ঠিক আছ, যদি উভয়ে মিলিয়া যাও, তাহা হইলে হিতাহিত প্রস্তুত হয়, আর বালাই থাকে না, নানা মত থাকে না। ভাই, কার্য্য গুণে ছোট ও বড় কি করিয়া হয় তাহা আমি বলিলাম, এবং যাহা তোমাদের নিজের দৃষ্টান্ততে তোমরা বিশেষ রূপে জানিতে পারিবেক। এখন দৈবকি শুন :—

তোমরা উভয়ে নিজ মতের মতন কার্য্য করিতে লাগিলে। প্রাক্তন গুণে কার্য্য কম ও বেশী হয়। বর্ত্তমান পুরুষকার ইহার কারণ হয় যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরুষকারের দ্বারা বিষয়ে মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। যাহার মনোযোগ যত যোগ হইল, তাহার তত কার্য্য সিদ্ধি হইল। অন্যে বলিল, দৈবে হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নয়। পুরুষকারের ফল দৈব হয়। দৈব অত্যন্ত আনন্দ দেয়। পরিশ্রমের ফল যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত আনন্দ দেয়, আনন্দ বিহ্বলে সমাধি হয়। কাহারও সমাধি ভঙ্গ হয়, কাহারও বা হয় না। যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, এবং দৈব আনন্দ সহ্য করিতে পারে না, তাহার মৃত্যু হয়, আর যে সবল থাকে, সে আনন্দ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ শান্তিতে হয়। শান্তি আর কিছুইনা নির্ব্বান। কেহ জীবন মুক্ত হয়, কেহ বিদেহ মুক্ত হয়, মুক্ত অর্থাৎ সন্দেহের স্থল হইতে তফাৎ হওয়া অর্থাৎ সংস্কার অতীত হইয়া স্বভাবে আসা।

যাহা স্বভাব তাহাই মুক্তি হয়। পরিশ্রমের ফল কত উৎকৃষ্ট দেখ।

যদি জগৎ অনিত্য হইত তাহা হইলে কি দর্শন ও জ্ঞান এত পরিশ্রম করিয়া দার্শনিক ও জ্ঞানী হইত। তবে দার্শনিক নীচেরটি ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ যাহা দর্শন করিয়া দার্শনিক হয়, তাহাই ছাড়িয়া দেয়, খালি অভেদটীকে রাখে, এবং কহে ইহাই সত্য হয়, অপর সমস্ত অসত্য হয়।

জ্ঞানী নীচেরটিকে বজায় রাখিয়া ভেদ করিতে থাকে, কিন্তু মীমাংসা না করিতে পারিয়া বিশ্বাস বলে অনন্তকে ঠিক করে, কিন্তু অনন্তকে আর ছেঁড়া ছিড়ি করে না।

আমি উভয়কে ঠিক বলি, যখন উভয় কার্য্য হিতাহিতের দ্বারা সাধন করিতে হয়। ভেদ ব্যতীত অভেদে যাওয়া যায়না, আবার অভেদ ব্যতীত ভেদে আসা যায় না, এই ভেদাভেদ হিতাহিত প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেয়। যাহাকে পরবৎ হইতে পূর্ব্ববতে যাইতে হইবে কিম্বা পূর্ব্ববৎ হইতে পরবতে আসিতে হইবে, তাহাকে হিতাহিতের আশ্রয় লইতে হইবে। ভাল মন্দ, ছাড়া ছাড়ি, এটাওটা, তর্ক বিতর্ক সমস্ত হিতাহিতের ফল হয়, তবে কেহ শেষ ধরে, কেহ যাহা হইতে শেষে যায় তাহাকে ধরে। এক মুখকে আগা করিলে অপর মুখ শেষ হয়, আবার যে মুখটিকে শেষ করা হইয়াছিল সেইটিকে আগা করিলে অপরটি শেষ হয়, যাহকে পূর্ব্বে আগা করা হইয়াছিল। যত কিছু গোলমাল মধ্য লইয়া হয়, এই মধ্য সংস্কারে গঠিত হয়। এই মধ্য জগৎ ঘুরণীয়মাণ হয়। অবতার

যে প্রকার সংস্কার জগতে দিয়া যান, সেই প্রকার সংস্কার জগতে বিরাজ করে। অবতার একটি নন, যুগে যুগে আবশ্যক মতে অবতার হয়। এই অবতারকে কেহ তাঁহার পুত্র কহে, কেহ বন্ধু কহে, কেহ স্বয়ং কহে। এই অবতার মধ্যজগৎ করিবার হেতু হন। মধ্য জগতে যাহারা বিরাজ করে তাহারাই বড় ও ছোট হয়। এই বড় ও ছোটকে গ্রাহ্য করিয়া মধ্যজগতে বিরাজ করিতে হইবে। যদি কেহ ইহার বৈপরীত্য করে, তৎক্ষণাৎ শাজা গ্রহণ করিতে হয়। দেশের রাজার হুকুম ব্যতীত কেহই চলিতে পারে না, যদিও মনে ইচ্ছা করে, অমনি দেহকে তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। দেহ মধ্যজগতে বিরাজ করে, ইহার কারণ নিয়মে বদ্ধ হয়। নিয়ম ভঙ্গ করিলে, দেহকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি মধ্যজগৎ সমস্ত হয়, তাহা হইলে ভেদ ঠিক হয়, আর মধ্য জগতের শেষ কিম্বা আদি যদি ধরিতে হয়, তাহা হইলে অভেদ ঠিক হয়। দর্শন ও জ্ঞান উভয়ই ঠিক হয়, কিন্তু হিতাহিতের চেলা হয়।

অদ্য হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ পূর ও সুতালুটি বলিয়া দুইটি গ্রাম ছিল, এই দুই গ্রামে তন্তুবায়ের বাস অধিক ছিল, হোগলা বনের অভাব ছিলনা, ইহার কারণ ব্যাঘ্রেরও অভাব ছিলনা। কালিমাতা হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে।' যখন ইংরাজ বাহাদুর আসেন তখন হইতেই কলিকাতা নাম প্রসিদ্ধ হইল কারণ ইংরাজ বাহাদূর রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইংরাজ বাহাদূর রাজধানী স্থাপন করিবার পর হইতে নানা দিগ্দিগান্ত হইতে নানা জাতীয় লোকের আগমন হইতে আরম্ভ হইল।

পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর প্রায় দশ গুণ লোক বাড়িল, আর পঞ্চাশ বৎসরে আর দশগুণ যোগ দিল, আর পঞ্চাশ বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ গুণ হইল, আপাততঃ প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস করে। অল্পস্থানে বহু লোকের বাস বলিয়া নানা সংক্রমণ রোগের উৎপত্তি হইতেছে ও নানা প্রকার অন্ন সেবন করিবার কারন নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইতেছে, সময়ে সময়ে মড়ক ও দেখা দিতেছে, তবে ভীষণ মুর্ত্তিতে অদ্য পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই।

ইংরাজ বাহাদূর সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার দরুন একটি municipal আফিস স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে প্রায় বাৎসরিক ষাট লক্ষ টাকা খরচ হয়। ইহাতে যে সমস্ত কার্য্য নিস্পন্ন হয়, তাহা নয়, অভাব পড়িলেই ধার করিতে হয়। বহু কোটী টাকা ধার হইয়াছে। হোগলা বনকে সহর করিতে হইলে কত টাকা ব্যয় হয় তাহা দেখ, আর কত সময় লাগে তাহাও দেখ, আপাতত স্থির হইয়াছে যে কলিকাতা রাজ ধানীতে অনেক লোক হইয়াছে, লোক সংখ্যা কমাইবার উপায় দেখা আবশ্যক হয়। বড় বড় রাস্তা করিবার আর খরচ ঠিক রাখিবার দরুন দিন দিন কর বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও বড় বড় রাস্তা করিবার দরুন অনেক লোক সংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা অছে, আর খরচের দরুন কর বৃদ্ধি করাতে ও লোক সংখ্যা কমিবার আশা আছে, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম হয়, কারণ অন্নের দ্বারাবসতি হয়। যে সমস্ত জমি পতিত আছে, তাহাই বাসের যোগ্য স্থান হইবে, আর যত কর বৃদ্ধি

হইবে ততই রোজগার বৃদ্ধি পাইবে কারণ হস্তান্তর কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কলিকাতা রোজকারের স্থান হয়। একটি স্থানে প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রতিপালন হইতেছে, যত দিন প্রতিপালন হইবে অর্থাৎ অন্ন থাকিবে ততদিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন অন্যত্রে ছড়াইলে লোক সংখ্যা আপনি কমিয়া জাইবে। কেল্লা আছে, বড়লাট ভবন আছে, বড় আদালত আছে, ছোট আদালত আছে, পুলিশ আদালত আছে, ভারত গভারমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত আফিস আছে, বাঙ্গালা গভারমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত আফিস আছে, মিউনি-সিপাল আফিস্ আছে, ইহা ব্যতীত বন্দর সম্বন্ধে সমস্ত আফিস্ আছে, সদাগরের ও দোকানের ভাত ভিক্ষা আছে, বড়, মধ্য ও ছোট লোকের ভদ্রাসন ও বিদেশীর বশত বাটী আছে, এবং একটি প্রধান সহরে অন্য অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে, যদি এই সমস্ত অন্নের স্থান থাকে তাহা হইলে কি করিয়া লোক সংখ্যা কমিতে পারে, বরং দিন দিন যত অন্যত্রে অন্ন অভাব ছুটিবে তত লোক সংখ্যা বাড়িবে, কারণ কলিকাতা একটি প্রসিদ্ধ অন্নের স্থান হয়। ছোটলাট ভবন, আলিপুর আদালত, খিদির.পূর ডক ইহাও একটি প্রধান কারণ হয়, আর যদি সেণ্ট্রেল এষ্টেসন হয় তাহা হইলেতো congestion of the city হইবে তাহার কথাই নাই। কালিঘাট ও বেঙ্গল নাগপূর রেলওয়ের প্রধান আপিস আর একটি কারণ হয়, সমস্ত অন্ন একত্রিত হইবার

কারণ এই congestion of the city হয়, যদি decentralisation ধরা হয় তাহা হইলে ভাল হয়।

সেণ্ট্রেল এষ্টেসানটি যদি কলিকাতার উত্তরে করা হয় তাহা হইলে অনেক লোক ছড়াইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে রেলের প্রধান আপিস, গুলিও সেণ্ট্রেল এষ্টেসনের ভিতর হওয়া অবশ্যক হয়, আর একটি সুবিধা যে কলিকাতার উত্তর ধারকে রক্ষা করা হয়। সেণ্ট্রেল এষ্টেসনটির স্থান যথা; পূর্ব্ব সিয়ালদার রেলওয়ে লাইন, পশ্চিম হুগলি নদী। উত্তর ভেড়ী টোলা রাস্তা বরাবর রেলওয়ে লাইন অপর ধারেও হুগলী নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণ চিতপূর খাল। এই চতুঃসীমা জমি যদি রেলওয়ে কর্ত্তা পক্ষীয়েরা লন তাহা হইলে অতি উৎকৃষ্ঠ কার্য্য হয়, আর খরচা অনেক কম হয়। হাওড়া হইতে হুগলি পর্য্যন্ত এক খানি গাড়ি চলিবে, কিন্তু অন্য গাড়ি Direct jubilee bridge দিয়া চিতপূর station আসিবে এবং সিয়ালদার ও ঐরূপ হইবে—অর্থাৎ চিৎপূর junction দিয়া আসিবে, অন্য দিকে অর্থাৎ চিৎপুরের এষ্টেসন হইতে অন্য গাড়ি চলিবে, তবে East coast railway's কিছু অসুবিধা হয়, ইহার কারণ jubile Bridge দিয়া না আসিয়া চিৎপুর Bridge's উপর দিয়া আসিলে কোন বালাই হয় না, অর্থাৎ তিনটি রেল একত্রিত হইতে পারে। চিৎপুর হুগলী নদীর উপর সাঁকো নাই একটি permanent Bridge আবশ্যক হয়, floating Howrah bridge রহিল, অপর একটি permanent chitpur Bridge হইল, ইহাতে পরপারের মায় শ্রীরাম পুর অবধি লোকের

সুবিধা হইবে, আর রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয় দের খরচা সেণ্ট্রল এষ্টে-সন লইয়া যায় চিৎপুর wouldbe bridge পর্য্যন্ত বোধ হয় যে খরচা কলিকাতায় central station করিতে এখন ঠিক হইয়াছে, অর্দ্ধতে কার্য্য সমাধা হইত পারে, আর কলিকাতার উত্তর দিক বেশ গুলজার হয়।

আলিপুরের সমস্ত আদালত ও Presidency commissioner's আফিস আর বাসস্থান যদি কলিকাতার উত্তরে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতার উত্তর দিগ বেশ গুলজার হয়, তবে আলিপুরের নিকটবর্ত্তী লোকের কষ্ট না হইবার কারণ সিয়ালদহের সমস্ত আদালত আলিপুরে উঠাইয়া দেওয়া হউক, ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না, বরং কার্য্য সুচারু রূপে চলিবে। আলিপুর আদালত সকলকার out of the way হয় কারণ কোন railway station নাই, কোন নদী নাই, যাহাতে লোকের যাতায়াতের সুবিধা আছে, তবে দেশের রাজা যেখানে প্রজা দিগকে আদেশ করিবেন সেই খানেই প্রজা যাইতে বাধ্য হয়।

ছোটলাটের বাসস্থান যদি কলিকাতার উত্তরে হয়, আর Bengal Government's সমস্ত আফিস্ যদি কলিকাতার উত্তরধারে যায়, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর দ্বিতীয় কলিকাতা হয়, তবে এতটা আপাততঃ প্রয়োজন নাই, কিন্তু হওয়া উচিৎ। কলিকাতা India government's অধীনে থাকুক, এবং সমস্ত India সংক্রান্ত head office থাকুক। বঙ্গ গভরমেণ্ট সংক্রান্ত কেন থাকিবে।

আপাততঃ কলিকাতা নগরে উত্তর দক্ষিণে চারিটি রাস্তা আছে, ইহাতে ঠিক হয় নাই, Halliday ও Amerest রাস্তা বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ ভেদ করিলে ভাল হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আটটি আছে, তবে ধর্ম্মতলার রাস্তা পূর্ব্ব দিকে খালের রাস্তার সহিত দেখা করিলে ভাল হয়, বাতাস বরাবর খেলিতে পারে। বহুবাজার ও হেরিসন রাস্তাটি ঠিক আছে। Beadon street, grey street খালের রাস্তার সহিত মিলাইয়া দিলে ভাল হয়। হেরিসন ও বিডিন রাস্তার মধ্যে একটি বড় নূতন রাস্তা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, যাহা পূর্ব্ব দিগে খালে মিশিবে, এবং পশ্চিম দিগে strand Road দেখিবে। গ্রেইষ্ট্রীট ও বাগবাজার ইষ্ট্রীটের মধ্যে আর একটি বড় রাস্তা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, এই সব যদি করা হয়, তাহা হইলে congestion of calcutta যাইতে পারে, আর তাহা না হইলে টাকার শ্রাদ্ধে বড় লোকের ঘরে congestion of brain যে রকমে যায় সেই রকম হইতে পারে। মেয়েরা বলিয়া থাকে অধিক সন্নাসীতে গাজন নষ্ট হয়। বন্ধু দর্শন ও জ্ঞান, তোমাদেরও ঠিক এই রকম হয়, কারণ তোমরা মাজিয়া ও ঘসিয়া এত পরিষ্কাব কর যে স্বভার হিতাহিত এক বারে লোপ পায়, খালি নিজের উপার্জ্জিত বিদ্যার প্রাচুর্ভাব থাকে। বন্ধু, অনেক সময়ে মূর্খের কথা দার্শনিকের ও জ্ঞানীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ হয়। যদি হিতাহিত লইয়া দার্শনিক ও জ্ঞানী চলে, তাহা হইলে দুই কুল বজায় থাকে। বন্ধু, তোমাদের ভেদ ও অভেদ কি এখন জানিতে পারিলে।

দর্শন। আপনি যাহা বলিলেন, উহা খোসামোদের বাক্য হয়, আপনি ভেদকে ও অভেদকে সমান করিয়া, আপনি ভেদাভেদ হইলেন। আমি হিতাহিতকে প্রকৃত সত্য বলি না কারণ হিত ও অহিত দ্বি বলিয়া কথিত হয়। আর দেখুন, সংস্কার গুণে হিতাহিত প্রস্তুত হয়। আপনার যে প্রকার সংস্কার আপনি সেই প্রকার বলিয়াছেন। ঐ দেখুন, আমাদিগের প্রধান বন্ধু নিত্য আসিতেছেন।

স্বগত। আমরা তিন জনে তিন দিকে ধাই, ইহার কারণ আমাদিগের ভিতর পরস্পরে মিল নাই। আমি অভেদ লইয়া বিরাজ করি, বন্ধু জ্ঞান ভেদ লইয়া থাকেন, বন্ধু হিতাহিত ভেদাভেদ লইয়া উভয়কে সমভাবে রাখেন, কিন্তু কাহারও শেষ মীমাংসা নাই, তবে বাক্যের কৌশলে ও পদ বিন্যাসের তারতম্যে অন্যের নিকট আমরা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করি, বাস্তবিক প্রকৃত পক্ষে সকলকারই গোলমাল হয়। দেখা যাউক, ইনি আবার অদ্য কি করেন।

প্রকাশ্যে। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন। আপনার সমস্ত মঙ্গল।

নিত্য। আর ভাই, যাওয়া ও আসাই আমার নিত্য কার্য্য হয়, তবে যিনি যে ভাবে লন। তোমাদের মঙ্গলই আমার মঙ্গল হয়, যদি মঙ্গল বল, আমার মঙ্গল, আবার যদি অমঙ্গল বল, আমার অমঙ্গল হয়। শিব, শিব, সত্য, সত্য, নিত্য, নিত্য, নিত্য।

জ্ঞান। আমার মঙ্গলে আপনার মঙ্গল হয়, ইটি কি বলিলেন।

দর্শন। আপনি যাওয়া ও আসা নিত্য কি বলিলেন, আর যে ভাবে যে লয়, ইহাই বা কি।

হিতাহিত। আপনি শিব, শিব, সত্য, সত্য, নিত্য, নিত্য, নিত্য কি বলিলেন।

নিত্য। মান্যবর জ্ঞান! আপনার হইতেই আমি জ্ঞান লাভ করি, যদি আপনি না থাকিতেন, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না। জগতে এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহাকে জ্ঞান বলিয়া কহিতে পারি, আবার এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহাতে জ্ঞান নাই। জ্ঞা + অনট করিলে জ্ঞান হয়—অতএব জ্ঞানময় জগৎ হয়। যাহা কিছু করি সমস্তই সংজ্ঞা হয়, অবজ্ঞা কিছুই নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞা ব্যতীত প্রজ্ঞ হয় না। জগতে এমন বিষয় নাই যাহার সংজ্ঞা নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ হইবার প্রধান বিষয়ই বিষয় হয়। বিষয়ে জগৎ রচিত হয়, এবং জগতের অস্তিত্ব সংজ্ঞাতে হয়, সংজ্ঞাতে আজ্ঞা পালন করিতে হয়, আজ্ঞা পালন করিলে বিষয়কে জ্ঞাত হওয়া যায়, বিষয়কে জ্ঞাত হইতে পারিলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলে পর জগতে জ্ঞানী বলিয়া বিদিত হয়।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানী এই তিনটি লইয়া সংজ্ঞা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হইতে শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চটির গুণ অপর পঞ্চটি হয়, কিন্তু এই পঞ্চটি বিষয় বলিয়া কথিত হয়। বিষয় হইতে জ্ঞান হয়, না জ্ঞান হইতে বিষয় হয়, ইহা বড় গোলমালের তর্ক হয়, কিন্তু তাহা নয়, বিষয়ই জ্ঞানের কারণ হয়। অন্ন হইতে ইন্দ্রিয় হয়, ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে বিষয় জ্ঞাত হওয়া

যায়, বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিলে জ্ঞানী হয়। এখন অন্ন কোথা হইতে হয় ?

মেঘ হইতে।

মেঘ কোথা হইতে হয় ?

সূর্য্যের কৃপায় হয়।

সূর্য্য কোথা হইতে হয় ?

অনন্তের কৃপায় হয়।

যদি কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধ লইয়া তর্ক বিতর্ক করা হয়, তাহা হইলে মীমাংসা হয় না, যাহা অন্য রহস্যে প্রকাশ্য রূপে দেখান হইয়াছে, তবে বিশ্বাসকে ভক্তি করিয়া এবং অনন্ত সংজ্ঞা দিয়া মীমাংসা করিতে হয়, যাহা আকাশ কুশম তুল্য অলীক হয়। তবে আপনি বলিয়াছেন, আমার মঙ্গলে আপনার মঙ্গল হয়, "ইটি কি" তাহা শুনুন ঃ—

আমি সমস্ত নিত্য করি, অনিত্য কিছুই নাই, যাহা কিছু অবস্থা ভেদে অনিত্য দেখি বা বলি উহা সংস্কার ব্যতীত কিছুই নয়, যাহা সংস্কার তাহাও নিত্য অতএব অনিত্য নিত্য হয়। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, যদি আমি দ্বি করিতাম এবং কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিতাম, তাহা হইলে তোমার ও আমার পৃথক্ ফল হইত। যদি তোমার মঙ্গল হয়, তাহা হইলে আমার মঙ্গল অনিবার্য্য।

মঙ্গল ও অমঙ্গল কিছুই নয়, ইহা অভেদ বাদীর কিম্বা সোহং বাদীর নিকট হয়, কিন্তু ইহাদের যুক্তির মীমাংসা নাই, কারণ

যাহা দ্বারা যুক্তি কিম্বা তর্ক করিবে তাহাই ভেদ হয়, তবে কাগজ ও কলমে খালি অভেদ থাকে, কারণ একটিকে প্রাধান্য দেয়, এই প্রাধান্য দিবার কারণ নিজের মত নিজে খণ্ডণ করে।

এইটি হইতে সমস্ত হয়, অতএব এইটি প্রাধান্য লাভ করিল। এইটি কোথা হইতে হয়। এই স্থলে বিশ্বাস না করিলে মীমাংসা হয় না, কিন্তু এইটি ওয়ালারা যাহা হইতে সমস্ত আনে কিম্বা সমস্তকে যাহাতে লইয়া যায় সেই ব্যক্তিরা অন্য সমস্তকে অনিত্য কহে। আর যাহারা বলিল, "জানিনা" কারণ তিনি অনন্ত হন তাহারা জানিনা বলিয়া মীমাংসা করিল, কিন্তু স্থূল জগৎ লইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাঁরাই স্বর্গ ও মর্ত্ত করিয়া আশা প্রস্তুত করে, আশাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারে ফল হয়, ফলে আনন্দ হয়, আবার পুনঃ জীবন আনিয়া কার্য্যের ফলাফল মীমাংসা করে।

কিন্তু বাপু, জ্ঞানেরও দর্শনের ও হিতাহিতের মীমাংসা কোথায়। জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতকে শেষে যাইয়া শেষ হারাইতে হয়। যদি শেষ হারাইল তবে আদি ও হারাইল, যদি আদি ও শেষ হারাইল, তাহা হইলে মধ্য হারাইল, যদি আদি মধ্য ও শেষ হারাইল, তাহা হইলে উহাদিগের সমস্ত হারাইল। যদি সমস্ত নিজে হারাইল তাহা হইলে উহারা যাহা কিছু বলে, লিখে, তর্ক করে, তাহা সমস্তই অলীক হয়। প্রাধান্য লইবার ফল এই হইল, যদি কাহাকেও প্রাধান্য দিল, অমনি তর্ক ক্ষেত্রে পরাজিত হইল আবার যদি সোহং করিল তাহা হইলে সমস্ত হারাইল, কারণ

তিনি ও আমি পিরীত হইতে পারে না, যে বলিবে সে নিজে পারিবেনা, ইহা কত দূর সত্য কি মিথ্যা তাহাকে লইয়া পরীক্ষা করিবে।

দুই হাত এক কর দেখি কিম্বা হস্তের অঙ্গুলি এক কর দেখি, কিম্বা স্ত্রী ও পুরুষ এক কর দেখি, অর্থাৎ লিঙ্গের স্থানে যোনি আর যোনির স্থানে লিঙ্গ কর দেখি, কিম্বা লিঙ্গের গুণ যোনিতে কর দেখি কিম্বা যোনির গুণ লিঙ্গে কর দেখি, যদি এই সামান্য কার্য্য করিতে পার না, তবে দুইটি বুদ্ধিতে ব্রহ্মাণ্ড কি করিয়া এক কর।

জ্ঞান বাহ্য জগৎকে পোষণ করে, কারণ বাহ্য জগৎ না হইলে জ্ঞান হয় না, বাহ্য জগৎ যত পরিপক্কতাতে আসে, ততই জ্ঞানের বিকাশ পায়। ইন্দ্রিয় হইলে জ্ঞান হয় ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন হইতে ইন্দ্রিয় হয় ইহা বলিতে হইবে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্নময় জগৎ হয় স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের কৃপায় অন্ন হয়, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়। যদি এই বিশ্বাস ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূতের সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিশ্বাস করিতে হইবে, যদি ইহা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ভেদ ও অভেদ নিত্য ইহা বিনা সন্দেহে বলিতে হইবে, যদি নিত্য সমস্ত হয়, তাহা হইলে দশ জনের মিলিত কার্য্য করিতে দোষ কি।

তবে বলিতে পার না করিলেই বা দোষ কি, ইহা যে যুক্তি সঙ্গত, বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেনা। তবে দশ জন

লইয়া জগতের অস্তিত্ব হয়, এই অস্তিত্ব লোপে অনিত্য আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ সমস্তই নিত্য, করিলেও যা হয়, না করিলেও তা হয়, তবে সংস্কারে জগৎ বিরাজ করে, এই সংস্কার দশ জন হইতে হয়। যদি দশ জনে খারাপ বলিল, জগতে আমি খারাপ হইলাম, কারণ দশ জনে জগৎ হয়, তবে সমস্ত নিত্য ইহার কারণ বলিতে পার ভাল ও খারাপ কি, কিন্তু দশ মুখে গুণ হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বাহ্য জগৎ লইয়া চলা আবশ্যক হয়, যদিও বাহ্য ও অন্তর জগৎ উভয়ই নিত্য হয়।

তবে বলিতে পার উভ জগৎ করিলে দ্বি আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা নয়। যত সংখ্যা দিতে পার দাও তাহাতে কিছুই ক্ষতি ও বৃদ্ধি নাই কারণ সমস্তই নিত্য হয়, তবে মাটের মধ্যে কেন দশ জনের যাহা গুণ সেইটি হারাই। যদিও প্রকৃত হারান কিছুই নাই, ইহা সত্য, কারণ সকলকার গোরে বেউ ডাকে তত্রাচ দশ জনে বলিবে গুণ বিহীন পুরুষ। এই সংস্কার কেহই উঠাইতে পারে নাই, ও কস্মিন কালে কেহ পারিবে না, যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে কেনরে বাপু, দেহের গুণটাকে নষ্ট করি। নিত্য হইলে নষ্ট হয় না, যদি সমস্ত নিত্য ইহা ঠিক কর, তবে কেন নষ্ট করিতে যত্নবান হও। যাহা নিত্য তাহাকে নষ্ট করিতে যতই যত্নবান হও, কিছুতেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।

দেহ অর্থাৎ আকার হইলেই গুণ বিশিষ্ট হয়, ইহাও নিত্য হয়, কারণ যত আকার আছে, সমস্ততেই গুণ আছে। গুণ বিহীন

আকার কেহ কি দেখিতে পাও। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দশ মুখে যাহা গুণ কহে, কেন তাহাতে বৃথা তর্ক কর। যাহার দ্বারা তর্ক কর সেটিও গুণ হয়, ফলতঃ সেটিও নিত্য হয়। গুণ আহরণ করিতে হইলে পুরুষকার আবশ্যক হয়, বিনা পুরুষকারে গুণ হইয়াছে ইহা কি কেহ বলিতে পার। তবে কম ও বেশী হয়, ইহা পুনঃ জন্ম আনিয়া জমা ও খরচ কাটিলে ঠিক হয়। যত দিন আকার ততদিন পুরুষকার হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে পুরুষকার নিত্য ইহা ঠিক হয়।

তবে বলিতে পার কি প্রকার পুরুষকার করি। দশ মুখে ধর্ম্ম হয় ইহা অবর্থ স্বীকার করিতে হইবে। যাহা আকার তাহাই ধর্ম্ম হয়, কারণ আকার না হইলে ধর্ম্ম হয় না। যদি দশ মুখে ধর্ম্ম হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যে আকারের যে ধর্ম্ম দশ মুখে যাহা কহে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়।

প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট সন্তান রূপে আসিলেন, আহা কি উচ্চ রহস্য। জগতে সকলেই সন্তান রূপে আসে, তবে প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট কেন সমস্ত খ্রীশ্চান জগৎকে শিক্ষা দিলেন, অন্য সমস্ত জাগতিক জন কেন প্রভূ যিশুখ্রীষ্টকে শিক্ষা দিলেনা, উঁহার নাম লইয়া খ্রীশ্চান জন কেন আনন্দ লাভ করে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট নিত্য হন, এবং শিষ্যরাও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয়, কারণ শিষ্য না থাকিলে গুরুর অস্তিত্ব কোথায়, অতএব গুরুও শিষ্য নিত্য হয়। গুণ আহরণ করিলে গুরু হয়। যে যারে ভোলাতে পারে সে তার গুরু হয়।

প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট প্রায় তিন অংশের এক অংশ জগৎকে ভুলাইয়াছেন। দুই হাজার বৎসরের ভিতর কত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একজন কি খ্রীশ্চানকে ভুলাইতে পারিয়াছে, কেন পারে নাই, কারণ যে গুণ প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট পুরুষকারের দ্বারা আহরণ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি কেহই ইঁহার কণা মাত্র গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিলে তিলে যোগ দিলে তাল প্রমাণ হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ এক দিন যে খ্রীশ্চান হইবেক তাহার কোন ভুল নাই।

দশ মুখে ধর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট যাহা ধর্ম্ম ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। সম্প্রদায়ানুসারে যে যার ধর্ম্ম জানিবে। যদি ইহাই ধর্ম্ম ঠিক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম নিত্য ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্ম হইতে জাতি ব্যবহার হয়, জাতি ব্যবহার হইতে সমাজ সংস্কার হয়, সমাজ সংস্কার হইতে একতা হয়, একতা হইতে শক্তি হয়, শক্তি হইতে পুরুষকার হয়, পুরুষকার হইতে ফল হয়, ফল হইতে আনন্দ হয়, আনন্দ হইতে নির্ব্বান হয়। আর মানবের মস্তিষ্ক চলেনা, স্থিরে স্থির হয়, ইহাও নিত্য হয়, অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু সাধিত হয় সমস্তই নিত্য হয়।

অনেকে বলিতে পারে, ইন্দ্রিয় সকল অনেক কুৎসিৎ কার্য্য করে, ইহা কি নিত্য হয়। নিত্য হাজার বার বলি, তাহা না হইলে

কার্য্য কোথা হইতে হয়, তবে ইহার শাস্তি ও সঙ্গে সঙ্গে আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহাও নিত্য হয়। রাজা ও প্রজা উভয়েই মনুষ্য তবে প্রভেদ কেন, প্রভেদ কিছুই নয়, তবে রাজাকে না মানিলে শাজা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যে দিন রাজা প্রজা সমন্ধ হইয়াছে তখন মানিতে বাধ্য আছ। জগতে প্রজা হইতে কেহই চাহে না, রাজা নিজ গুণে প্রজা করেন, যদি তল বারিকে স্ত্রী না করেন, তাহা হইলে আর রাজা থাকিবেন না, আবার ঘুরে ফিরে প্রজা হইতে হইবেক, এবং ইহাও নিত্য হয়, তোমরা জানিবেক। নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ জগতে কিছুই অগ্রাহ্য নাই।

ভাই জ্ঞান, তোমা হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছি, তুমি অজ্ঞান হইয়া যাহা বল, তাহাও নিত্য হয়, কারণ অজ্ঞানের বন্ধু অজ্ঞান হয়। মৃতদেহ জীবিত দেহের সহিত কথোপকথন করে না বলিয়া, মৃত দেহকে অনিত্য কহা যুক্তি সংঙ্গত নয় কারণ নিত্য সমস্ত হয়। মৃত দেহ মৃত দেহের বন্ধু হয়, যেমন বৃক্ষ বৃক্ষের বন্ধু হয়, যদি ইহা ঠিক না হইত তাহা হইলে জীব আহারে জীব উৎপাদন হইত না। অবস্থা ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, ইহাও নিত্য হয়, যদি নিত্য না হইত তাহা হইলে ঘুরে ফিরে তাই তাই হইতনা।

দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান পরিপক্ক হয় এবং জ্ঞান পরিপক্ক করিতে হইলে দৃশ্য জগৎকে ভেদ করিতে হয়। যে যত ভেদ করিতে পারিবে সে তত ভেদ বাহির করিতে পারিবে। যে যত ভেদ বাহির

করিতে পারিবে সে তত জ্ঞানী বলিয়া কথিত হইবে। যদি ভেদ নিত্য না হইত তাহা হইলে জাগতিক জনের দুঃখ কত হইত।

একজন এক হাত যাইয়া মরিয়া গেল, এক জন দশ হাত যাইয়া মরিয়া গেল, একজন শত হাত যাইয়া মরিয়া গেল, যদি সমস্ত নিত্য না হইত তাহা হইলে শান্তি থাকিত না, কারণ একহাত যাইয়া যে মরিল, সে আর একশত হাত যাইতে পারিল না, তবে তানয়, যে এক হাত যাইল সেও আপাততঃ শান্তি পাইল, কারণ তাহার শক্তি অনুসারে সে কার্য্য করিল, তবে সমস্ত নিত্য বলিয়া পর জন্মে দশ যাইবে, তার পর জন্মে শত হাত যাইবে, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। যাওয়া ও আসা ইহাও নিত্য হয়। গুণ ইহাও নিত্য হয়, সংস্কার ইহাও নিত্য হয়। যদি সব নিত্য না হইত, তাহা হইলে এই সব কোথা হইতে আসিল। আচার, ব্যবহার, নিয়ম যাহা কিছু আছে ইহা সমস্ত নিত্য হয়, অতএব যখন যাহা আবশ্যক তখন তাহাই উদ্ভব হয়।

মানবের বিশৃঙ্খলতা উচ্ছেদ করিতে হইলে, অবতারের আবশ্যক হয়, অবতারের নিয়মে অধীন হইতে হইলে রাজার আবশ্যক হয়। রাজার আবশ্যক হইলে গুণের আবশ্যক হয়, গুণের আবশ্যক হইলে পুরুষকারের আবশ্যক হয়, পুরুষকারের আবশ্যক হইলেই মানবের আবশ্যক হয়। মানবের আবশ্যক হইলেই মনুর আবশ্যক হয়, মনুর আবশ্যক হইলেই মনের আবশ্যক হয়, মনের আবশ্যক হইলেই শক্তির আবশ্যক হয়, শক্তির আবশ্যক হইলেই একতার আবশ্যক হয়, একতার আবশ্যক

হইলেই অবতারের আবশ্যক হয় ফলতঃ সমস্তই দৃশ্য জগৎ হইতে হয়।

দৃশ্য জগৎ ব্যতীত পদার্থ নাই, যাহা দৃশ্য তাহাই অদৃশ্য হয়, পরে আবার দৃশ্য হয়, ফলতঃ ইহাকেই স্থূল ও সূক্ষ্ম কহে। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্য থাকিত না। দৃশ্য হইতে অদৃশ্য হয়, আবার অদৃশ্য হইতে দৃশ্য হয়, নিত্যের লীলা কি অদ্ভুত। অনেকে বলিতে পারে, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে অদ্ভুত হয় কেন। ইহা যে ঠিক হয়, তাহার কোন ভুল নাই, তবে কি জান, মানব ঠকায় মানবকে, পশুকে মানব ঠকায় না। নিত্য অদ্ভূত দেখাবে নিত্যকে ইহার আর আশ্চর্য্য কি।

জ্ঞান ব্যতীত কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। প্রথমে জ্ঞান, তাহার পর দর্শন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিতাহিত বরাবর বর্ত্তমান আছে। দৃশ্য পদার্থ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই দর্শন উপস্থিত হয়, দর্শনে বিচার করে, এই বিচার হিতাহিতের দ্বারা সাধিত হয়। হিতাহিত দ্বি হয়, হিত আর অহিত, এই হিত আর অহিত সংস্কারে প্রস্তুত হয়। যে প্রকার সংস্কারের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, সেইটি হিত হয়, আর যেটির প্রাদুর্ভাব কম হয় সেটি অহিত হয়, বাস্তবিক ফল একটি হয়। এইটি দর্শন বলিয়া কথিত হয়, তবে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় এই চারিটি আদি সংস্কার বীজে নিহিত থাকে এবং ইহার মীমাংসা অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে করা হইয়াছে। এই গুলি ভূত হইতে হয়, অতএব সমস্ত নিত্য হয়। যাহা নিত্য হয়, তাহার মীমাংসা করিতে বাকী থাকে না, কারণ যে বিষয়ের যাহা হয়,

তাহাই নিত্য হয়, অতএব জ্ঞানের, দর্শনের, হিতাহিতের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই নিত্য হয়।

দর্শন স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ধরিল, অতএব ইহাই আমার মতে দর্শনের দোষ বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞান স্থূল ধরিয়া সূক্ষ্ম ছাড়িল, অতএব ইহাই জ্ঞানের দোষ হয়। হিতাহিত স্তুভ ও অস্তুভ লইল কিন্তু কিছু বলিল না, অতএব ইহাই হিতাহিতের দোষ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু বন্ধু, আমি সমস্ত নিত্য করি, ইহার কারণ জ্ঞান যাহা বলে তাহাও লই, দর্শন যাহা বলে তাহাও লই, হিতাহিত যাহা বলে তাহাও স্বীকার করি, ইহার কারণ আমার মীমাংসা নিত্য হয়।

যে গুলি পাপের কার্য্য আছে, সে গুলির শাস্তিও আছে, এবং যে গুলি পূণ্যের কার্য্য আছে, সে গুলির পুরষ্কার আছে, ইহার কারণ নিক্তির কাঁটা ঠিক রহিল। মঙ্গলে মঙ্গল হয়, অমঙ্গলে অমঙ্গল হয়, তুমি যদি আমার মঙ্গল কর, আমার মঙ্গল হইল, তুমি অমঙ্গল কর, আমার অমঙ্গল হইল, তবে ক্ষমতানুসারে কার্য্য সিদ্ধি হয়। সৎসঙ্গে কাশী বাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ। এই নীতিটি কি উৎকৃষ্ট হয়, সৎ সঙ্গে সৎ হয়, অসৎ সঙ্গে অসৎ হয়। কেন হয়, অন্য রহস্যে প্রকাশ্য রূপে দৃষ্টান্ত সহ বলা হইয়াছে।

ভাই জ্ঞান, আমি যাহা কিছু বলিলাম, সমস্তই তোমা হইতে জানিবে কারণ অজ্ঞান কিছুই বলেনা, তবে ভাই তোমার দর্শন নাই, যদি দর্শন্ থাকিত, তাহা হইলে অনন্তকে কর্ত্তা করিতেনা, আর স্থূলকে বড় করিয়া নানা রকম বিধান স্থাপন করিতেনা। কিন্তু

ভাই, যদি বিধানকে নিত্য রাখিতে তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিলনা। তবে আপনার মঙ্গলে আমার মঙ্গল কি করে হয়, তুমি এখন জানিতে পারিলে। যেমন তিনি তেমনি রহিলেন, লাভের ভিতর জ্ঞান পাইলেন।

বন্ধু দর্শন, আমি যাওয়া ও আসা উভয়ই নিত্য বলিয়াছি। তুমি একটি হইতে আসে এবং তাহাতে যায় ইহাই ঠিক আর অন্য সব অঠিক ইহাই বলিয়াছ, ইহার কারণ সমস্ত অভেদ হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছ। তুমি যতদূর যাইলে ততদূর লইলে না, খালি যথায় হাঁপ ছাড়িলে তথা হইতে সমস্ত সত্য নিরূপণ করিলে। ভাই দর্শন, তুমি কলিকাতা হইতে হিমালয়ের ধার পর্য্যন্ত যাইয়া আর কোন প্রকার পথ পাইলে না, যাহাতে তুমি পরপারে যাইতে পার। তুমি বহুদিন ধরিয়া অনেক চেস্টা পাইলে কিন্তু কিছুতেই কৃত কার্য্য হইতে পারিলেনা। বহুদিন ঐ স্থানে থাকিবার কারণ নিম্ন স্থান গুলি ভুলিয়া গেলে, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে হিমালয়ের ধার পর্য্যন্ত যাইতে যে সমস্ত গুলিকে পার হইতে বাধ্য হইয়াছিলে, তাহা সমস্তকেই স্মৃতি পথ হইতে বাহির করিয়া দিলে, ইহা হইতেই পারে, কেননা তোমার মনযোগ খালি কি করিয়া হিমালয় পার হইব, ইহার উপর আছে। বহু দিন এই প্রকার মনোযোগ স্থির করিবার পর, ইহাই স্থির হইল যে ইহাই শেষ হয়। কিন্তু স্বীকার করিলে না যে ইহা আমার ক্ষমতাতীত হয়।

আবার দেখ, যাহা তুমি স্থির করিলে তাহা ঠিক হয়, কারণ অদ্যাবধি কেহই হিমালয় পার হইয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু যে

জন হিমালয়ের ধার ধরিল, সে জন ক্রমান্বয়ে যাইতে যাইতে সুবিধা জনক পথ বাহির করিল, এবং পরপারে যাইল। যত্নশীল জন যত্নের দ্বারা অনেক নূতন আবিষ্কার করে, যাহা পূর্ব্বের যত্নশীল জন অপারক স্বীকার না করিয়া ইহাই শেষ বলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মানবের যে কি শেষ কেহই নিরাকরণ করিতে পারে না, যদি পারিত, তাহা হইলে দর্শন এত প্রভেদ হইত না, বিজ্ঞান এত নূতন আবিষ্কার করিত না।

যাহার যাহা শেষ, তাহার তাহাই শেষ হয়, এক জনের শেষ, অন্য জনের আদি হয়, অন্য জনের আদি এক জনের শেষ হয়, ইহার কারণ দর্শন জগতের মীমাংসা নাই। দর্শন জ্ঞানকে অনিত্য কহে, কারণ অনিত্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়। যদি দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞানের উপকরণ অন্ন হইতে প্রস্তুত হয়, আর যদি সমস্ত অন্নে সজীব হয়, তাহা হইলে অনিত্য কি প্রকারে হইল। তবে রূপান্তরকে যদি অনিত্য কহা হয়, তবে ঠিক হয়, কারণ বিষয় রূপান্তর হইল, ধ্বংশ হইল না, যদি ধ্বংশ না হইল তাহা হইলে সমস্ত বিষয় নিত্য হইল। বিষয় ব্যতীত বিষয় নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ হইতে কি প্রকারে সমস্ত আসিতে পারে।

বন্ধু দর্শন, তুমি বিশেষ করিয়া ভূল করিয়াছ, কারণ বিশেষের বিশেষ আছে, এই বিশেষকে তুমি সংজ্ঞা করিয়াছ, সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয় ইহা ঠিক, কিন্তু বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে বিষয়ের সংজ্ঞা সর্ব্বত্র এক হইত। মানব এই সংজ্ঞাটি

জগতে কত প্রকার আছে, কিন্তু বিষয় সর্ব্বত্র এক হয়। ভাষা-বাদীরা কত যত্নবান হইয়া শব্দের উৎপত্তি নিরাকরণ করিতে যত্ন-শীল আছে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারে যে এক হইতে সমস্ত হই-য়াছে। আপাততঃ তিন প্রকার ভাষা হইতে জগতে সমস্ত ভাষা হই-য়াছে ঠিক করিয়াছে, কিন্তু কতদূর সত্য কে বলিতে পারে। তবে যত দিন আর এক জন ইহা ব্যতিক্রম না করে, ততদিন ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যাহা বল, তাহাও তদ্রূপ হয়, কারণ দর্শনের ও স্থিরতা নাই।

জগতে কত দর্শন হইয়া গিয়াছে, কত দর্শন হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে কত দর্শন হইবে, ইহা কে বলিতে পারে। মাথার খেলা সমস্ত হয়, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যার মাথা যত প্রবেশী হইল, তার মাথা তত প্রকার দর্শন করিল, কিন্তু এইটি সকলকার ঠিক হয় যে, সকলে শেষ জানিতে ইচ্ছুক হয়। যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই হইবে, ইচ্ছার উপর সমস্ত নির্ভর করে। এক বৎসরে না হয় তো হাজার হাজার বৎসরে সাধিত হইতে পারে। এক জন শত বৎসরের অধিক বাঁচেনা, যদি দুই চারিটি বাঁচে তাহা ধর্ত্তব্যের ভিতর নয়, ইহার কারণ নিত্যের প্রয়োজন হয়, যাহা কর তাহাই নিত্য হয়, যদি ইহা ঠিক কর, তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকে না। জ্ঞানের বৃদ্ধাবস্থা না হইলে দর্শন হয়না। যত দিন যৌবনাবস্থাতে থাকে তত-দিন চঞ্চল থাকে, অতিরিক্ত চঞ্চল হইলে স্থির হইতে বাধ্য হয়। স্থিরের কাল ও অবস্থা কিছুই স্থির নাই। যাহার যে প্রকার শক্তি

হয়, তাহার সেই প্রকার স্থিরের কাল ও অবস্থা হয়। কে কতদূর যাইয়া স্থির হয়, ইহা কেহই বলিতে পারে না, যদি পারিত, তাহা হইলে সমস্ত স্থির অর্থাৎ ঠিক হইত।

দর্শন বৃদ্ধ বলিয়া নিজে স্থির করিল যে ইহাই স্থির হয়, কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত অস্থির হয়। বৃদ্ধ হইলে চক্ষুতে দেখিতে পায় না, কিন্তু চক্ষুর পাতা বন্ধ হয়না। যাহারা বরাবর দর্শন করিতে করিতে বৃদ্ধকালে দর্শন করিতে না পারে, তাহারা অন্য জনকে বলেনা যে আমরা দর্শন পাইনা, বরং অনুমানে সমস্ত কার্য্য করে, এবং অনুমানকে প্রমাণ করিবার কারণ প্রত্যক্ষকে ছোট করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। অনেকে বলিবে, ধূম দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে তথায় অগ্নি আছে, যে জনের অগ্নি সংস্কার নাই সে কি ধূম দেখিয়া বলিতে পারে যে তথায় অগ্নি আছে। প্রথমে দৃশ্য জগৎ, তাহার পর অনুমান অর্থাৎ পুনঃ স্মরণ, ইহাতে কর্ত্তা ঠিক হয়, কারণ কর্ত্তার অনুমান আসে কোথা হইতে, যদি প্রথমে কর্ত্তা না থাকে, কিন্তু কর্ত্তারও কর্ত্তা আছে. এই সমস্ত অন্য রহস্যে মীমাংসা করা হইয়াছে।

পুনঃ স্মরণ দৈবকে পুষণ করে, আবার দৈব আনন্দকে পুষণ করে। দর্শন অনুমানে কার্য্য করে, কিন্তু আমি বলি সমস্ত বিষয় অনুমানে চলেনা, ইহার কারণ অনুমান সর্ব্ব সময়ে সত্য হয় না। কেহ অনুকে ধরিল, অনুর অনু আছে, বেশী অনু করিলে ফাঁকি হইল, ফাঁকি হইলে নিজে ফাঁকিতে পড়িল, কারণ কথার ফাঁকিতে

ফাঁকি করিতে ছিল, আবার কথার ফাঁকি দিয়া উহাকে ফাঁকি করিল। প্রকৃতি গুণে প্রকৃতি হয়, আবার সেই প্রকৃতি প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। হেতু ধরিয়া ঈশ্বর কর্ত্তা হয়, আবার ঈশ্বর নশ্বর হয়, কি আশ্চর্য্য যুক্তি। যদি কার্য্যের ফলাফল ভুগিতে হয়, তবে আর একটার প্রয়োজন কি, অতএব আপনি উদ্ভব যাহা তাহাই করা কর্ত্তব্য হয়।

ব্রহ্ম যদি অভেদ হয়, তাহা হইলে সোহং কি দোষ করিল, এই সব গুলি কি কেহ ব্যবহারে আনিতে পারে, না ব্যবহারের যাহা তাহা লইয়া মীমাংসা করিতে পারে, তবে কথার পুঁটকি আছে, আর তর্কের প্রণালী আছে, আর কেল্লার দরজা অনেক রকমে রক্ষিত আছে, ইহার কারণ শীঘ্র কেহই কিছু করিতে পারে না। বাতাস যথায় যাইতে পারে না, তথায় বুদ্ধিমানের বুদ্ধি যায়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে এই সব সুরক্ষিত কেল্লা কেননা অপর এক-জন অধিকার করিতে না পারিবে। তবে এক দিনে না পারে, শত শত বৎসরে পারিবে, ইহাও সত্য কি মিথ্যা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ। দর্শন কত প্রকার হইয়াছিল, কত প্রকার হইতেছে, ও কত প্রকার হইবে, ইহা কি কেহ নিরাকরণ করিতে পারে, যদি পারিত, তাহা হইলে এক প্রকার দর্শন জগতে থাকিত।

বন্ধু, যদি সমস্ত নিত্য কর তাহা হইলে কোন বালাই থাকে না। সকলেই কর্ত্তা, সকলেই ভোক্তা, সকলই কর্ম্ম, সকলই অন্ন, যাহা বিপরীত দেখ তাহা কেবল সংস্কার হয়। সংস্কার কিনা প্রস্তুত করিতে পারে, কিনা নাশ করিতে পারে অর্থাৎ অবস্থান্তর করিতে

পারে। যদি সংস্কারই বালাই হয়, তবে সংস্কার নাশ করা বিধেয় হয়, কিন্তু সংস্কার লোপ হয় না কারণ আদি ভূতে আছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূত লোপ করা বিধেয় হয়, কিন্তু ইহা কি সম্ভব পর হয়।

যাহা নাই, তাহা নাই, যাহা আছে তাহা আছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূত লোপ হয় না, যদি ভূতের লোপ না হয়, তাহা হইলে সংস্কারের লোপ হয় না, যদি সংস্কারের লোপ না হয়, তাহা হইলে আকারের লোপ হয় না, যদি আকারের লোপ না হয়, তাহা হইলে গুণের লোপ হয় না, যদি গুণের লোপ না হয়, তাহা হইলে দৃশ্যের লোপ হয় না, যদি দৃশ্যের লোপ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের লোপ হয় না, যদি জ্ঞানের লোপ না হয়, তাহা হইলে দর্শনের লোপ হয় না, যদি দর্শনের লোপ না হয়, তাহা হইলে হিতাহিতের লোপ হয় না, যদি হিতাহিতের লোপ না হয়, তাহা হইলে কার্য্যের লোপ হয় না, যদি কার্য্যের লোপ না হয়, তাহা হইলে পুরুষ-কারের লোপ হয় না, যদি পুরুষকারের লোপ না হয়, তাহা হইলে পুনঃ জন্মের লোপ হয় না, যদি পুনঃ জন্মের লোপ না হয়, তাহা হইলে দৈবের লোপ হয় না, যদি দৈবের লোপ না হয়, তাহা হইলে আনন্দের লোপ হয় না। আনন্দের লোপ না হইলে আবার সংস্কারের লোপ হয় না, যদি ইহা সব ঠিক হয়, অর্থাৎ কিছুরই লোপ হয় না, তাহা হইলে সমস্ত নিত্য ইহা প্রমাণ হইল।

পূর্ব্ব কথিত বিষয় যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দোষাদোষ সংস্কারের ফল হয়, তর্ক বিতর্ক সংস্কারের ফল হয়, অতএব যাহা

দিয়া যাহা খণ্ডণ করিবে তাহাও সংস্কারের ফল হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কার লোপ হয় না, অর্থাৎ একটি সংস্কারের স্থানে অপর আর একটি আসিয়া স্থান লয়, অতএব যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই নিত্য হয়, এবং যাহা নিত্য তাহা ধ্বংশ হয় না, যদি ধ্বংশ না হয়, তবে কথার কাটাকাটির প্রয়োজন কি, ফলতঃ নিত্য বলিলেই বালাই শেষ হয়।

আবার দেখ, দোষ আসিল, কারণ যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে কথার কাটাকাটিকে দোষ বল কেন। দোষাদোষ কিছুই নাই, আবার দোষাদোষ সব আছে, কারণ যেটি প্রবল হয় সেটি ঠিক হয়, আর যেটি ক্ষীণ হয় সেটি অঠিক হয়। সকল মানবে শক্তি আছে, তবে একজাত বলবান বলিয়া কথিত হয় কেন, এবং অপর জাত ক্ষীণ বলিয়া কথিত হয় কেন, ইঁহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, যে শক্তি প্রবল হইল, সে শক্তি পুরুষ বলিয়া কথিত হইল, আর যে শক্তি ক্ষীণ হয়, সে শক্তি কাপুরুষ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু শক্তি সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান রহিল। জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত এই প্রকার হয়। যখন যে সংস্কারটি প্রবল হয়, তখন সে সংস্কারটি ঠিক হয়, আর যেটি ক্ষীণ হইল, সেটি অঠিক কথিত হইল, কতদূর সত্য কি মিথ্যা প্রত্যহ প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই ব্যবস্থা চলিতেছে কিনা ভাল রূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পার।

তবে পাপ ও পূণ্য কিছুই নয় ইহা বলিতে পার, কর্ত্তা ও কর্ম্ম কিছুই নয়, ইহা বলিতে পার, কিন্তু নিত্যের দরুন কিছুই বলিতে

পারে না, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। পাপ করিলে ভোগ করিতে হয়, পূণ্য করিলে ভোগ করিতে হয়, যদি মনে কর ভোগ করিবনা, ইহা ঠিক হইল না, কারণ "যদি মনে কর ভোগ করিবনা," ইহা কি ভোগ করা হইলনা। যাহা কর মনকে ভোগ করিতে হইবে, পাপ করিলেও ভোগ করিতে হইবে, পূণ্য করিলেও ভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভ অবস্থাতে মনকে ভোগ করিতে হইবে। তবে সংস্কার গুণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তবে বলিতে পার, যদি মনের লোপ করি তাহা হইলে আর ভোগ করিতে হইবে না। এখন মনের লোপ হয় কিনা ইহা দেখ।

মনের লোপ হয় না, কারণ আকার বিহীন না হইলে মনের লোপ হয় না। যদি আকার থাকে, তাহা হইলে গুণ আছে, গুণ থাকিলেই সংস্কার আছে. সংস্কার থাকিলেই সমস্ত আছে, অতএব মনের লোপ হয় না, কারণ নিত্য পদার্থ হয়। অনেকে বলিবে তন্ময় হইলে হয়, ইহা ঠিক নয়, কারণ তন্ময় হইলে আর মনযোগ ঠিক হইল।

দেখ দর্শন, যদি তুমি সমস্ত নিত্য দেখ, তাহা হইলে মীমাংসা হইতে আর কিছুই বাকী রহিল না, কারণ যাহা কর তাহাই নিত্য হয়, এবং যাহা না কর তাহা ও নিত্য হয়, তবে পরের স্ত্রী লইলে লৌহের স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে হয়, এইটি জানা আবশ্যক হয় কারণ ইহাও নিত্য হয়। পরের স্ত্রী লওয়া কেহই বন্ধ করিতে পারিবেনা আর লৌহের স্ত্রীর সহিত আলাপ করাও কেহ বন্ধ

করিতে পারিবেনা; কারণ সমস্তই নিত্য হয়। কেহ যদি বলিল, আমি তোমার স্ত্রী সম্ভোগ করিব, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, অমনি সে বলিল, আমার স্ত্রী সম্ভোগ করিলে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ শাস্তি ও নিত্য হয়। দেখ দর্শন, নিত্য করিলে আর কিছুরই বালাই থাকেনা, কারণ জ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত সমস্ত ঠিক হয়, তবে হিতাহিত শিব, শিব, শিব, সত্য, সত্য, সত্য. নিত্য, নিত্য, নিত্য কি বলিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তবে বন্ধু শুন :—

জগতে অশিব কিছুই নাই। যাহা একটির শিব হয়, তাহা অপরটির অশিব হয়, একটির অশিব না হইলে অন্য একটির শিব হয় না। ভূতে ভূতে শিব ও অশিব চলিতেছে। যাহা পূর্ব্বে দৃশ্য পথে ছিলনা, অর্থাৎ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যাইত না, এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে ধ্বংশ করিয়া অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া বৃহৎ হয়, আবার বৃহৎ বৃহৎকে ধ্বংশ করিয়া ক্ষুদ্র হয়। তবে বলিতে পার, বৃহৎ হইলে আর ক্ষুদ্র হয় না, কারণ কেহই ধ্বংশ করিতে পারিবেনা। বন্ধু তাহা নয়, বৃহৎ আবার অতি ক্ষুদ্র হয়, প্রধান রাজাও অতি ক্ষুদ্র প্রজা হয়, জমা ও খরচ বরাবর ঠিক আছে। যদি খালি জমা থাকিত কিম্বা খরচ থাকিত, তাহা হইলে একটি প্রবল হইত, কিন্তু যখন জমা ও খরচ দুইটি শব্দ চিরকাল বর্ত্তমান আছে, তখন ফাজিল হইবার উপায় নাই, তবে কিছু ক্ষণের জন্য দেখায় যে ফাজিল বর্ত্তমানে হইয়াছে, কিন্তু ফাজলামী ছাড়িলে আর ফাজিল থাকে না। নিজের লীলা কি অদ্ভুত হয়, যাহা নিজে জানেনা। চক্ষুতে চষমা

রহিয়াছে, কিন্তু চারিধারে চষমা অনুসন্ধান করিতেছে, অতএব শিব ব্যতীত জগৎ নাই।

দেখ বন্ধু হিতাহিত, তুমি এই কার্য্য করিবেনা কারণ তুমি হিতাহিত নাম লইয়াছ, তবে জ্ঞান ও দর্শন করিতে পারে। যদি জগতে অশিব কিছুই নাই, তবে পরের বিশ্বাসের গচ্ছিত ধন লইতে বাধা কি, কিম্বা পরকে ঠকাইতে বা বাধা কি। বাধা কিছুই নাই, তবে বাঁধাতে পড়িতে হয়, কারণ হিতাহিত বর্ত্তমান আছে, যদি হিতাহিত না থাকিত তাহা হইলে বালাই ছিলনা। হিতাহিত কখনই বলিবেনা যে, পরের দ্রব্য ফাঁকি দিয়া লও, যদি হিতাহিত-কে জ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা চাঁপিয়া কার্য্য কর, মন অস্থির হইবে, মন অস্থির হইলে দেহ রোগগ্রস্থ হইবে, দেহ রোগগ্রস্থ হইলে রূপান্তর হইবার সম্ভাবনা আছে। এখন রূপান্তর হইয়া যাইবে কোথা। আবার পূনঃজন্ম আসিয়া পড়িল। ছোট ও বড় নিজের নিজের গুণে হয়।

অনেকে বলিতে পারে ইহজন্মে ভোগ করি, পর জন্মে যাহা হয় হইবে।

ইহ জন্মে রাজা শাস্তি দিবে।

অনেকে বলিতে পারে, যদি রাজার আইন বাঁচাইয়া লই, তাহা হইলে কি হইবে।

আইনবাজ বলিয়া রাজার আইন বাঁচাইয়া লইলে, কিন্তু সাধারণে জুয়াচোর বলিল।

তাহাতে ক্ষতি কি, আমি জাঁক জমকে থাকিয়া ক্রিয়া ও দান করিয়া যশ গ্রহণ করিলাম।

মনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল, কিন্তু বরাবর করিলে ধরা পড়িবে। আর দেখ, মন শান্তি নাই, কি দোষে কি হয় ইহা কেহ বলিতে পারেনা।

একটি লোক জুয়াচুরি করিল, কিন্তু হঠাৎ এমন শোক পাইল যাহা জুয়াচুরি বুদ্ধি ছাপিয়া রাখিতে পারিলনা, ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত নয়। নীতি শাস্ত্র নীতি শাস্ত্রে রাখ, কিন্তু চারি শাস্ত্র এক করিয়া চৌকোস হইলে, তক্তা বন্দি হইয়া করাতের অনুগ্রহে থাকিতে হয়, ইহা কতদূর সত্য কি মিথ্যা একবার হিতাহিতের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখ।

দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারিলে দর্শন হয়। যতদিন জ্ঞান ও দর্শন হিতাহিতের অনুগ্রহে থাকে, ততদিন জগতে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারে। হিতাহিত ছাড়িলে শ্রীভ্রষ্ট হয়, শ্রী কি ললিতা সহস্র নাম দেখ। জ্ঞান বহুদূর যায়, কিন্তু ক্লান্ত হইলে প্রায় অজ্ঞান হয়। যখন অজ্ঞান হইবার উপক্রম হয়, তখন বিশ্বাস আনিয়া পুনঃ জ্ঞান লাভ পায়, এবং এই অনুগ্রহ হিতাহিতের দ্বারায় হয়। হিতাহিত না থাকিলে সংসার থাকে না, যাহা কিছু দ্বি আছে সমস্তই হিতাহিতের কৃত হয়।

হিতাহিত আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে বলিয়া কার্য্য আছে, কার্য্য আছে বলিয়া পুরুষকার আছে, পুরুষকার আছে বলিয়া ফল আছে, ফল আছে বলিয়া আনন্দ আছে, আনন্দ আছে বলিয়া দর্শনের এক আছে। দর্শন এই এক লইয়া চলে ও ফিরে, ইহার কারণ একের নীচে যাহা হয় দর্শন তাহাকে

অনিত্য কহে। কেহ নীচে হইতে উপরে উঠে, কেহ উপর হইতে নীচে আসে, কিন্তু উভয়ে এক হইতে যাওয়া ও আসা ইহা ঠিক কহে, ইহার কারণ যাহা হইতে আসে ও যাহাতে যায় তাহাই ঠিক হয়, আর অন্য সমস্ত অঠিক হয়।

দর্শনের ইহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক যে, দর্শন কোথা হইতে মীমাংসা করিতেছে, যদি অন্য সমস্ত অঠিক হয়, তাহা হইলে দর্শন যাহা কহে কেননা সমস্ত অঠিক হয়, যখন অনিত্য হইতে বলিতেছে, বাস্তবিক তাহা নয়, কারণ হিতাহিত আসিয়া বন্ধু দর্শনকে বলিলঃ—বন্ধু দর্শন, তুমি হিতাহিত ছাড়িতেছ, তুমি যতদিন এইটি ঠিক, ঐটি অঠিক, এইটি সত্য, ঐটি অসত্য বলিতেছিলে, তত দিন দর্শন মার্গে ছিলে। অদ্য তুমি অন্ধ হইতেছ, কারণ আর বিষয়ে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছ, যদি আর প্রবেশ করিতে তাহা হইলে আর কত ঠিক ও অঠিক জানিতে পারিতে। তবে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, আর ভ্রমণ করিতে পারিতেছ না। তুমি বসিয়া পড়িয়াছ, এইবার সংজ্ঞা ধরিবে, এবং এই সংজ্ঞা হইতে অন্য সমস্তকে সংজ্ঞা দিবে।

বন্ধু দর্শন, এই শেষ তোমার ঠিক নয়, যদিও প্রকৃত পক্ষে তোমার শেষ বটে, কিন্তু তোমার যদি আর শক্তি থাকিত তাহা হইলে আর কত দূর যাইতে পারিতে, এবং আর কত নূতন দৃশ্য তোমার নয়নগোচর হইত। পূর্ব্বজন কতদূর গিয়াছে, তুমি আর কতদূর যাইলে, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কতদূর যাইবে ইহা কে বলিতে পারে। যদি একজন অপরজনকে হারাইতে পারে, ইহা

ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্যজন কেননা তাহাকে হারাইতে পারিবে।

ভূগোল তত্ত্ববিৎ কতকগুলি দেশ বাহির করিল, ইহা বলিয়া সে যাহা বলিল অর্থাৎ ইঁহা ব্যতীত আর নাইঁ তাহাই সত্য ইহা বলা বাতুলতা হয়, কারণ একজন যখন কতকগুলি দেশ বাহির করিতে পারিয়াছে, তখন অন্য জন যে আর পারিবে ইহার কোন ভুল নাই, তবে যে কয়েক গুলি দেশ সে বাহির করিয়াছে, তাহা সত্য হয়। এই সত্য অবলম্বন করিয়া আর কত সত্য দেশ বাহির হয়। যত সত্যের আলোচনা করিবে তত সত্য বাহির হইবে। জগতে অসত্য কিছুই নাই। যাহা দর্শন কর তাহাই সত্য হয়। সত্য ব্যতীত সত্য বাহির হয় না। যদি তুমি ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া আর পথ নাই ইহা বল, ইহা সত্য নয়, তবে যতদূর তুমি দর্শন করিয়াছ ততদূর সত্য হয়। হিতাহিত তোমায় এই শিক্ষা দিলে, তাহা না হইলে তুমি কি জগতে একাদশ ইন্দ্রিয় লইয়া কিছু প্রমাণ করিতে পারিতে।

যাহা হইতে সূক্ষ্ম কিম্বা সূক্ষ্ম হইতে যাহা তাহাই তুমি লোপ কর, কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহা হইতে বলিতেছে, তাহাই কিছুই নয়। দৃশ্য হইতে জ্ঞান হইল, জ্ঞান দর্শন করিতে করিতে প্রবেশী হইল, জ্ঞান আর প্রবেশ করিতে পারিল না, কারণ ভ্রমণে ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্লান্ত হইলেই বিশ্রাম প্রয়োজন হয়, এবং বিশ্রাম ভবনে যাইলেই শান্তি প্রয়োজন হয়। শান্তি হইল বলিয়া কি পুরুষকার শেষ হইল। তুমিও পুরুষকার

করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম ভবনে যাইতেছ এবং যাহা তুমি শান্তি নিকেতন বলিতেছ, এই শান্তি নিকেতন ব্যতীত আর কিছুই নাই ইহা বলা কি যুক্তি সঙ্গত হয়। তুমি একাদশ ক্রোশ যাইয়া শান্তি পাইয়াছ, কেহ না কেহ আর বেশী ক্রোশ কোন না কোন্ সময়ে যাইতে পারিবে, ইহা দর্শনের শেষ সীমা ইহা বলা যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ অপরকে অলস করিয়া দেওয়া হয়। যত সাধারণের ব্যবহারে মার্গ থাকিবে, তত মার্গ পরিষ্কার থাকিবে, যত পরিষ্কার থাকিবে, তত অন্য পথিককে আকর্ষণ করিবে, যত আকর্ষণ করিবে তত উন্নতি মার্গে উঠিবে, যত উন্নতি মার্গে উঠিবে, তত পথ বাড়িবে, যত পথ বাড়িবে, তত পুরুষকার চলিবে, যত পুরুষকার চলিবে, তত নূতন আবিষ্কার হইবে, যত নূতন আবিষ্কার হইবে, তত আনন্দ ছুটিবে, যত আনন্দ ছুটিবে তত শান্তি নিকেতন বাড়িবে। যত শান্তি নিকেতন বাড়িবে তত দূরদর্শী হইবে, যত দূরদর্শী হইবে তত অজ্ঞানতা আসিবে, এই অজ্ঞানতার কর্ত্তা হিতাহিত হয়।

বন্ধু হিতাহিত, তোমা হইতে এই জগৎ ব্যবহারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, যদি তুমি জ্ঞান ও দর্শনকে বাধা না দিতে, তাহা হইলে সভ্য মানব বলিয়া জগতে কেহই বিদিত হইত না। তুমি আহার, বিহার, পাপ, পুন্য, স্বর্গ, নরক, খাদ্য ও অখাদ্য ঠিক করিয়া জগতে সভ্য মানব করিয়া দিয়াছ, আবার আবশ্যক আনিয়া কি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছ। যদি আবশ্যক এইটি না রাখিতে তাহা হইলে জ্ঞান ও দর্শন সব পিণ্ডি এক পিণ্ডি করিয়া ফেলিত, যদিও পুস্তকে

করিতে পারিয়াছে কিন্তু কার্য্যে অদ্য পর্য্যন্ত কোন মানব পারিল না, এবং কোন কালে পারিবেনা।

বন্ধু হিতাহিত, ইহা বলিয়া জ্ঞান ও দর্শন মিথ্যা নয়, তোমার এইটি মহাদোষ হয়, যে তুমি নিজে বড় হইতে চাও, যেমন জ্ঞান ও দর্শন উভয়ে নিজে নিজে বড় হইতে চায়, ইহার কারণ কাহারও মীমাংসা ঠিক হয় না, অতএব খালি জ্ঞান হইলে চলিবেনা, খালি দর্শন হইলে চলিবেনা, খালি হিতাহিত হইলে চলিবেনা।

দৃশ্য জগৎ অন্ন হয়, অন্ন হইতে দেহ হয়, দেহ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে দর্শন হয়, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন হিতাহিতের দ্বারা মার্জ্জিত হয়, আবার পুরুষকারের দ্বারা জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত লভ্য হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত তাহা হইলে একটির আশ্রয় ব্যতীত আর একটি থাকিতে পারিত, কিন্তু একটির আশ্রয় ব্যতীত অপর একটি হয় না, ইহার কারণ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্ত নিত্য হয় অর্থাৎ এক হয়। জ্ঞান ও দর্শনের এক নয় ইহা নিত্য অর্থাৎ এক। নিত্য করিলে জ্ঞান ঠিক রহিল কারণ নিত্য, দর্শন ঠিক রহিল, কারণ নিত্য, অতএব জ্ঞান যাহা বলে তাহা সত্য হয়, দর্শন যাহা বলে তাহা সত্য হয়, হিতাহিত যাহা বলে তাহা সত্য হয়, পুরুষকার যাহা করে তাহা সত্য হয়, কিন্তু স্ব, স্ব প্রধান হয়, ইহা অসত্য হয় ইহার কারণ খালি দর্শন যাহা বলে তাহা অসত্য হয়, খালি জ্ঞান যাহা বলে তাহা অসত্য হয়, খালি হিতাহিত যাহা বলে তাহা অসত্য হয়, খালি পুরুষকার যাহা করে তাহাও অসত্য হয়, তবে জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত একত্রিত

হইয়া পুরুষকারের দ্বারা যাহা বলে তাহা সত্য হয়, কারণ নিত্য হয় অর্থাৎ এক হয়।

জগতে আবশ্যক বড় বালাই হয়, যদি আবশ্যক না থাকিত তাহা হইলে কোন বালাই থাকিতনা। সংস্কার এই আবশ্যক উৎপাদন করে, ইহার কারণ এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং, এক পোষাকের আবশ্যক হয়। জ্ঞান ও দর্শন আবশ্যককে উচ্ছেদ করে, তবে হিতাহিত জ্ঞান ও দর্শনকে অগ্রে ও পিছনে বাঁধিয়া রাখে, ইহার কারণ জ্ঞান বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া শান্তি স্থাপন করে, আর দর্শন সংজ্ঞার উপর ভর করিয়া শান্তি ঠিক করে, তবে তফাৎ এই, জ্ঞান স্বীকার করে যে আমি জানিনা, দর্শন বলে, যে আমি দর্শন করিয়া সংজ্ঞা করি, কিন্তু হিতাহিত বালাইয়ের দরুন জ্ঞান ও দর্শন স্বভাব নিয়ম ছাড়িতে পারেনা, দেশজাত সংস্কার ছাড়িতে পারেনা, কিন্তু নিত্যের কারণ জগতে বড় হয়, যেমনি বড় হয়, অমনি অবতার মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে।

অবতার নিত্য হন, ইহার কারণ অন্যের অপেক্ষা অবতার বড় হন, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন অবতারকে মুড়িয়ে খেতে পারেনা, যদি পারিত, তাহা হইলে জ্ঞান ও দর্শনের চেলা জগতে থাকিত। সমস্ত জগৎ অবতারের চেলা হয়, কারণ তিনি নিত্য হন। জগতে আবশ্যক অতি বালাই হয়। যদি জগতে অবতারের আবশ্যক না হইত, তাহা হইলে পর পর এত অবতার হইত না। অবতার যখন জগতের আবশ্যকতার ভিতর আছে, তখন অবতারের মুখ নিস্থতঃ বাক্য অবহেলা করা বিধেয় নয়।

অবতার ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম ব্যতীত একতা হয় না, একতা ব্যতীত বল হয় না, বল ব্যতীত পুরুষকার হয় না, পুরুষকার ব্যতীত ফল হয় না, ফল ব্যতীত আনন্দ হয় না, তবে বলিতে পার, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে অবতার বড় কেন।

গুণ যাহার দ্বারা বড় ও ছোট হয়, ইহাও নিত্য হয়, ইহার কারণ গুণের পূজা বিধেয় হয়। আকার হইলেই গুণ হয়, গুণ হইলেই পুরুষকারের ব্যতিক্রমে বড় ও ছোট হয়। বড় ও ছোট থাকিলেই অবতারের আবশ্যক হয়। বড় ও ছোট গুণের উদ্ধারের কারণ অর্থাৎ সংস্কার এক করিবার কারণ অবতারের আবশ্যক হয়।

যে যাহা বলুক কিম্বা লিখুক, গুণের আদর করিতে মানব মাত্রেই বাধ্য হয়। কেন কর বাপু, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, নিত্য বলিয়া গুণ নিত্য হয়।

এই সমস্ত কে শিক্ষা দিল, যে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট যাহা বলিলেন তাহা সত্য হয়, এবং এই সত্য রক্ষা করিবার কারণ কোটি কোটি মানব দেহ বিসর্জ্জন দিল। প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট কি বলিয়াছেন, যে কোটি কোটি দেহ নষ্ট করিয়া আমার নাম জগতে জাহির কর, না তিনি বলিয়া গিয়াছেন, এক গালে চপটাঘাত করিলে অপর গাল পাতিয়া দিবে। তিনি জগৎকে ভাল বাসিতেন, ইহার কারণ জগৎ বাসী তাঁহাকে ভাল বাসে, গুণ ইহার মীমংাসের স্থল হয়। তাঁহার গুণ রাশি অন্য সমস্ত মানবের গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট হয়, ইহার কারণ তিনি পূজনীয় হন। জগতে জ্ঞান ও দর্শনের অভাব

নাই, এবং কেহ লিখিতেও বাকী করে নাই, তবে কেন জ্ঞান ও দর্শনের মত না চলিয়া প্রভূ যিশুখ্রীষ্টের মত জগতে চলিল। জগতে অবতার আবশ্যক হয় ইহা প্রমান হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতে শিব কি বুঝিতে পারিলে।

অবতার ব্যতীত শিব কিছুই নাই। আর্য্য জগতে প্রভূ হর শিব ছিলেন, কিন্তু এখন শিব নাই, ইহার কারণ শিব নাম অভাব হয়। আর্য্য জগৎ যদি শিবময় হইত, তাহা হইলে শিব বর্ত্তমান থাকিত। আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই নিত্য হয়। প্রভূ হর তিরোভাব হইয়াছেন, ইহার কারণ আপাততঃ শিব নাই। কেন প্রভূ হর তিরোভাব হইয়াছেন, অন্য রহস্যতে প্রকাশ্য রূপে বলা হইয়াছে।

শিব ময় জগৎ হয়, কিন্তু সংস্কার গুণে অশিব হয়, কি বালাই দেখ, সংস্কার অতীত হইবার উপায় নাই, যাহা আকার তাহা সংস্কার হয়। জগতে অবতার আসিয়া মানবের সংস্কার এক করিয়া দিয়া যান। সংস্কার এক হইলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইলে কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম করিতে হইলে পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। পুরুষ-কার করিলে ফল হয়, ফল হইলে আনন্দ হয়, আনন্দ হইলে শান্তি হয় এবং এই শান্তি শিব হয়। বন্ধু হিতাহিত, সংস্কারের ফল কি উৎকৃষ্ট দেখ, এবং অবতার শিব কেন হন, এখন বুঝিতে পারিলে।

অবতার চারটি নীতিকে একত্রিত করেন। অবতার না আসিলে মানব ধর্ম্ম হয় না, মানব ধর্ম্ম না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে বল হয় না, বল না হইলে রাজা হয় না; রাজা না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে সমতা হয় না, সমতা না থাকিলে দুঃখ

মোচন হয় না, দুঃখ মোচন না হইলে মাথা পরিষ্কার হয় না, মাথা পরিষ্কার না হইলে মানসিক তেজ আসে না, মানসিক তেজ না আসিলে, জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত স্পষ্ট করিয়া খেলা খেলিতে পারে না, ফলতঃ স্পষ্ট করিয়া না খেলিলে জগতে কষ্ট পাইতে হয়।

স্বাধীন চেতা ব্যতীত স্পষ্ট খেলা দেখাইতে পারে না। পেট ঠাণ্ডা থাকিলে পা ছড়াইয়া দেয়, আর পেট কাঁদিলে হাত ছড়াইয়া দেয়। পেটের অগ্নি জ্বলিলে মস্তকের অগ্নি নির্ব্বান হইয়া যায়, আর পেটের অগ্নি নির্ব্বান হইলে মস্তকের অগ্নি জ্বলিতে থাকে। মস্তকের অগ্নি না জ্বলিলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত প্রকাশ পায় না। ইউরোপে ও এমেরিকাতে অদ্য কি ভয়ানক মস্তকের অগ্নি জ্বলিতেছে, কারণ উঁহাদের পেট ঠাণ্ডা আছে।

প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট সন্তান রূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া, অদ্য তাঁহার শিষ্যেরা অন্ধকার জগতে আলোক বিস্তার করিয়া আলোক ময় করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট হইতে ধর্ম্ম হইল, ধর্ম্ম হইতে একতা হইল, একতা হইতে বল হইল, বল হইতে রাজা হইল, রাজা হইতে সমাজ হইল, সমাজ হইতে দুঃখ মোচন হইল, দুঃখ মোচন হইল বলিয়া মাথা পরিষ্কার হইল। পরিষ্কার মাথা হইতে মানসিক তেজ উৎপন্ন হইল, মানসিক তেজ হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত মহানন্দে স্পষ্ট খেলিতে লাগিল। অহো! এক প্রভূ যিশুখ্রীষ্ট হইতে কি উৎকৃষ্ট ফল ফলিল। বন্ধু হিতাহিত, শিব, শিব, শিব, কেন বলিয়াছিলাম এখন জানিতে পারিলে।

যাহা নিত্য তাহাই সত্য হয়, অবতার নিত্য হন, ইহার কারণ সত্য হন। যে দেশে এক অবতার নাই সে দেশে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম কাহাকে বলে অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞান ও দর্শনে অবতার নাই, তবে জ্ঞানীরা জানিনা বলিয়া বিশ্বাসকে লইয়া আসে, বিশ্বাসকে ধরিয়া অবতারকে স্বীকার করে, কিন্তু দর্শন সংজ্ঞাকে খাড় রাখে। দর্শন বিষয়ে প্রবেশ করিতে করিতে উৎপত্তিতে যায়, কিন্তু উৎপত্তির উৎপত্তি আছে, ইহার কারণ মীমাংসা হয় না, কিন্তু দর্শন যখন আর দর্শন পায় না, তখন সংজ্ঞা করে, এবং ঐ সংজ্ঞা হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আনে, আবার তাহাতে লইয়া যায়, এবং আদি সংজ্ঞাটিকে এক কহে, আর অন্য সমস্তকে বহু কহে।

জ্ঞানীরা জানিতে জানিতে যায়, যখন জানিতে আর পারে না, তখন জানিনা বলিয়া অনন্তকে লইয়া আসে, এবং জ্ঞানীরা অনন্তকে নিত্য কহে, অন্য সমস্তকে অনিত্য কহে, কিন্তু অবতারকে অনন্তের ভিতর ফেলে। ইহার মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানী অবতারকে ভক্তি ভাবে নিত্য কহে, এবং অবতারের উপর ভক্তিকে ও তৎ সম্বলিত কার্য্যকে প্রকৃত মুক্তির কারণ কহে, ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত কার্য্যকে বৃথা কার্য্য বলে।

বিজ্ঞান বাদীরা ভূতের যুক্ত ও অযুক্তকে শ্রেষ্ঠ লীলা কহে, এবং তৎকারণ ইহারা প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ইহাদের কথার কাটাকাটি নাই কারণ প্রত্যক্ষ দেখাইতে হয়, যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই শ্রেষ্ঠ হয়। যাহা বল তাহা কার্য্যতে কর, খালি কথা

বলিলে চলিবে না। কথা কথাতে থাকে, যেমন দর্শনের কথা কোন কার্য্যতে আসে না, তবে নীতি পালন করিলে কতকটা সিদ্ধি লাভ হয়। যাহার যাহা সংস্কার তাহার তাহাই সিদ্ধি হয়। এক স্থানে বসিয়া জড় হও, জড়বৎ হইবে, কিন্তু কার্য্য কি হইবে, কিছুই নয়।

অবতারেরা লীলা করেন, এবং এই লীলা লইয়া জগৎ চলিতেছে। জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত যদি পরস্পরে বড় হইত, তাহা হইলে ইহাদেরও লীলা জগতে থাকিত, কিন্তু কেহই বড় নয়, সকলেই ফক্কা হয়। আবার জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতকে এক করিয়া যাহা কর তাহাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। অবতারেরা এই তিনটিকে লইয়া জগতে বিচরণ করেন ইহার কারণ জগৎ মুগ্ধ হয়। অবতারের নিকট, জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত প্রত্যেকে আসিয়া বিচার করুক, সকলেই পরাস্ত হইবে কারণ যাহা সার তাহাই অবতারের নিকট থাকে, ইহার কারণ অবতার তাঁহার প্রেরিত বলিয়া কথিত হন। জগতে সকলেই তাঁহার প্রেরিত হয়, তবে বিশেষ ও সাধারণ হয় কেন ?

গুণ ইহার কারণ হয়, এবং আকার অর্থাৎ ভূত ইহার মূল হয়। ভূতে ভূতে কি অদ্ভূত ভূতের লীলা হয়, তাহা ভূতই বলিতে পারে, তৎ কারণ গুণীই জানিতে পারে। গুণের কারণ পুরুষকার কম ও বেশী হয়, ইহা মীমাংসা করিতে হইলে পুনঃজন্ম আনিতে হয়। সংস্কার বড় বালাই হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে মীমাংসা কোথায়। জগতে যাহা আছে তাহা আছে, যাহা নাই তাহা

নাই, তবে সংস্কার গুণে নানা কহি ও বলি। এই সংস্কারও নিত্য হয়, যদি ইহা নিত্য না হইত তাহা হইলে শাস্তি কোথায় থাকিত। শাস্তি সংস্কার গুণে হয়, সংস্কার কি অন্য রহস্যে বলা হইয়াছে।

যাহা নিত্য হয় বাস্তবিক তাহাই সত্য হয়, নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ সত্য ব্যতীত কিছুই নাই। কোন মানব কি কিছু ধ্বংশ করিতে পারিয়াছে। আবাহমান যাহা চলিতেছে, এখনও তাহাই চলিতেছে। অতীতে তাহাই ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবে, তবে সংস্কার গুণে নানা বর্ণ দেখি. নানা রকম বকি, নানা কর্ম্ম করি, কিন্তু ইহা সমস্ত সত্য হয়, কারণ নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই।

চুরি নিত্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে চুরি করিলে শাজা গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও নিত্য হয়। রাজা ও প্রজা নিত্য হয়, রাজা বড় হন, প্রজা ছোট হয়, অতএব বড় ও ছোট নিত্য হয়। দর্শন এক হইতে সমস্ত করিল, তবে সমস্ত জগৎ এক নয় কেন। কস্মিন কালে কি জগৎ এক ছিল, না বর্ত্তমানে এক আছে, না ভবিষ্যতে এক হইবে, তবে এক হইতে সমস্ত বলা বাতুলতা।

রহস্যের **এক** নিত্য হয় কারণ যাহা বলিবে তাহাই নিত্য হয়, তৎকারণ ইহার পাপ ও পূণ্য নিত্য হয়। পাপ করিলে শাজা গ্রহণ করিতে হয়, পূণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। পাপ ও পূণ্য সংস্কারের খেলা হয়, এই সংস্কার অবতারেরা করেন। সমাজ হইলেই অবতারের আবশ্যক হয়, কারণ অবতারের মুখ নিঃসৃত বাক্য নিত্য হয়।

অবতার বলিলেন, পরস্ত্রীহরণ করিলে পাপ হয়, প্রকৃতই পাপ হইল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই ইহার কারণ রাজা শাজা বিধান করিলেন। সমাজ বড় বালাই হয়, যে মানবের ভিতর সমাজ নাই, সে মানবেরা পশু অপেক্ষা অধম হয়, এবং এই মানবকে শুদ্র কহে, ফলতঃ শুদ্র অস্পর্শীয় জাত হয়, যদিও ইহারা পশুর মতন আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন কার্য্য লইয়া জগতে বিচঁরণ করে, তত্রাচ ধর্ম্ম বিহীন বলিয়া ইহারা জগতে হেয় বলিয়া কথিত হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, ফলতঃ স্বাধীন ও পরাধীন নিত্য হয়। জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত কি ইহা বন্ধ করিতে পারিয়াছে। কাগজ ও কলম ও কালি আছে ইহার কারণ জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত সমস্ত লিখিতে পারে, কিন্তু কার্য্যে কি কিছু করিতে পারে।

কাল ও ধলা থাকিবে, রাজা ও প্রজা থাকিবে, অবতার ও শিষ্য থাকিবে, পণ্ডিত ও মূর্খ থাকিবে, অর্থাৎ ভূতের নিত্য যাহা আছে তাহা চির কাল থাকিবে কারণ সমস্ত নিত্য হয়, যাহা নিত্য হয়, তাহাই সত্য হয়।

হে হিতাহিত, তুমি জ্ঞান ও দর্শনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য কর, নিজে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া প্রাধান্য লইও না, তাহা হইলেই ক্ষীণ হইবে, ক্ষীণ হইলেই পরের অনুগ্রহে থাকিবে, কারণ ইহাও নিত্য হয় ইহাও জানিবে। দেখ, যদি সমস্ত এক হয়, তবে প্রত্যেক বিষয়ের ব্যভিচার দেখা যায় কেন। বিংশতি বৎসরের যুবা কি এক বারে মাতৃ গর্ভ হইতে আসিতে পারে। কালের সহায় লইতে হয়, অতএব এক কোথায়। বীজ বপন না করিলে কি মানব হয়।

হে হিতাহিত, তুমি মনে কর এক খানি পুস্তক হইল পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে মুদ্রা যন্ত্রের আবশ্যক হইল, কাগজের আবশ্যক হইল এবং কালির আবশ্যক হইল। কাগজ কোথা হইতে হইল?

বস্ত্র হইতে হইল।

বস্ত্র কোথা হইতে হইল?

সূত্র হইতে হইল।

সূত্র কোথা হইতে হইল?

কার্পাস হইতে হইল।

কার্পাস কোথা হইতে হইল?

বৃক্ষ হইতে হইল।

বৃক্ষ কোথা হহতে হইল?

বীজ হইতে হইল।

বীজ কোথা হইতে হইল?

বৃক্ষ হইতে হইল।

এখন বীজ অগ্রে না বৃক্ষ অগ্রে হয়, ইহার মীমাংসা অন্য রহস্যে প্রকাশ্য রূপে করা হইয়াছে। বৃক্ষটি রূপান্তর হইয়া গেল।

কোথায় গেল?

পঞ্চ ভূতে গেল।

পঞ্চ ভূত কোথা হইতে হইল?

তাঁহার হইতে হইল।

কাহার হইতে হইল?

তাঁহার হইতে হইল।

এই তাঁহার ও-কাহার লইয়া তানে নানেনা গান করিতে হয়, কিন্তু দর্শন এই স্থানে একটি সংজ্ঞা করিবে এবং ঐ সংজ্ঞা হইতে অন্য সমস্ত সংজ্ঞা করিবে। জ্ঞান এই স্থানে জানিনা বলিয়া একটি উপাধি করিবে, হিতাহিত বোবা হইয়া থাকিবে, এখন আবার দেখ পুস্তক লিখিল কে ?

উত্তর। মানব।

প্রশ্ন। মানব কে ?

উত্তর। মনুর সন্তান।

প্রশ্ন। মনু কে ?

উত্তর। মন জাত।

প্রশ্ন। মন কে ?

উত্তর। অনুনাসিক জাত।

প্রশ্ন। অনুনাসিক কে ?

উত্তর। সহস্রার্দ্ধ।

প্রশ্ন। সহস্রার্দ্ধ কে ?

এখন দেহ না আনিলে সহস্রার্দ্ধের অস্তিত্ব থাকে না, ইহার কারণ দেহ জাত বলিতে হইবে।

প্রশ্ন। দেহ কোথা হইতে হইল।

উত্তর। অন্ন হইতে হইল।

প্রশ্ন। অন্ন কোথা হইতে হইল ?

উত্তর। ভূত হইতে হইল।

প্রশ্ন। ভূত কোথা হইতে হইল।

উত্তর। তাঁহার হইতে হইল।

আর উত্তর চলেনা কারণ তাঁহার ও কাহার লইয়া মহা গোল-যোগ উপস্থিত হয়, তবে প্রবেশীরা চালাক দাস বাবাজী বলিয়া একটি সংজ্ঞা করিল, আর জ্ঞানীরা জানিনা বলিয়া একটি উপাধি দিল, ফল সকলকার এক হইল। অনু হইতে সমস্ত সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে, ইহা বাস্তবিক ঠিক, কিন্তু বৃহৎ যদি ঠুকরা হইতে পারে আর ঠুকরা হইতে হইতে যদি অনু হইতে পারে, তাহা হইলে অনু কেননা ফাঁকি হইতে পারে, ফাঁকি হইলেই ভূতে মিশ্রিত হইতে বাধ্য হইল।

এখন ভূত কোথা হইতে হইল।

তাঁহার হইতে হইল। ফলতঃ ফল এক হইল।

দেখ বন্ধু, ইহা বলিয়া কি পুস্তক কিছুই নয় বলা যুক্তি সঙ্গত হয়. যখন পুস্তক হইতে প্রমাণ করিতেছ, যে পুস্তক কিছুই নয়, এবং পুস্তক প্রনেতা মানব ও কিছুই নয়, খালি এক সত্য হয়, আর অন্য সমস্ত অসত্য হয়।

বন্ধু. এই বলিলে কি ভাল হয় না, যে এক সত্য হয় বলে আর সমস্ত অসত্য হয় বলে, তার বলা অসত্য হয়, কারণ নিজে অসত্য বলিতেছে। বন্ধু নিত্য বলিলে কিছুই বালাই থাকেনা, কারণ পুস্তক হইতে তিনি পর্য্যন্ত নিত্য হয়, আর প্রণেতা হইতে তিনি পর্য্যন্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে সব মীমাংসা হইল, কারণ সমস্ত বজায় রহিল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত ও পুরুষকার সমস্তই নিত্য হয়, ইহার কারণ সমস্তের আলোচনা করা বিধেয় হয়।

অহে জ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত, তোমরা সকলে একত্রিত হও, কারণ একত্রিত হইলে বিশেষ কার্য্য করিতে পারিবে, বিশেষ কার্য্য করিতে পারিলে জগতে যশ লাভ করিবে, এবং যশ লাভ করিলে চিরকাল জীবিতাবস্থাতে থাকিতে পারিবে। দেখ, জ্ঞান যাহা বলে দর্শন তাহা স্বীকার করেনা, দর্শন যাহা বলে, হিতাহিত তাহা স্বীকার করে না, পরস্পরে প্রাধান্যের কারণ কেহই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না।

দৃশ্য হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে দর্শন হয়, কিন্তু হিতাহিত উভয়ের নিকট উপস্থিত আছে। যে জ্ঞানী কিম্বা যে দার্শনিক হিতাহিতকে অবহেলা করিয়া উপরে উঠিল, সে আর নীচে নামিল না, কিন্তু সে নীচে হইতে হিতাহিতের দ্বারা উপরে উঠিয়াছিল, এইটি আর তাহার স্মরণ নাই, ইহার কারণ কতকগুলি ব্যক্তি স্থূলকে ঘৃণা করিয়া অবহেলা করে, কিন্তু এইটি জ্ঞান নাই যে, স্থূল দেহ আছে বলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছি।

দেহ ব্যতীত জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতের অস্তিত্ব কোথায়, অন্ন ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব কোথায়, রূপান্তর ব্যতীত জগতের গতি কোথায়, ভেদ ব্যতীত যুক্তি কোথায়, ক্রিয়া ব্যতীত ফল কোথায়, ফল ব্যতীত আনন্দ কোথায়, আনন্দ ব্যতীত শান্তি কোথায়। অহে জ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত, শক্তি ব্যতীত তোমাদের ক্রিয়া কোথায় আছে। মৃত্যুদশায় তোমাদের ক্রিয়া কই। শক্তি সর্ব্বত্র আছে, তবে মৃতাবস্থায় শক্তি অভাব হয় কেন। যে অবস্থায় যেটি আবশ্যক হয়, সে অবস্থায় সেটি আপনি উদ্ভব হয়। কি আশ্চর্য্য রহস্য।

একটি ব্যতীত একটি থাকিবার উপায় নাই, জগতে আধার ও আধেয় সম্বন্ধে জগৎ রচিত হয়, এই সমস্ত সংস্কার হয়, সংস্কার ব্যতীত অস্তিত্ব কোথায়। যখন জগতে থাকিতে হইবে, তখন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। নিয়ম প্রতিপালন করিতে করিতে সংস্কার বদ্ধ মূল হয়, সংস্কার বদ্ধ মূল হইলে কার্য্যক্ষম হয়, কার্য্যক্ষম হইলে পরিশ্রমের ফল অনায়াসে লাভ করে, এবং তন্ময় হইলে শান্তি হয়, ফলতঃ জগতে সংস্কার থাকিবার দরুন কি উচ্চ কার্য্য সাধিত হইতেছে।

যে বিষয়ে মনোযোগ দিবে সেই বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিবে। মনোযোগ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না। প্রথমে বিশ্বাস করিলে, বিশ্বাস করিবার পর কার্য্য করিতে সুরু করিলে, যত মনোযোগ গাঢ় হইতে লাগিল তত উৎকৃষ্ট ফল ফলিতে চলিল এবং যখন কার্য্য ও কারণ যোগ হইল তখন তন্ময় আসিল, তন্ময় আসিলে শান্তি বিরাজ করিল, ফলতঃ এই সমস্ত কার্য্য সংস্কারে হইল। জগতে যাহা কিছু হইতেছে, সমস্তই সংস্কার বলে হইতেছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে জগৎকে কি করিয়া অনিত্য কহা যায়, বা সংস্কারকে কি করিয়া অনিত্য কহা যায়। যাহা স্বভাব তাহাও সংস্কার হয়, কারণ স্বভাব বিকৃত হইলেই সংস্কার হয়, আবার সংস্কার সিদ্ধ হইলেই স্বভাব হয়। প্রকৃত ও বিকৃত সমস্তই মানবের উপর নির্ভর করে। যাহা অধিক জন বলিল, তাহাই স্বভাব বলিয়া পরিগণিত হইল, যাহা অল্প জন বলিল, তাহাই স্বভাব বিহীন হইল।

অবতার সমাজ গঠন করিতে আসেন এবং যিনি সমাজ গঠন করিতে পারিলেন তিনিই অবতার বলিয়া কথিত হইলেন। অবতার স্বভাব সিদ্ধ পুরুষ হন, কারণ বহুজন তাহাতে মুগ্ধ হয়। যথায় বহু জনের বাক্য এক হয়, তথায় স্বভাব বর্ত্তমান হয়। জগতে কত জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, আপাততঃ আছে ও ভবিষ্যতে কত হইবে কিন্তু সাধারণ জাগতিক জন উহাদের মত লইয়া জগতে চলে, না উহাদের বিস্তর শিষ্য আছে। সমস্ত জগৎ প্রায় অবতারের শিষ্য হয়।

কেন হয়, ইহার কারণ কি, বোধ হয় আর কিছুই নয়, ইহারা জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতকে এক করিয়া কার্য্য অর্থাৎ লীলা করেন এবং সমস্তকে নিত্য দেখেন, কারণ অনিত্য কিছুই নাই, পাপ ও পূণ্য, মূর্খ ও পাণ্ডিত, যশ ও অপযশ, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি, সমস্ত সংস্কার নিত্য হয়। পাপ করিলে শাজা গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ নরক ভোগ করিতে হয়, পূণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ স্বর্গ ভোগ করিতে হয়, মূর্খ হইলে অপযশ হয়, পণ্ডিত হইলে যশ হয়। জগতে গুণই মন মুগ্ধ কর হয়, যাহা মুগ্ধকর তাহাই পূজনীয় হয়।

মুনি কিম্বা ঋষি বলিলে কতকটা প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু অন্য-জন বলিলে তত হয় না, যদি অবতার বলেন, তাহা হইলে কোন কথাই নাই, কি আশ্চর্য্য রহস্য, সকলেই মানব হয়, তবে অবতার বলিলে গ্রাহ্য হয় কেন, কারণ তিনি ষড়ৈশর্য্যে জন্ম গ্রহণ করেন। যে বিষয় লইয়া যে মানব তাঁহার নিকট যাইবে, সে বিষয়ে

সে মানব আনন্দ পাইবে। মুনি, ঋষি, পণ্ডিত ইহা পারে না, ইহারা যে বিষয় জানে সে বিষয়ে শাঁড়ের মতন লড়িতে পারে, অন্য বিষয় বলিলে, ইহারা নিজের বিষয় আনিয়া গোলমাল করে. ইহার কারণ ইহাদের নিকট সর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসা নাই।

জ্ঞানের মীমাংসা জ্ঞানী করিতে পারে, দর্শনের মীমাংসা দার্শনিক করিতে পারে, হিতাহিত, হিতাহিতের মীমাংসা করিতে পারে, কিন্তু একটি অপর একটির পারে না, ইহার কারণ পরস্পরে পৃথক হয়। নিত্য করিয়া লইলে সকলকার মীমাংসা হয়, অর্থাৎ সাধু হইতে চোর পর্য্যন্ত সহজে মীমাংসা হয়, এবং মহাভূত হইতে ক্ষুদ্র ভূত পর্য্যন্ত হয়, এবং বিশেষ হইতে সাধারণ পর্য্যন্ত মামাংসা হয়।

হে জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত, তোমরা যেমন এক দেহে আছ, তেমন সকলে এক হও। জগতে মস্ত মাঠ great field ফেলিয়া রাখ, তাহা হইলে আর কত জন আর কত আবিষ্কার করিবে এবং আর জগতের কত মঙ্গল হইবে। দেহ তোমাদের ব্যতীত গুণী বলিয়া কথিত হয় না, আবার তোমাদের দোষ ও অনেক হয়, তোমরা তিনটি একত্রিত হইয়া কার্য্য কর না, আবার যখন তিনটি একত্রিত হইয়া কার্য্য কর, তখন মহাগুণী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রিয় হও। আবশ্যকতা বড় বালাই হয়, যাহা আবশ্যক তাহা তোমরা উচ্ছেদ কর, কারণ স্ব স্ব প্রধান বলিয়া নিজে পরিচয় দেও।

জগতে অবতার আবির্ভাব হইয়া এই সব দুঃখ মোচন করেন কারণ তিনি সমস্ত নিত্য দেখেন। জ্ঞানকে জ্ঞানের কার্য্য করিতে

বলেন, দর্শনকে দর্শনের কার্য্য করিতে বলেন, হিতাহিতকে হিতাহিতের কার্য্য করিতে বলেন, কিন্তু সমস্তকে নিত্য কহেন। কি আশ্চর্য্য লীলা, কারণ কাহাকেও প্রাধান্য দেন না, আবার সকলকে প্রাধান্য দেন। জগতে অবতার এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং, এক পোষাক, এক পুত্রে বিষয় ভোগ এই সংস্কার ঠিক করিয়া দিয়া জগৎ হইতে তিরোহিত হন। এক সংস্কার বলে জগতে মানব কি কার্য্য অনায়াসে না সাধন করিতেছে। জগতে মানবের নিকট দুরুহ কার্য্য কিছুই নাই, যখন কার্য্য মানবের রচিত হয়। যথেষ্ট ভক্তি পুঁজি কর, গাঢ় বিশ্বাস কর, মস্ত মাঠ সম্মুখে ফেল, পুরুষকারকর, সমস্ত নিত্য অর্থাৎ এক দেখ।

দর্শন। আপনি যাহা বলিলেন ইহা অত্যুৎকৃষ্ট হয়। আপনি নিত্য আনিয়া বড় বাধন শক্ত করিয়াছেন। অনেক দার্শনিক এক কহে, কিন্তু আপনার এক অর্থাৎ নিত্য স্বতন্ত্র হয়। স্ত্রী ও পুরুষ এক হয়, আবার আলাহিদা হয় কারণ নিত্য হয়। পাপ ও পূণ্য নিত্য হয়, পাপ করিলে শাজা গ্রহণ করিতে হয়, কারণ শাজা নিত্য হয়, আবার পূন্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ সুখ নিত্য হয়। আপনার মাথার ধারকে ধন্য দিই, কারণ যে, যে ধারে আক্রমণ করিবে, সে সেই ধারে মরিবে। আপনি জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতকে নিত্য কহেন, পুরুষকারকে ও নিত্য কহেন, অবতারকে ও নিত্য কহেন, আবশ্যককে ও নিত্য কহেন, সংস্কার কে ও নিত্য কহেন, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবে সমস্তই নিত্য ছিল, নিত্য আছে ও নিত্য থাকিবে, কিন্তু

বর্ত্তমান হইতে সমস্ত মীমাংসা হইবে, আবার আপনি কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকে সীমাতে বদ্ধ করিতে চান না। আপনার নিত্য প্রকৃত নিত্য হয়, খালি কথার আড়ম্বর নয়, সমস্তই যেমন চলিতেছে এমনই চলিবে, কারণ সমস্তই নিত্য হয়। কিহে বন্ধু জ্ঞান, হিতাহিত, তোমাদের কিছু বলিবার আছে?

জ্ঞান ও হিতাহিত। আমাদের কিছুই নাই, কারণ নিত্য করিয়া তিনি সকলকেই বজায় রাখিয়াছেন। দেখুন, আমরা পরষ্পরে কত গোলমাল করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি নিত্য আনিয়া সকলকার সহিত কি উৎকৃষ্ট মীমাংসা করিয়া দিলেন। যেমন নিত্য তেমনই এক রহিল, লাভের ভিতর সব মীমাংসা হইল।

দর্শন। তবে শান্তি হইয়া নিত্য হউক।

সকলে বলিল। শান্তি, শান্তি, শান্তি। **এক, এক, এক**। নিত্য, নিত্য, নিত্য। শিব, শিব, শিব।

সমাপ্ত।